বুঝিবেন সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি নর-নারী উভয়ের চেষ্টার উপর নির্ভর করে, একের চেষ্টায় কদাপি তাহা সংসাধিত হইতে পারে না।

তাই শিক্ষিতা ও শিক্ষার্থিনী বঙ্গ-রমণীগণের প্রতি আমাদের এই নিবেদন যে ভগ্নিগণ! সময় যাইতেছে। শীঘ্র উঠিয়া যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কার্য্যারম্ভ কর; গৌণ করিও না, পশ্চাতে চাহিও না, কাহারো প্রতীক্ষা করিও না।—সমাজ ডুবিয়া গেল! বঙ্গনারী-কুল অশিক্ষার দহনে ও সমাজের সহস্র অত্যাচারে একবারে বিনষ্ট হইল তাহাদের আর্ত্তনাদে দেশ পূর্ণ হইল!—শত শত বালা সুশিক্ষার অভাবে পিতা মাতার অর্থলোভ চরিতার্থ করিবার জন্য মুমূর্ষ বৃদ্ধের নিকট জন্মের মত আত্ম বিক্রয় করিল। সহস্র সহস্র নারী যৌবনের প্রথম উদ্যমেই বৈধব্যের হাতে পড়িয়া হৃদয়ের উষ্ণ নিঃশ্বাসে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত করিতেছে এবং বলিতেছে পৃথিবি! তুমি বিদীর্ণা হও, তাহাতে প্রবেশ করিয়া এ জ্বালা নিবারণ করি!! শিক্ষিতা ভগ্নি! যদি তুমি এসব দেখিতেছ, তবে আর কি করিয়া যবনিকার অন্তরালে অবিচলিতমনে সরল বিলাসে—আত্মসুখে রত থাকিবে? যদি দুর্ভাগিনী ভগ্নীগণের দুঃখ বুঝিয়া থাক, যদি তাহাদের হৃদয়ে অহর্নিশি যে আগুন জ্বলিতেছে তাহা এক দিনের তরেও স্বপ্নগোচর করিয়া থাক, তবে আজই এই মুহূর্ত্তেই—কাহারো প্রতীক্ষা না করিয়া আত্মীয় বন্ধুর মুখ না চাহিয়া—সাংসারিক সুখের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া—জ্বলন্ত উৎসাহে তোমার কোমল হৃদয় একেবারে জ্বালিয়া দাও; প্রতিজ্ঞা কর—এখনই ব্রত গ্রহণ কর—"আজ হইতে আমার জীবন মাতার নয়, পিতার নয়, ভ্রাতার নয়—স্বামীর নয়; আজ হইতে আমি সন্ন্যাসিনী—এই সহস্র সহস্র অজ্ঞান নিপীড়িত ও দুর্ভাগ্য ভগ্নীর দাসী, তাঁহাদের সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিলাম।" কয়জন এরূপ উৎসাহী ভারত-ললনা আছেন আমরা দেখিতে চাই।

আশ্চর্য্য বিহঙ্গ-কুলায়।



বামাবোধিনীতে এক সময় আশ্চর্য্য মৎস্য দলের এক ছবি * দেওয়া হয়, তাহাতে পাঠিকাগণ দেখিয়াছেন, সৃষ্টিকর্ত্তা এক মৎস্যের আকৃতি গঠনে কত অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অনন্ত-শক্তি অপারজ্ঞান ঈশ্বরের সৃষ্টির যে বিভাগের প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত

* ১২১ সংখ্যা ১৬৫ পৃষ্ঠা দেখ।

করি, তাহাতেই তাঁহার বিচিত্র মহিমার পরিচয় পাইয়া অবাক্ হইয়া যাই। জগদীশ্বর পক্ষিজাতিকে যেরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছেন, তাহাদিগকে যেরূপ গানশক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহাদিগের বিভিন্ন অবস্থায় জীবিকা লাভের যেরূপ উপায় করিয়া দিয়াছেন, তাহাদিগের শাবক সকল প্রতিপালনের যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছেন, এ সকলের এক একটী বিষয় আলোচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্তু এ সকল ছাড়িয়া দিলেও বাসা নির্ম্মাণে তাহাদিগকে যেরূপ কৌশলজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পক্ষীদিগের মধ্যে যাহাদিগের নীড় সর্ব্বাপেক্ষা সুকৌশলসম্পন্ন, তাহারা প্রায় সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র জাতীয়

আমরা এই ছবিতে ৫টী বিভিন্ন জাতীয় পক্ষীর বিভিন্ন প্রকার কুলায়ের প্রতিকৃতি দিয়াছি, পাঠিকাগণ এক একটী করিয়া তাহাদিগের বিষয় আলোচনা করুন্। (১) আমেরিকা গুঞ্জরণ পক্ষী Humming bird, (২) আমাদিগের দেশীয় বাবুই, (৩) জঙ্গলের সীবন কারী পক্ষী Tailor bird (৪) আমেরিকার মক্ষিকাশী পক্ষী Fly catcher এবং (৫) যবদ্বীপস্থ চাতক পক্ষী।

১। গুঞ্জরণ পক্ষী—এই পক্ষী ছায়াযুক্ত নিভৃতস্থলে কোন বৃক্ষশাখা বা পত্রের অগ্রভাগে বাসা নির্ম্মাণ করে। এই বাসা অত্যন্ত হালকা, বাতাসে উড়িতে থাকে। ইহা শেওলা ও নরম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পালকে নির্ম্মিত। ইহার বুনান খুব ঘন ঘন।

এই পক্ষীরা যেমন মধুমক্ষিকার ন্যায় গুণ গুণ শব্দ করে, সেইরূপ মধুপান করিয়া জীবিত থাকে। নিবিড় অরণ্যের যে স্থানে নানাবিধ ফুলে সুশোভিত ও পুষ্প গন্ধে আমোদিত, ইহারা তাহার নিকটে বাসস্থান মনোনীত করে। এই পক্ষীদিগের আকার সুপারির অপেক্ষা বৃহৎ নহে। এরূপ ক্ষুদ্রাকার পক্ষী আর দেখা যায় না, বস্তুতঃ ইহাদিগকে পতঙ্গ বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। কিন্তু ক্ষুদ্র দেহে অদ্ভুত

সৌন্দর্য্য! মস্তকটী একটী নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল, তাহার উপর একটী হরিদ্বর্ণের শিখা আছে। শরীর হরিৎ, সুবর্ণ ও ধূমল বর্ণে এরূপ রঞ্জিত যে এক বর্ণ হইতে অন্যবর্ণ পৃথক্ করা যায় না। যখন তাহারা উড়িতে থাকে, তাহাদিগের বর্ণে রামধনুকের শোভা দৃষ্ট হয় এবং যত দেখা যায়, দেখিয়া আশ মিটে না। উড়িবার সময় বিদ্যুতের ন্যায় এমত দ্রুত বেগে উড়ে, যে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা যে গুণ গুণ শব্দ করে, তাহা কণ্ঠ হইতে নির্গত হয় না, পক্ষচালনা দ্বারাই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই পক্ষীরা উষ্ণপ্রধান দেশে থাকে। ইহারা সচরাচর মটরের ন্যায় ক্ষুদ্র ও বরফের ন্যায় শাদা দুইটী ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ছবিতে দেখ, একটী পক্ষী ডিম্বে তা দিতে বসিয়াছে। পক্ষিণী তা দিয়া যখন ক্লান্ত হয়, তখন তাহার সহচর পক্ষী তাহার স্থান গ্রহণ করে এবং সে উড়িয়া বনের মধ্যে চলিয়া যায়।

এই পক্ষীরা মধুপ্রিয়। উড়িতে উড়িতে একটী সুন্দর ফুলে বসিয়া তাহার কোষ মধ্যে লম্বা ঠোঁট প্রবিষ্ট করিয়া মধুপান করে। মধুমক্ষিকার ন্যায় অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া মধুপান করে না, একবারে শুষিয়া লয় তাহাতেই তাহার ভোজন সম্পন্ন হয়। পুষ্পকোষের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট গোপনে বাস করে, গুঞ্জরণ পক্ষীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পতিত হইলে আর তাহাদিগের নিস্তার নাই। ইহার জিহ্বা একপ্রকার আটাযুক্ত, তদ্দ্বারা কীটকে স্পর্শ করিয়া অমনি টানিয়া বাহির করে এবং এক একটী করিয়া ভক্ষণ করে। কয়েকটী কীট উদরসাৎ করিয়া শেষে একবার মধু দ্বারা মিষ্ট মুখ করিয়া উড়িয়া চলিয়া যায়।

২। বাবুই—এদেশে তালগাছের পত্রে বা ডগায় সচরাচর এই পক্ষীর বাসা দোদুল্যমান দেখা যায়। বাবুইও অতি ক্ষুদ্র পক্ষী, কিন্তু কুলায় নির্ম্মাণে অসাধারণ কৌশল প্রকাশ করিয়া থাকে। মনুষ্য বহু চেষ্টা করিয়াও অদ্যাপি সেরূপ কারুকার্য্য প্রস্তুত করিতে পারে

নাই। ইহাদিগের বাসা অতি হাল্কা, অথচ শক্ত, এরূপ শক্ত যে টানিয়া ছেঁড়া যায় না। ঘাস হইতে ইহারা একপ্রকার দড়ী প্রস্তুত করে, তাহা দ্বারা কুলায় নির্ম্মিত হয়। বাসাটী একটী লম্বা থলীর মত, কিন্তু তাহার দ্বার উপর দিকে নয়, নিম্নদিকে। এক এক বাসায় দুই তিনটী দ্বার দেখা যায়। এই দ্বারের ভিতর দিয়া অন্ধকারময় সূক্ষ্ম পথ; আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া উপর দিকের প্রকোষ্ঠে যাওয়া যায়। এই স্থানটী অধিক স্থূলাকার, কারণ যথার্থ বাসগৃহ এই থানেই লুকায়িত।

বাবুইকে এত কৌশল করিয়া যে বাসা নির্ম্মাণ করিতে হয়; তাহার বিশেষ কারণ আছে। ইহাদিগের অনেক শত্রু, বানর ও সর্প তন্মধ্যে প্রধান। বানরেরা ইহাদিগের ডিম্ব খাইতে বড় ভাল বাসে এবং কোনমতে হাতে পাইলে আর রক্ষা রাখে না। সর্পেরা ডিম্ব ও পক্ষী উভয়ই যো পাইলে খাইয়া ফেলে। ইহাদিগের বাসায় যেরূপ গঠন প্রণালী, তাহাতে তন্মধ্যে গিয়া ইহারা সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়া থাকে, আর কোন শত্রুর ভয় করে না।

আফ্রিকাদেশের বাবুইদিগের বুদ্ধিকৌশলের আরও প্রশংসা করিতে হয়। তাহারা জোনাকপোকা সকল ধরিয়া একপ্রকার আটাল মৃত্তিকা দ্বারা বাসার গায় সংলগ্ন করিয়া রাখে এবং রাত্রিকালে পোকাসকল আগুণের মত জ্বলে, ভয়ে কোন শত্রু নিকটস্থ হইতে পারে না। দক্ষিণ আমেরিকার অনেক নদীতীরে শত শত বাবুইয়ের বাসা ঝুলিতে দেখা যায়। (ক্রমশঃ।)

নারীচরিত।

এন হেসেলটাইন।

(১৮৩ সংখ্যা ১৭৩ পৃষ্ঠার পর।)

অতঃপর জড্‌সনের মুক্তি-লাভের আর উপায়ান্তর রহিল না। এন্ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছায় প্রতিদিন কারাগৃহে

যাতায়াত করিতে লাগিলেন, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত প্রহরীগণ কর্ত্তৃক দ্বারদেশ হইতেই তাঁহাকে দূরীভূত হইতে হইল। বিপদসঙ্কুল মানব জীবনে যতদূর কষ্ট সম্ভব, নিরপরাধিনী শুদ্ধদয়া এনের ভাগ্যে সে সমস্তই ঘটিয়াছিল। একদিকে নৃশংস নর-জীবন লোলুপ ব্রহ্মদেশ-বাসীদিগের হস্তে স্বামীর বিনাশাশঙ্কা, অপরদিকে ধর্ম্মহীন পশুবৃত্তি শত্রুদিগের দ্বারা নারীজীবন-সর্ব্বস্ব সতীত্বের অবমাননা—উভয় ভয়ে তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা কম্পিত হইত। এই ভয়ানক বিপদের সময়ও এনের হৃদয়ে কোন প্রকার নীতিবিরুদ্ধ ভাব মুহূর্ত্তের নিমিত্ত স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি মিথ্যা বলিতে সম্মত হইলে হয়ত অনেক সময় নিজের ও স্বামীর দুঃখের লাঘব করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় উন্নতচেতা নারীর পক্ষে কোন প্রকার ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য মৃত্যু অপেক্ষাও অধিকতর ক্লেশকর। এতদ্ভিন্ন তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে ধর্ম্ম-পরায়ণ, সত্যপ্রিয়, পত্নীবৎসল জডসন্ সহধর্ম্মিণীর নিষ্কলঙ্ক পবিত্র চরিত্রে পাপস্পর্শে যে পর্য্যন্ত মর্ম্মব্যথা পাইবেন, শতবর্ষ কারারুদ্ধ থাকিয়া অশেষ ক্লেশভোগও সে ব্যথার সহিত তুলনায় স্বর্গ-সুখ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। রাজভগ্নীর পূর্ব্ব প্রণয়ের উপর নির্ভর করিয়া এন বারম্বার জডসনের উদ্ধার বিষয়ে তাঁহার দয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু যে পতিবিরহ তীক্ষ্ণ শেলবৎ তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছিল, কেহই তাহার উৎপাটনে যত্ন করিল না। তিনি বীরোচিত ধৈর্য্য সহকারে সর্ব্ব-প্রকার যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিলেন।

এইখানেই এনের কষ্টের শেষ হইল না। ইংরাজ সৈন্যদিগের বিজয়লাভে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া রাজকর্ম্মচারীরা সর্ব্বাঙ্গ লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া জডসনকে এক গুপ্ত কারাগারে নিক্ষেপ করিল। এন পতির তথ্য অবধারণে অপারগ হইয়া উন্মত্তার ন্যায় হইলেন। অবশেষে প্রহরীদিগের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি কারাধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং গলদশ্রু নয়নে করুণ বচনে স্বামীর কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। সাধারণ ব্রহ্মদেশবাসীদিগের অপেক্ষা

কারাধ্যক্ষ অধিক দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন। এনের কাতরোক্তিতে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি সজলনয়নে এনের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে জড্‌সনকে বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি তিনবার আদেশ হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার চিত্তের স্বাভাবিক কোমলতা ঐ আদেশের বিরোধী হওয়ায় তিনি জডসনকে বধ না করিয়া গুপ্ত কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই লোমহর্ষণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এনের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল। তাঁহার স্বামী অপেক্ষাকৃত সদয়হস্তে অর্পিত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞ-চিত্তে বার বার ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

ইতিমধ্যে জড্‌সন জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন। অনেক অনুনয়ের পর এন তাঁহার স্বামীর শুশ্রূষা করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। বহুদিনের পর স্বামীর সাক্ষাৎ পাইয়া এন সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইলেন এবং নারী-সুলভ স্নেহ ও যত্নের সহিত তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু হতভাগিনীর ভাগ্যদোষে এ সুখ বহুদিন স্থায়ী হইল না। এক দিবস তাঁহার অজ্ঞাতসারে সমস্ত বন্দিগণ স্থানান্তরে প্রেরিত হইলেন। জড্‌সনের ভাগ্যে কি ঘটিল, এন্ কিছুমাত্র জানিতে পারিলেন না। কারাধ্যক্ষের বাক্য স্মরণ হওয়াতে তাঁহার ভয় ও শোক দ্বিগুণিত হইল। তিনি ভিখারিণীর ন্যায় পথে পথে দ্বারে দ্বারে স্বামীর তত্ত্বজিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নগরবাসীরা কেহই বন্দীদিগের তত্ত্ব জানিত না অথবা জানিয়াও রাজদণ্ডভয়ে প্রকাশ করিতে সাহস করিল না। অবশেষে এন এই মাত্র জানিতে পারিলেন যে বন্দীরা নগরান্তরে প্রেরিত হইয়াছে এবং তাহাদিগের অনুসন্ধান করা কিম্বা কোন প্রকারে তাহাদিগের সাহায্য করা তাঁহার সাধ্যের অতীত। কিন্তু এনের হৃদয় সামান্য উপকরণে সংগঠিত হয় নাই। তিনি জগতের মধ্যে ঈশ্বর ব্যতীত স্বামীকেই সর্ব্বস্বধন বলিয়া জানিতেন। সুতরাং স্বামীর নিমিত্ত সহ্য করিতে পারিতেন না এমত ক্লেশ বা বিপদ কিছুই ছিল না। কিয়দ্দিন

ভয়ানক সংশয়ে যাপন করিয়া যে নগরে জড়সন অন্যান্য বন্দিগণের সহিত প্রেরিত হইয়াছিলেন, সকল কষ্ট সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া, তিনি তথায় গমন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। নিদাঘের দারুণ রৌদ্রে আপনার নবপ্রসূত সন্তান ক্রোড়ে লইয়া একমাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে তিনি বহুকষ্টে আউং পেন্‌লা নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে তাঁহার স্বামী তৎকালে বন্দিভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তথায় আসিয়া জড্‌সনের যে অবস্থা নিরীক্ষণ করিলেন, পত্নীর হৃদয় দূরে থাকুক, অতি ভয়ানক শত্রুরও হৃদয় সে অবস্থা দেখিলে বিদীর্ণ হইয়া যায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তাপে ছায়াহীন প্রদেশে যুগবদ্ধ পশুর ন্যায় শৃঙ্খল-বদ্ধ হইয়া বন্দিগণ কালযাপন করিতেছিলেন। এনের নিজের অবস্থাও বড় অধিক সুখকর ছিল না। তাঁহার কোন আশ্রয় বা খাদ্যের সংস্থান ছিল না। অবশেষে অনেক অন্বেষণের পর তিনি অবস্থানের নিমিত্ত একটী ক্ষুদ্র ও অতি জঘন্য গৃহ প্রাপ্ত হইলেন। এই ভয়ানক স্থানে নানা ক্লেশে তাঁহাকে ছয় মাস অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল।

যে দিবস তিনি আউংপেন্‌লা নগরে পঁহুছিলেন, তাহার পর দিবস প্রাতে তিনি জড্‌সনের মুখে, তাঁহাদের বিচ্ছেদের পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমস্ত অবগত হইলেন। যে সময়ে তাঁহারা আউংপেনলায় আনীত হন, তৎকালে প্রহরীরা তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার সমস্ত বস্ত্রাদি লুণ্ঠন করিয়া তাঁহার কটিদেশে রজ্জুবন্ধন করিয়া অন্য এক জন বন্দীর সহিত তাঁহাকে সংযোজিত করে। এইরূপ অবস্থায় পশুর ন্যায় তাড়িত হইয়া তাঁহারা আউংপেনলা নগরে আনীত হন। পথে তাঁহার এতদূর কষ্টবোধ হইয়াছিল যে তিনি নদী পার হইবার সময় তাহাতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, কেবল আত্মহত্যা ভয়ানক পাপ স্মরণ করিয়া ঐ কার্য্য হইতে বিরত হন। ইহার পরেও উত্তপ্ত বালুকা ও শিলাময় পথে তাঁহাকে চারি ক্রোশ পর্য্যটন করিতে হইয়াছিল।

কোন বিধবার প্রতি।

(১)

নিত্য হেরি তোমা ওই ভগ্ন গৃহদ্বারে
কে তুমি, মলিন মুখী কাতরা রমণী ?
বল তুমি কার তরে, অভাগিনি ! আর্ত্তস্বরে
দোষ বিধি, দেশাচার, ধরণী জননী ?

(২)

কে তুমি নিয়ত যার ও দুঃখের স্বর
উঠে স্তব্ধ তারাময় গগন ভেদিয়া ?
নিরিবিলি ঝিঁ ঝিঁ ডাকে, জগত ঘুমায়ে থাকে ;
কেন তুমি ডাক ধরা নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া ?

(৩)

কে তুমি বলনা অয়ি অভাগিনি বালে !
গভীর নিশার কালে, ভাস শোক অশ্রুজলে,
কেন দিবানিশি তব ঝরে দুনয়ন ?
বহে শ্বাস—কার তরে—বল কি কারণ ?

(৪)

বুঝিয়াছি ভারতের দুখিনী ললনা,
অভাগিনী, পতিহীনা, তুমি বালা চন্দ্রাননা ;
কাঁদিতে জন্মেছ হায় কাঁদিবে কেবল,
কণ্টকে গঠিত আহা ! বিকচ কমল।

(৫)

শুনিয়াছি স্থির মনে অয়ি বিলাপিনি !
প্রতি নিশা তব কণ্ঠে দুঃখের লহরী ;
তপ্ত শয্যা পরিহরি, তব দুঃখ হৃদে ধরি,
নিভৃতে দাঁড়ায়ে ওই শুনেছি রোদন,
বুঝিয়াছি,—বুঝিয়াছি কত সে বেদন !

(৬)

বুঝিয়াছি ও যাতনা কত ভয়ঙ্কর—
বুঝিয়াছি অশ্রুজলে, কত যে হৃদয় গলে—
দুঃখের দহনে কত পোড়ে যে অন্তর ;
কে জানিবে হে সরলে! —জানেন ঈশ্বর।

(৭)

শুনিয়া নিশীথে ঝাউ-ললিত-উচ্ছ্বাস
কেঁদেছে উদাস প্রাণ, হারাইয়া বাহ্যজ্ঞান,
মুছাতে তোমার চক্ষু কর প্রসারণ
করিয়াছি,—মুছিয়াছি, হায়রে, আপন!

(৮)

বল, অভাগিনি, তুমি এ জনমে আর—
আর কি প্রসন্ন মুখে, আর কি আহ্লাদে সুখে,
কাটাতে পারিবে এই জীবনের ভার ?
দেশাচার দস্যু হাতে পাবে কি নিস্তার ?

(৯)

হায়রে প্রবল দস্যু—নির্ম্মম নির্দ্দয়,
ছিঁড়িয়া সুবর্ণ হার, অনাথিনী অবলার
দিয়াছে গলায় ফাঁসি ;—কে আছে এমন,
চির তরে যেই জন খুলে সে বন্ধন!

(১০)

কে আছে সুহৃৎ হায়, ভুবনে এমন ?—
কে আছে হিতৈষী হেন, করি আত্ম সমর্পণ,
উদ্ধারে অবলাগণে কারালয় হতে ?
নিবারে অবলা অশ্রু—কে আছে জগতে ?

(১১)

যখন নিরখি আমি ও দীন নয়ন,
অশ্রুভরা মুখ হায়! মাতি উঠি বাসনায়,—

ইচ্ছা হয় সব পাপ করি উন্মোচন,
সমাজচরণে করি কুঠার অর্পণ।

(১২)

ভুলে যাই একবারে নর-নশ্বরতা,
সমাজের স্নেহলতা—ভয়-ক্রোধ প্রচণ্ডতা—
ভুলে যাই হায় দুঃখ বাঙ্গালী জীবন ;
কুঠারে দ্বি খণ্ড করি জঘন্য বন্ধন।

(১৩)

বল, বালা, এ জনমে হৃদি বিনিময়ে,
আর কি গলিবে প্রাণ পবিত্র প্রণয়ে ?
প্রিয়তমে ! "প্রাণনাথ !"—প্রিয়সম্বোধনে
উত্তপ্ত হবে কি শ্বাস শ্বাসের মিলনে ?

(১৪)

উদিলে হৃদয়াকাশে দুঃখ মেঘ রাশি,
প্রাণেশ নিকটে আসি, ফেলিবে কি অশ্রু রাশি ?
হাসির পবনে মেঘ হয়ে অন্তর্হিত,
উদিবে কি ইন্দ্রধনু—কপোলে রচিত ?

(১৫)

বহিলে সোহাগে মরি নয়নের জল,
কাহার হৃদয়ে বল, সাজাইবে মুক্তাফল ?
নয়নে নয়নে অশ্রু আর কি মিশিবে ?
রৌদ্র বৃষ্টি যুগপৎ আর কি ফুটিবে ?

(১৬)

হায়রে গিয়াছে সেই সুখের সর্ব্বরী ;
তারাময় হার পরি, সৌরভাকুলিত করি,
হাসিবেনা তোমা কাছে আর নিশীথিনী !
ফুরায়েছে আশা তব মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষিণি !

(১৭)
দেখেছ নয়নে যাহা আর না দেখিবে,
শুনেছ শ্রবণে যাহা আর না শুনিবে,
দেখিবে না—শুনিবে না—ডাকিবেনা—কহিবেনা—
হাসিবেনা—কিন্তু হায় ! ভাবিবে কাঁদিবে ।

(১৮)
হাসিবেনা হাসি আর বিনোদ অধরে ;—
আরক্ত তরঙ্গ তুলে উল্লাসেতে হেলে দুলে,
করিবে না খেলা আর অনিল কখন,—
ফুটিবে না মৃদু আলো ;—অধরে দশন !

(১৯)
ফুটিবে না মৃদু আলো ;—অধরে দশন !
ওই সুমধুর হাসি, নীরজে চন্দ্রিকা-রাশি
ফুটিবে না কভু আর ; জ্বলিবে না হায় !
ও দীপ নির্ব্বাণপ্রায় আঁধারি সবায় !

২(০)
রহিবে অতৃপ্তবক্ষে সমস্ত জীবন ।
যত দিন রবে প্রাণ, গাইবে ও মৃদু গান ;
তরু, পক্ষী, পতঙ্গম নিশার আকাশ,
চমকিবে শুনি, নদী ছাড়িবে উচ্ছ্বাস ।

(২১)
তবু গলিবে না হায় সমাজের মন ;
ওই যে দৃঢ় বন্ধন, করিবে না উন্মোচন ;—
বাঁধিবে সুদৃঢ় আরো শুনি কণ্ঠ ধ্বনি ;
চির অভাগিনী হায় বঙ্গের রমণী !

২২
কেন কাঁদ তবে তুমি ? কি ফল বিলাপে ?
তব মর্ম্মভেদী তাপে, কভু কি সমাজ কাঁপে ?
আঁধারে জন্মেছে হায় বঙ্গের রমণী,
আঁধারে পাইবে লয়, বিধবা কামিনী ।

প্রলোভনের পরিণাম।

"কত খাটিব, আর যে পারি না" এই বলিয়া কোন রমণী হস্তস্থিত সেলাই রাখিয়া স্বীয় ক্ষীণ করতলে মস্তক নত করিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে রহিল। 'প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এত পরিশ্রম করি, কৈ তবুত কষ্টের শেষ নাই' অস্পষ্ট স্বরে এইকথা বলিতে বলিতে শতগ্রন্থি একখানি জীর্ণ বস্ত্রদ্বারা আপন ক্ষুদ্রদেহ আবৃত করিল। একে দুর্ব্বল শরীর, তাহাতে ভয়ানক শীত, তাহার উপর আবার সারাদিন অনাহার—আর কত সহ্য করিবে ? নীরবে চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণ এইভাবে গেলে অবশেষে থাকিতে না পারিয়া অন্যমনস্ক হইবার আশয়ে ক্ষুদ্র জানালার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। জানালার সম্মুখে রাস্তার পার্শ্বে কোন ধনীর সুরম্য অট্টালিকা। গবাক্ষ উন্মুক্ত থাকাতে মূল্যবান বিবিধ সামগ্রী সজ্জিত গৃহগুলি বেশ দেখা যাইতেছিল। গৃহসজ্জার অভাব নাই:—কোথায়ও সুন্দর ছবি, কোথায়ও শ্বেতপ্রস্তর মূর্ত্তি, কোথার স্ফটিকাধারে মনোহর পুষ্পস্তবক। হর্ম্ম্যতল কারুকার্য্যে খচিত, অতি বিচিত্র মহামূল্য আসনে মণ্ডিত। গৃহ সজ্জার অভাব নাই, যে দিকেই দৃষ্টিকর মুগ্ধ হইতে হয়। মধ্যে মধ্যে সুমধুর বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইতেছে। রমণীর দৃষ্টি সেই দিকে নিক্ষিপ্ত হইল, সে দেখিতে পাইল দুইটী যুবতী বেশভূষায় সুশোভিত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের অলঙ্কার দীপ্তি ও বস্ত্রের চাক্‌চিক্যে গৃহ যেন আরও উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে একজন ভৃত্য আসিয়া কি বলিল, আর রমণীদ্বয় বিকট হাস্য করিতে করিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া চঞ্চল পাদ বিক্ষেপে প্রাঙ্গণস্থিত সজ্জিত শকটে আরোহণ করিল। নিমেষ মধ্যে সুদৃশ্য যান দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়াগেল।

দরিদ্রা নারী বিমুগ্ধের ন্যায় এই সকল দেখিতেছিল এবং নিজের অবস্থার সহিত ঐ রমণীদ্বয়ের অবস্থার তুলনা করিয়া স্বীয় অদৃষ্টের

প্রতি কতই দোষারোপ করিতেছিল। এমন সময়ে হঠাৎ কাহার পাদশব্দে চমকিয়া উঠিল এবং ক্ষণপরেই দেখিল যে তাহার প্রভুপত্নী উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া সে কিছু সঙ্কুচিত হইল এবং যে যে কাপড় সেলাই করা হইয়াছিল তাহা দেখাইবার নিমিত্ত কর্ত্রীর দিকে অগ্রসর হইয়া সে গুলি তাঁহার হস্তে দিল। প্রভুপত্নী অনেক প্রশ্নের পর তাহাকে প্রাপ্য মূল্য প্রদান করিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন এবং দরিদ্রা নারীও আপন গৃহে যাইবার নিমিত্ত বহির্গত হইল।

কিয়দ্দূর যাইয়া সে এক পর্ণকুটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। দুঃখিনী বালা কুটীরে প্রবেশ করিয়া যেন তাহার মুখ আরও বিষণ্ণ ভাব ধারণ করিল। সে হৃদয় ভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া "বাবারে! তোরাসব কোথায় গেলি" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল এবং প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা এইরূপে থাকিয়া অবশেষে চক্ষু মুছিয়া গৃহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

এই দরিদ্রা রমণীর এক সময় সকলি ছিল। কর্ম্মক্ষম উপযুক্ত স্বামী, দুইটী সুকুমার সন্তান। কিন্তু হায় সে সকল এখন কোথায়? একে একে সকল গুলিই এ পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছে। প্রথমে স্বামী পরে কনিষ্ঠপুত্র। একমাত্র সন্তান অবশিষ্ট ছিল, সেও মাতার ক্রোড় শূন্য করিয়া অকালে চলিয়া গেল। দুঃখিনীর আপনার বলিবার কেহ রহিল না। এখন তাহার সেই সুখময় গৃহ শ্মশান তুল্য। বিধবা অসহায় নারী উপায় না দেখিয়া কোন ভদ্র ব্যক্তির গৃহে কর্ম্মের প্রার্থনা জানাইল এবং এইরূপে যখন যেখানে যাহা পায় সেলাই করিয়া কষ্টে জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। নিরাশ্রয় অবস্থা সত্য, কিন্ত সচ্চরিত্রা ধার্ম্মিকা বলিয়া সকলেই তাহাকে দয়া করে, তাহার সেই মলিন মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলে কেহই শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহার অন্তরও পবিত্রভাবে অনুরঞ্জিত। দুঃখে শোকে কাতর হইয়া অনাথিনী বালা নির্জ্জনে ঈশ্বরকে ডাকে,

তাঁহার চরণে অশ্রুবর্ষণ করে, হৃদয়ে পবিত্র শান্তি লাভ করিয়া জীবনের দুঃখ ভুলিয়া যায়।

দিন যায়, মাস যায়, বৎসরের পর বৎসর অতীত হয়, দুঃখিনীর দুঃখের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল না। যে অপরাজিত ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া সে স্বীয় দৈন্য দশাতেও ধন্য হইয়াছিল, ক্রমে তাহার তৎপ্রতি শিথিলতা উপস্থিত হইতে লাগিল। ক্রমে দুষ্টলোকের প্ররোচনায় সে পাপের নিকট স্বীয় ধর্ম্মকে বলিদান করিবার প্রতিজ্ঞা করিল, ধনলোভ সুখলালসা প্রবল হইয়া তাহার জীবন নদীতে বিপরীত তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত করিল।

যে রমণীদ্বয়ের গৃহশোভা ও বেশভূষায় মুগ্ধ হইয়া দুঃখিনী নারী স্বীয় জীবনকে তদবস্থ করিবার জন্য লালায়িত হইত, যাহাদিগকে সুখী মনে করিয়া সেই সুখে আপনাকে নিমগ্ন করিবার জন্য ব্যাকুল হইত, আজ সে সেই গৃহের একজন অধিস্বামিনী। বিচিত্র বস্ত্র, বহুমূল্য অলঙ্কারে সর্ব্বদা সজ্জিত, তাহার কত দাস দাসী লোকজন। কিন্তু হায়! ঈশ্বরের প্রতি আর তাহার মন নাই, একটু দুঃখ কষ্ট বহন করিবার জন্য আর তাহার অন্তরে প্রবৃত্তি বা দৃঢ়তা নাই, আপনার বিষয় চিন্তা করিবার আর তাহার অবসর নাই। তাহাকে এখন পাপাচারী লোকদিগের সহিত দিবানিশি বাস করিতে হয়, তাহাদিগের হাস্যে হাসিতে হয়, পরের মন যোগাইবার জন্য অশেষ প্রকারে ব্যস্ত থাকিতে হয়, পাপ প্রসঙ্গ করিতে হয়, নরকের কীট হইয়া পাপের দুর্গন্ধময় স্থানে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে হয়। জনসমাজে আজ তাহার স্থান নাই, আদর নাই। তাহার যে মুখের ভাব অন্যের শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারিত না, এখন সে মুখের প্রতি দৃষ্টি করিতে ঘৃণা হয়।

রমণীর ক্ষুদ্র কুটীর শূন্য! সুরম্য প্রাসাদে তাহার দিন অতিবাহিত হয়—অনাহার পরিশ্রম দরিদ্রতার পরিবর্ত্তে উপাদেয় ভোজ্য, বিশ্রাম, অপরিমেয় ধনরাশি—কিছুরই অপ্রতুল নাই। তবে কেন চক্ষুতে

কালিমা পড়িয়াছে? অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত? মলিন বেশে তাহার যত শ্রী ছিল, এখন তাহার শতাংশের একাংশও নাই। হৃদয়ের কলঙ্কজনিত সেই মুখে এখন পৈশাচিক ভাব। হাস্য করিতেছে বটে, কিন্তু সে শুষ্কহাস্য। দীনবেশে ছিন্নবস্ত্র পরিহিত হইয়া সেই পর্ণকুটীরে বাস করিয়া তাহার মনে যে শান্তি ছিল, হৃদয় যে নিশ্চিন্ত নির্দ্দোষ সুখ অনুভব করিত, আজ তাহা কোথায়? কে বলিবে সে সুখী?

হতভাগ্য রমণি! তোমার কি সেই পর্ণকুটীর অনশন অবস্থা ভাল-ছিল না? নির্দ্দোষ জীবন পবিত্র হৃদয়,যাহার নিকট পার্থিব মণি মাণিক্য অতুল ধনসম্পত্তি তুচ্ছপদার্থ, সেই জীবন সেইহৃদয় হারাইলে রমণীর আর রহিল কি? দরিদ্রতা দুর্ভাগ্য কে বলিবে? ধর্ম্মের পুণ্যের অভাব যেখানে জীবনকে বিশুষ্ক করে, তাহাকে কঠোর করিয়া দেয়, তাহাই প্রকৃত দরিদ্রতা—ভয়ানক শোচনীয় অবস্থা।

জগতে দুর্ভাগিনী সে রমণী নয় যে সামান্য পত্রাচ্ছাদিত কুটীরে বাস করে বা দিনান্তে এক মুষ্টি অন্নদ্বারা প্রাণধারণ করে। চীরবসন পরিধানেও রমণীর সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয় না। ধর্ম্ম, রমণীর জীবনের সার ধন, কণ্ঠের ভূষণ, চক্ষুর দীপ্তি, এই দুঃখময় পৃথিবীতে তাহার এক মাত্র অবলম্বন—উহা হইতে বঞ্চিত হইলে তাহার আর রহিল কি?

সংসারের যত প্রকার বিবাদ ক্লেশ যন্ত্রণা আছে, তন্মধ্যে ধর্ম্ম-বিহীন জীবন যাপন করা সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টের; প্রলোভনে অবোধ নারী তাহা বিস্মৃত হইল—আপনাকে পাপের চরণে বিক্রীত করিল, যাহার উচ্চচরিত্র পবিত্র জীবন কখন পাপমলায় কলঙ্কিত হয় নাই,—দুর্ব্বিপাকবশতঃ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সে ঘোর পাপে লিপ্ত হইল। হইল বটে, কিন্তু কতদিন আর পার্থিব অবাস্তব সুখ তাহার সুখ বর্দ্ধনে সমর্থ হইবে?—দিন যায়, মাস যায়, ক্রমে বৎসরের পর বৎসর অতীত হইল। আর কতদিন যাইবে? অবোধ নারী আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিল—সেই দেবজীবন যাহার বিনিময়ে সে পাপরাশি সঞ্চয়ে

লোলুপ হইয়াছিল, এখন তাহার স্মরণে আসিল। যে ঐশ্বর্য্য সম্পদে সুখী হইবে আশা করিয়াছিল, এখন দেখিল সে সব স্বপ্ন—অনুতাপের তীক্ষ্ণ শেল তাহার অন্তস্তল ভেদ করিয়া প্রাণকে ব্যাকুল করিল। অবশেষে পাপ প্রলোভনের পরিণাম, ক্ষিপ্তাবাস তাহার আশ্রয় হইল!!

দেশ ভ্রমণ।

স্কটলণ্ডের হ্রদদ্বয়।

বাণিজ্য কোলাহল পূর্ণ গ্লাসগো নগরীর সন্নিকটে লক্ কাটিরিন ও লোমণ্ড নামে দুইটি বিখ্যাত হ্রদ আছে। স্কটলণ্ডের একদিকে যেমন পর্ব্বত শ্রেণী সুবিস্তৃত, অন্য দিকে ক্লাইড্ নদীর পারে স্বাস্থ্যজনক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ও নগরী প্রকৃতির নানা শোভায় পরিপূরিত। গ্লাসগো হইতে ক্লাইডের মোহানা দিয়া আট্লাণ্টিক মহাসাগরে গমন করিতে করিতে এ সকল নগরী ও দ্বীপ দৃষ্ট হয়। গ্লাসগো একটী প্রধান জাহাজ-নির্ম্মাণ-স্থান বলিয়া খ্যাত, এবং লৌহ, কয়লা ও সাধারণ বাণিজ্যের জন্য ইহা গ্রেট ব্রিটেনের দ্বিতীয় নগর বলিয়া গণ্য। গ্রীষ্ম ও শরৎ কালে নানাদেশের ভ্রমণকারী ও এই নগর বাসীগণ সন্নিকটস্থ মনোরম স্থানে কিয়ৎ কাল অধিবাস করিয়া শরীরের সুস্থতা ও মনের স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া যান। আমাদের দেশে নির্দ্দোষ আমোদ সম্ভোগের স্থল অতি অল্প। ইউরোপে ইহার অনেক উপায় আছে। গ্রীষ্ম ও শরৎ কালে প্রতি শনিবার, পর্ব্বোপলক্ষে বা গ্লাসগো মেলার সময় ২৫ কি ৩০ সহস্র স্ত্রী পুরুষ জাহাজে চড়িয়া নানাস্থানে গমন করেন। জাহাজে খাদ্যের আয়োজন থাকে, এতদ্ভিন্ন বাদ্যকরও থাকে। কোন নির্দ্দিষ্ট হ্রদে যাইয়া যাত্রীগণ পর্ব্বতের গুহা বা নির্ঝরের ধারে বেড়াইয়া কত তৃপ্তিলাভ করেন! বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে এখানে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রমজীবিগণ অন্ততঃ এক মাস কাল কাজ হইতে বিরত হইয়া মোহানার পরপারস্থ কোন স্থানে যাইয়া

সপরিবারে বাস করে। অনেক ধনী লোক তাহাদের জন্য পরিপাটী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া সুলভ মূল্যে ভাড়া দিয়া থাকেন। আবার রেল বা জাহাজের ভাড়া এত কম যে প্রায় সকলেই সুবিধামত তাহাতে আরোহণ করিতে পারেন। অন্য কোন সময়ে ক্লাইডের মোহনার পরপারস্থ স্থানের বর্ণনা করিবার ইচ্ছা রহিল; এবারে আমরা কেবল স্কটলণ্ডের দুইটি হ্রদ ভ্রমণের বিষয় উল্লেখ করিব।

রেলযোগে গ্লাসগো পরিত্যাগ করিয়া ষ্টারলিং হইয়া কালাণ্ডারে আসিতে হয়। ষ্টারলিংয়ের সন্নিকটস্থ 'ব্যানকবরন' যুদ্ধস্থান ও সুবিখ্যাত ব্রুসের বিষয় অনেকেই ইতিহাসে পাঠ করিয়াছেন। দূর হইতে ষ্টারলিং দুর্গ দৃষ্ট হয়। রেলের দুই পার্শ্বে (Scotch Fir) দেবদারুর ন্যায় বৃক্ষশ্রেণী ও স্থানে স্থানে ঝরণা দেখিতে পাওয়া যায়। কালেণ্ডরে আসিলেই, স্কটলণ্ডের উচ্চ প্রদেশে (Highland) পদার্পণ করা হয়। কালেণ্ডর হইতে অর্ণবযানে কাটরিন হ্রদের পারে যাইতে হয়। পথিমধ্যে ছোট ছোট পর্ব্বত ও অনেকগুলি হ্রদ দৃষ্ট হয়। পর্ব্বতের অন্তরালে মেঘের নানাবিধ বর্ণ দেখিতে বড়ই মনোরম। কোথায়ও উচ্চ নীচ স্থানে, কোথায় সারি সারি বৃক্ষের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। সার ওয়াল্টর স্কটের "Lady of the Lake" পুস্তক বর্ণিত স্থান সকল মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কাটরিন হ্রদের অল্প দূরে ট্রোসাকস্ নামক স্থান এত সুন্দর যে ইহা উচ্চ প্রদেশের স্বর্গ ভূমি বলিয়া খ্যাত। হ্রদের স্থির জল ও মধ্যে মধ্যে তরুরাজী শোভিত দ্বীপ দেখিয়া মনে কত আনন্দের উদয় হয়। চতুর্দ্দিকে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে জাহাজও ধূম দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা যায় না। জাহাজে উঠিবার স্থানটি পর্য্যন্ত দুধারে বৃক্ষ দ্বারা আবৃত। এ হ্রদটি দীর্ঘে ৮ মাইল। গ্লাসগোর জল বড়ই পরিষ্কৃত। ঐ জল এই হ্রদ হইতে গৃহীত হয়। দ্বীপসমূহ মধ্যে "Ellen's Isle" এলেন দ্বীপ সর্ব্বাপেক্ষা দেখিতে সুন্দর। পূর্ব্বে এ সকল স্থানে নানা জাতীয় পার্ব্বতীয় লোক বাস করিত, তন্মধ্যে মেকগ্রাগর জাতির নাম প্রসিদ্ধ।

লোমণ্ড হ্রদ স্কটলণ্ডের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। জাহাজে এক সীমা হইতে অন্য সীমা ২৪ মাইল ব্যবধান। কাটরিন হ্রদ ত্যাগ করিয়া আবার কতক দূর অশ্বযানে যাইতে হয়। কোন সময় উচ্চে উঠিতে হয়, আবার পরক্ষণে এত নীচে নামিতে হয়, যে তাহা পূর্ব্বে জানিলে মনে ভয় হয়। দূরে পর্ব্বত শৃঙ্গ, কোথাও ছোট ছোট হ্রদ দেখা যায়। সে সকল স্থানে কি ফুল পাওয়া যায় অনেকের হয় ত জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে। আমরা ‘লোমণ্ডে’ যাইবার জন্য যে স্থানে গাড়িতে আরোহণ করিয়াছিলাম, সে স্থান নানা বর্ণের ছোট ছোট পুষ্প বাগানে শোভিত ছিল। আমাদের দেশেও সচরাচর এত বিভিন্ন রঙ্গের পুষ্পবৃক্ষ দেখা যায় না। জাহাজে যাইতে যাইতে পর্ব্বত-গুলি সন্দর্শনে হৃদয়ে গম্ভীরভাব উদয় হয়। লস (Luss) নামক স্থানটী মৎস্য ধৃতকারীদিগের আড্ডা, সম্মুখে কতকগুলি দ্বীপপুঞ্জ আছে। পথে কোথায়ও আমাদের দেশীয় গ্রামের শোভার কথা মনে পড়ে। অবশেষে ব্যালক পহুছিলে গ্লাসগোর জন্য রেলের গাড়ি পাওয়া যায়।

ইয়ুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণকারীরা স্কটলণ্ডে আসিলেই এ সকল হ্রদ দর্শন করিয়া থাকেন। মনুষ্যের তৃপ্তির জন্য কতস্থানে প্রকৃতি সুন্দর ভাব বিরাজ করিতেছে। যাঁহারা স্বদেশপ্রিয় তাঁহারা ভাবেন, বুঝি স্বদেশেই প্রকৃতির সকল শোভা বিরাজ করিতেছে। কিন্তু বিশ্বপতির বিচিত্র মহিমা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। যেখানে যাওয়া যায়, তথায় সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখিয়া মন ঈশ্বরের সুন্দর ভাবে ধ্যান করিতে করিতে নির্ম্মল অনুপম আনন্দে নিমগ্ন হইয়া যায়।

সংস্কার প্রতিবাদের প্রতিবাদ।

যেখানে ভাল হইবার ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকে, সেখানে ভাল হইবার আশাও অবশ্যই আছে। কিন্তু যেখানে অপর লোকের

কুব্যবহার আমাদিগের ভাল হইবার পথে প্রতিবন্ধক হয়, সেখানে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? ১ম, ধৈর্য্যাবলম্বন, ২য়, প্রতিবন্ধকারীর মঙ্গলের জন্য একান্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, ৩য় অকৃত্রিম স্নেহ, ভালবাসা ও সদ্ভাবের এত পরিচয় দেওয়া, যাহাতে অন্যের অসদ্ভাবকে পরাজিত ও লজ্জিত করা যায়। সৎসন্তানদিগকে লইয়া সৎমাদিগকে অত্যন্ত পরীক্ষার অবস্থায় পতিত হইতে হইয়াছে, আমরা আশা করি তাঁহারা উপরি উক্ত উপায়ত্রয় অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিবেন, তাহাহইলে অবশ্যই সুফল ফলিবে দেখিতে পাইবেন। গতবারের সৎমার প্রতিবাদকারিণী সৎমাকে এই কয়েকটী কথা বলিয়া তাঁহার পত্রের আবার যে প্রতিবাদপত্র আমরা পাইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকটন করিলাম। ইহাতে কতকগুলি অতিরিক্ত তীব্র উক্তি থাকিলেও আমরা আশা করি তিনি ইহার সার গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা আপনার সৎ ইচ্ছা ও সৎ চেষ্টা সফল করিবেন।

"ভগিনি! আমার স্বামী জমিদারী কার্য্য করিয়া থাকেন। স্বামী অদ্য পাঁচ বৎসর হইল, পূর্ব্ব পত্নীবিয়োগে কাতরতাবশতই হউক, অথবা সংসার নির্ব্বাহ করণ জন্যই হউক, অথবা পূর্ব্বপত্নী গর্ভজাত একটী সন্তান ও একটী সন্ততীর লালন পালন জন্যই হউক, আমায় বিবাহ করিয়াছেন। সন্তানগণের মধ্যে প্রথমটী পুত্র, বয়স ১২ বৎসর; দ্বিতীয়টী কন্যা, বয়স দশ বৎসর।

আমার স্বামী জমিদারি কার্য্য করেন বটে, কিন্তু তাঁহার আয় অতি সামান্য, বাৎসরিক আন্দাজ ৫০০ শত টাকা, মাসিক ৪০। ৪২ টাকা হয়। ইহাতে সাংসারিক খরচ পত্র হইয়া আদবে বাঁচে না। আমার গর্ভে কোন সন্তান সন্ততি জন্ম গ্রহণ করে নাই বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শিশুদ্বয় সে স্থান পূর্ণ করিয়াছে, সুতরাং নিঃসন্তান-জনিত ক্লেশানুভব হয় না। আমি যথা সময়ে গৃহের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করি, আমাদের মাসিক আয় নিতান্ত কম, সুতরাং লোক রাখিবার বেতন কোথায় পাইব, এবং তাহা রাখিবারও আবশ্যক করে না।

গৃহে দশম বর্ষীয় একটী কন্যা আছে বটে, কিন্তু এমন কে পাষাণ-হৃদয়া আছেন যে সুকুমারী বালিকার নিকট নিজকার্য্যভার লাঘবের আশা করিবে? যে নিজ গর্ভজাত সন্তান অথবা তৎস্থানীয়, সে কোন কার্য্য করিয়া আমার সাহায্য করিবে বলিয়া আশা করা, এবং করিল না বলিয়া সর্ব্ব সমক্ষে তাহা প্রকাশ করা যে কতদূর নির্লজ্জতার কাজ তাহা আপনিই বিবেচনা করুন। যদি তাহারা নিজে নিজেই কোন কায করে, তবেই যাহা হউক, নতুবা কোন্‌প্রাণে অপগণ্ড মাতৃহীনা বালিকাকে কার্য্য করাইব!

ভগিনি! আপনি লিখিয়াছেন সপত্নী সন্তানগণকে এত ভাল-বাসেন, তথাপি তাহারা আপনাকে ভালবাসে না, এবং তাহার পোষকতা জন্য কএকটা কারণও দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু আমি বলি আপনকার বুঝিবার ভ্রম, কারণ সন্তানগণ স্বভাবতই মাতা পিতার উপর যথেষ্ট নির্ভর করে এবং যথেষ্ট দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে, গালিদেওয়া মন্দ বলা কি, মারিতেও ত্রুটি করে না, সুতরাং আপনকার এ নিতান্ত অন্যায় যে আপনি অজ্ঞান শিশুগণের উপর এতদূর দোষারোপ করিয়া দায় কাটাইবার চেষ্টা করেন। আপনকার গর্ভজাত সন্তান আপনকার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিলেও আপনি মনে কষ্ট পাইতেন না, এবং অযথা প্রতিবাদ বাক্যকে পত্রস্থ করিতেন না, অতএব এক্ষণে বলিতে হইল, আপনি সপত্নীতনয়গণকে প্রকৃত সপত্নীতনয় জ্ঞান করেন, তজ্জন্যই আপনকার এত কষ্ট বোধ হয়, আপন বলিয়া জ্ঞান থাকিলে তাহাদের অত্যাচারে আপনকার কষ্ট-বোধও হইত না, এবং অযথা অপবাদকে পত্রস্থ করিতেন না।

যদি প্রকৃতরূপ অন্তরের সহিত জানেন যে সপত্নীতনয় দ্বারা আপন-কার গর্ভজাত তনয়ের স্থান পূর্ণ হইয়াছে, তবে ভাবুন না কেন যে গর্ভযাতনা অবধি লালন পালন পর্য্যন্ত যত কষ্ট সহ্য করিতে হয় এ তাহাই, তাহা হইলে শিশুগণ যখন বুদ্ধিমান হইবে তখন বুঝিবে এ সৎমা নহে, এ প্রকৃত মাতা, সুতরাং আপনকার মনোমত ভাল

বাসিবে ও মান্য করিবে, ইহার উপায় অন্বেষণে আপনাকে কাহারও আশ্রয় লইতে হইবেক না। আপনি না ভাল হইলে জগতে কেহই আপনায় ভাল বাসিবে না।

ভগিনি! বড় দুঃখিত হইলাম যে সম্পাদক মহাশয়ের উপর দোষারোপ করিয়াছেন। পৃথিবীতে মৃণালের মাতার ন্যায় সহস্র সহস্র রমণী রহিয়াছেন, ভারতবর্ষ তাহার প্রথম দৃষ্টান্ত স্থল। যদিও সম্পাদক মহাশয়ের মৃণালের মাতা কল্পিত বটে, কিন্তু তাহার মর্ম্মটা প্রকৃত হওয়া অসম্ভব নহে। যদিও শ্রদ্ধেয় মহাশয় নিজ কর্ত্তব্য সাধন জন্য কল্পিত মৃণালের মাতা করিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যটা মিথ্যা নহে। ইহার ন্যায় শত শত ঘটনা ঘটিতেছে, আপনি তাহা দেখিতে পান না কেন আপনি জানেন। শ্রীকৃষ্ণ মধ্যম পাণ্ডব মহাশয়কে একটী ধার্ম্মিক খুজিয়া আনিতে কহিয়াছিলেন, কিন্তু বৃকোদর মহাশয় সমগ্র ভারতময় খুঁজিয়াও একটী ধার্ম্মিক পাইলেন না। পরে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব মহাশয়কে একটী অধার্ম্মিক খুঁজিতে কহায়, তিনি সমগ্র ভারতময় খুঁজিয়াও একটী অধার্ম্মিক দেখিতে পাইলেন না।

আপনি সপত্নী সন্তানগণের ব্যবহারে বিষকৃমিবৎ হইয়া রহিয়াছেন, তাহা মিথ্যা নহে, আপনি উহাদিগকে সপত্নীতনয় বলিয়া মনে একটুকু ধারণা রাখিয়াছেন, এবং মুখে আপন তনয়বৎ জ্ঞান করেন বলিয়া ভান করেন, এ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত। আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন, অনুতাপই পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।

আপনি যে সপত্নী সন্তানগণকে একটুকু মৌখিক ভাল বাসেন, তাহা কেবল আপনকার স্বামীর ভয়ে, অথবা তাঁহার মনস্তুষ্টি জন্মাইবার জন্য, কারণ তিনি পূর্ব্বপত্নীজাত সন্তানগণকে যথেষ্ট ভাল বাসেন, তজ্জন্য তাঁহার স্নেহভাজন হইবার জন্যই তাঁহার ভালবাসার পাত্রকে মৌখিক স্নেহ করেন মাত্র। কিন্তু উপসংহারে এই বলিয়া ক্ষান্ত হই—উহাদিগকে অন্তরের সহিত ভাল বাসুন, আপনকার ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল, অন্যথা বিপরীত জানিবেন।

মুকসুদপুর নিবাসিনী—জনৈক সখমা।

জাতীয় প্রবচন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে ইংরাজী প্রবচন সকল অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে অন্যান্য জাতীয় কতকগুলি প্রবাদ বাক্য নিম্নে প্রকটন করা যাইতেছে। পাঠিকাগণ দেখিবেন সকল জাতির প্রবচন মধ্যেই অনেক জ্ঞানের কথা আছে এবং সেগুলি তাঁহারা অনেক দিনের অভিজ্ঞতা দ্বারা লাভ করিয়াছেন। তাহা হইতে কিছু না কিছু শিক্ষা করা যাইতে পারে। ইহাতে আরও একটী বিষয় দেখা যায় একজাতির প্রবচনের সহিত অন্যজাতির প্রবচনের আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য আছে। একই ভাব, একই হিতগর্ভ উপদেশ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা পড়িতে পড়িতে আমাদের স্বদেশীয় অনেক প্রবাদবাক্যও স্মরণ হইবে।

স্কটলণ্ড দেশীয় প্রবচন।

১। ন্যায়পক্ষ মনুষ্যকে দ্বিগুণ বলশালী করে।

২। আপনি আপনার বন্ধু হও, অন্যেও বন্ধু হইবে।

৩। সম্পদের ভারবহন করিতে শিক্ষা কর, বিপদ আপনার ভার আপনি বহিবে।

৪। পরিষ্কার থাকিলেই অহঙ্কারী হয় না এবং মলিন থাকিলেই সাধু হওয়া যায় না।

৫। ধূর্ত্ততার আবরণ চাই, কিন্তু সত্য বিবস্ত্র।

৬। রাস্তায় সৎসঙ্গী পাইলে গাড়ির প্রয়োজন হয় না।

৭। যে দুঃখ ক্রয় করে, সে তাহার উপযুক্ত।

৮। যে কষ্ট সহিতে পারে না, সে সুখ লাভের অযোগ্য।

৯। মানুষকে তাহার বাক্য এবং গরুকে তাহার শৃঙ্গদ্বারা ধর।

১০। তিনজন লোক কথা গোপন রাখিতে পারে, যদি তাহাদের দুজন বর্ত্তমান না থাকে।

আমেরিকার প্রবচন।

১। বালক তাহার খেলনার জন্য অধিক মূল্য দিতে কুণ্ঠিত নয়।

২। ময়ূরের পেখম যেমন ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়, সৎকার্য্যও সেইরূপ ক্রমশঃ প্রচারিত হয়।

৩। একপয়সা খরচ বাঁচিলে একপয়সা লাভ।

৪। প্রতিধ্বনির আত্মার ন্যায় উচ্চাভিলাষ শূন্যগর্ভ।

৫। জোয়ারের জল, কলের জাহাজ ও ঘোড়া কাহারও অপেক্ষা করিয়া থাকে না।

৬। কুঠার গুঁড়া করিতে না হইলে মানুষ সৎস্বভাব হয় না।

৭। তরমুজের বীচির ন্যায় টাকা বিনা পদে চলে ও বিনাপক্ষে উড়িয়া যায়।

ফরাসি প্রবচন।

১। ধৈর্য্যদ্বারা সুফল লাভ হয়।

২। বল অপেক্ষা কৌশল ভাল।

৩। বন্ধুগণ দূরে থাকিলে মিল থাকে।

৪। সদ্বংশজাত ব্যক্তি মিথ্যা কহিতে পারে না।

৫। মনুষ্য নিজে বিপদে ক্লান্ত না হইলে বিপদ নিজেই ক্লান্ত হইয়া যায়।

৬। শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক, দুর্ব্বলকে সবলের সাহায্য লইতে হইবে।

৭। কুকুরকে স্নান করাও, চিরুণিদিয়া তাহার চুল আঁচড়িয়া দেও, তথাপি সে কুকুর।

৮। অশ্বশাবক প্রথম বয়সে যা শিখে, বৃদ্ধ হইলেও তাহা ভুলে না।

জর্ম্মণ প্রবচন।

১। মৌনী থাক, নয় মৌনী থাকার অপেক্ষা ভাল যদি কোন কথা থাকে বল।

২। একপ্রেকে সকল বস্তু ঝুলাইও না।

৩। লুথারের পায় জুতা সকল পুরোহিতের পায় খাটে না।

৪। জনরবের অর্দ্ধেক মিথ্যা।

৫। যে ভয় দেখায়, সে সাবধান করে।

৬। যে শুনিবে না, তাহাকে ভুগিতে হইবে।

৭। এক অদ্য দশ কল্যের সমান।

৮। বন্ধুতা একবার ভাঙ্গিলে প্রায় যোড়া লাগে না।

৯। নেকড়ের বর্ণনা যারা করে, তারাই তাহাকে বড় করিয়া বলে।

১০। মৌনী কুকুর প্রথমেই কামড়াইবে।

নূতন সংবাদ।

১। পৃথিবীর মধ্যে আজি কালি ৪ জন অত্যন্ত ধনশালী। আয়র্লণ্ডের মেকি, বার্ষিক আয় পৌনে তিনকোটী টাকা; ২য় রথ চাইল্ড, আয় দুই কোটী টাকা; ৩য় নেভডোবাসী সিলেক্টর জোন্স, আয় এককোটী; ৪র্থ ডিউক অব ওয়েষ্ট মিনিষ্টার, আয় ৮ লক্ষ টাকা। মেকি একটী রৌপ্যখনি পাইয়া ১৬ বৎসরের মধ্যে এইরূপ ধনী হইয়াছেন।

২। গত ৫ই জুন আহামদাবাদে একটী সম্ভ্রান্ত বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত একটী ব্রাহ্মণ কুমারের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হয়।

৩। বহরমপুরে একটী হিন্দু-মহিলা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করেন। তাঁহার নামে ডাকে যে চিটী আসিত তাহা খোলা থাকিত। পোষ্ট বিভাগে প্রধান অধ্যক্ষকে এবিষয় লেখাতে অনুসন্ধানে স্থানীয় পোষ্ট মাষ্টার দোষী প্রমাণ হওয়াতে তিনি কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। একটী স্কুলমাষ্টারের ইহাতে যোগ ছিল তাহারও দণ্ড পাইবার সম্ভাবনা।

৪। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম পুঁটিয়ার রাণী মনোমোহিনী দেবী রাজসাহী কলেজের আইন অধ্যাপনা শ্রেণীর ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ২০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী ও রাণী শরৎসুন্দরীর সদ্দৃষ্টান্তের সুফল ফলিতেছে।

৫। মহারাণী স্বর্ণময়ী বঙ্গ মহিলা সমাজের প্রকাশিত একখানি পুস্তক উপহার পাইয়া ইহার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ ৫০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

৬। বঙ্গমহিলা সমাজে জুলাই মাসের দ্বিতীয় অধিবেশনে সদ্ভাব বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হইয়াছিল। শ্রীমতী নন্দিনী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৭। উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার যে শ্রেণী খুলিবার বিজ্ঞাপন বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, গত ২৪ এ জুলাই শনিবার তাহার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। ডাক্তার মোহিনী মোহন বসু রোমন্থক জন্তু, জল, খাদ্য ও আমেরিকার ইতিহাস বিষয়ে উপদেশ দেন। ছাত্রীগণ সংক্ষিপ্তরূপে তাহা লিখিয়া লন। ১৫। ১৬টী ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

৮। গত শনিবার বেণিয়াটোলা লেন ৪৫ নং ভবনে বিক্রমপুর সম্মিলনী সভাহইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ মহিলাদিগের পারিতোষিক বিতরণ অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। সভার যে পরীক্ষা হয় তাহাতে শতাধিক মহিলা উত্তীর্ণা হন। উত্তীর্ণা সকলেই পারিতোষিক লাভ করিয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

প্রাবৃট।

আইল প্রাবৃট কাল পৃথিবী মাঝারে।
গ্রীষ্মঋতু চলি গেল হেরিয়া তাহারে॥

ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মকালে বসুন্ধরা কায়।
আহা মরি হয়েছিল ঠিক মৃতপ্রায়॥
এবে বর্ষা আগমনে কি শোভা ধরিল।
মৃত-প্রায় দেহে পুনঃজীবন পাইল॥
নব পরিচ্ছদ অঙ্গে করিয়া ধারণ।
দেখ চেয়ে বসুন্ধরা সেজেছে কেমন॥
অসংখ্য অগণ্য ওই জলধর-দল।
ঢাকিয়া রয়েছে সদা গগন-মণ্ডল॥
ঝম ঝম রব করি বর্ষিতেছে নীর।
ভীম রব করি কভু গর্জ্জিছে গভীর॥
জলধর কোলে কভু নাচয়ে দামিনী।
তার রূপে আলোকিত হইছে মেদিনী॥
উঠে না গগনে এবে চন্দ্র সূর্য্য তারা।
জলধর দলে সদা ঢাকা আছে তারা॥
কভু যদি উঠে সূর্য্য গগন উপরে।
অমনি জলদ-দল গ্রাসয় তাহারে॥
সুখকর সুশীতল পেয়ে নব বারি।
কত ফুল ফুটিয়াছে কানন বিহারী॥
কদম্ব কেতকী আদি কুসুম নিকর।
ফুটিয়া কানন কায় হয়েছে সুন্দর॥
নীর পেয়ে পক্ক হল ফল শত শত।
আতা, জাম আদি তার নাম কব কত॥
দেখিয়া অম্বর কোলে জলধর দলে।
শিখী-কুল আহ্লাদেতে কদম্বের তলে॥
নৃত্য করে সবে মিলি পুচ্ছ প্রসারিয়া।
সুন্দর সেজেছে কিবা তাহাদের কায়া॥

পাইয়া বরষা রাজে সবে সুখী হ'ল।
যমুনা জাহ্নবী কায়া উথলি উঠিল ॥

নবীন তৃণের দল পৃথিবী উপর।
কেমন সেজেছে আহা মরি কি সুন্দর ॥
সরেতে নলিনী অর্দ্ধ মুদ্রিত নয়নে।
জলের হিল্লোলে মৃদু দুলিছে সঘনে ॥
তদুপরি পড়িয়াছে বারি বিন্দু চয়।
মুক্তা মালা প্রায় তাহা কিবা শোভাময় ॥

বক হংস জলচর আহ্লাদ অন্তরে।
সরসীতে নামে, কেলী করিবার তরে ॥
মরাল মৃণাল লোভে শশব্যস্ত হয়ে।
কমলের বনে যায় আনন্দ হৃদয়ে ॥

প্রকৃতি সুন্দরী হয়ে প্রফুল্লিত মন।
নব পরিচ্ছদে করে তনু আচ্ছাদন ॥
কত অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করেছে।
আহা মরি কিবা শোভা তাহাতে হয়েছে ॥
আপনার রূপে হয়ে আপনি পাগল।
মৃদু মন্দ হাসিতেছে সোহাগে বিহ্বল ॥

দেখিয়া সে হাসি তার সুচারু বয়ান,
জগৎ হাসিছে হেন হয় অনুমান।
বিচিত্র ভূষণে অয়ি ভূষিতা সুন্দরি!
তোমার নিকটে আমি নিবেদন করি ॥
যে করেছে তব এই সুখময় কায়।
বারেক দেখাতে কিগো পার মোরে তাঁয় ?

কোথায় আছেন তিনি সত্য কহ মোরে।
দেখা পেলে কব আমি তাঁর পায়ে ধরে ॥

"ওহে পিত; পরমেশ অনাথের নাথ।
দুঃখিনী কন্যার প্রতি কর দৃষ্টিপাত॥
ক্রন্দন করিয়া আমি ধরি তব পায়।
কৃপা কর দীনবন্ধো দুঃখী অবলায়॥"

কটক
২২শে আষাঢ় ১২৮৭ } শ্রীমতী নী

পুস্তক-প্রাপ্তি।

১। কল্পনা কুসুম ১ম ভাগ শ্রীভুবন মোহন ঘোষ প্রণীত, ভবানীপুর ওরিয়েণ্টাল প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ॥০ আনা। কতকগুলি সুললিত কবিতা দ্বারা এই পুস্তক খানি রচিত হইয়াছে। লেখকের কবিত্বশক্তির আভাস ইহার অনেক স্থলে দৃষ্ট হইবে। স্বদেশহিতৈষিতা বীরত্ব করুণ প্রভৃতি ভাবেরও সুন্দর অবতারণা আছে। স্থানে স্থানে আর একটু গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারিলে ভাল হইত। লেখক কালে সুকবি হইতে পারিবেন আশা করাযায়।

২। স্ত্রীসহচর—শ্রীবসন্তকুমার দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মূল্য ২ টাকা। এখানি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। হোমিওপ্যাথি মতে স্ত্রীলোকদিগের পীড়ার চিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যার সাধারণ জ্ঞান প্রচার করা ইহার উদ্দেশ্য। ইহার অনেক গুলি বিষয় স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ জ্ঞাতব্য। পুস্তকখানি সরল ভাষায় লিখিত ও অতি সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়াছে।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১৮৮ সংখ্যা। } ভাদ্র ১২৮৭—সেপ্টেম্বর ১৮৮০। { ২য় কল্প। ২য় ভাগ।

বামাবোধিনীর অষ্টাদশ জন্মোৎসব।

বর্ণিতে কে পারে তাঁর মহিমা অপার ?
দুঃখ অন্তে সুখোদয়, যাঁহার বিধানে হয়,
মরণান্তে হয় পুনঃ জীবন সঞ্চার।
ধন্য ধন্য ধন্য দেব সর্ব্ব মূলাধার।

১২৭০ সালের ভাদ্রমাসে বামাবোধিনীর জন্ম হয়। আজি ইনি সপ্তদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এই ঘটনা স্মরণ করিয়া সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের চরণে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা উপহার না দিয়া আমরা নিরস্ত থাকিতে পারি না। যাঁহাদিগের জীবন কেবল সুখের স্রোতে ভাসিয়াছে, তাঁহারা জীবনের তত মর্য্যাদা অনুভব করিতে পারেন না। কিন্তু রোগ শোক দুঃখে জর্জরিত হইয়া দারুণ মৃত্যুমুখ হইতে যাঁহাদিগের প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে, তাঁহাদিগের নিকট জীবন অমূল্য পদার্থ, জীবনদাতাকে তাঁহারা সহজে বিস্মৃত হইতে পারেন না। গত ভাদ্রমাসে বামাবোধিনী মৃত্যু শয্যায় শয়ানি ছিলেন এবং অনেকে ইহাঁর পুনর্জীবনের আশা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আজি ভাদ্রমাসে পুনরায় ইহাঁর জন্মোৎসবে

আমরা আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিতেছি ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য এবং সুখের বিষয় আর কি আছে? আজি বামাবোধিনীর সকল হিতৈষী বন্ধুগণ ইঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, ইঁহার মঙ্গল কামনা করুন্। জগদীশ্বরের কৃপায় বামাবোধিনী যেন দীর্ঘজীবিনী হইয়া তাঁহার মঙ্গলকার্য্য সাধনে নিযুক্ত থাকিতে পারেন। ইঁহার ক্ষুদ্রচেষ্টায় দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশের দুর্ভাগিনী বামাকুলের কিছুমাত্র কল্যাণ সাধিত হইলে বামাবোধিনীর জীবন সার্থক হইবে।

জীবন-চরিত।

চৈতন্য।

আর্য্যাবর্ত্তের মিথিলা কাশী, দাক্ষিণাত্যের পুনা কাঞ্চী প্রভৃতি ভারতবর্ষের যে সকল নগর সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা জন্য বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, বঙ্গদেশের নবদ্বীপও সেই সকলের মধ্যে গণনীয়। এস্থানে অনেক গ্রন্থকার ও অধ্যাপক জন্মগ্রহণ করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায় দ্বারা স্ব স্ব নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। এই নগর কলিকাতা হইতে পঞ্চত্রিংশৎ ক্রোশ অন্তরে, ভাগীরথী ও জলঙ্গী নদীর মোহানায় অবস্থিত। ৮৯২ সালে অথবা ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে এই সুবিখ্যাত নগরে চৈতন্যের জন্ম হয়। ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমা, চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদি ঘটনা সংযোগে তাঁহার জন্মদিন বিশেষ স্মরণীয়। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতার নাম শচী দেবী। জগন্নাথ মিশ্র বৈদিক শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি গঙ্গাস্নান বাসনায় পূর্ব্বনিবাস শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার নিবাস ত্যাগ করিবার, সংস্কৃত শাস্ত্রানুশীলন প্রভৃতি অপর কয়েকটী কারণও ছিল।

চৈতন্যের আরও তিনটী নাম আছে—গৌরাঙ্গ, নিমাই এবং বিশ্বম্ভর। প্রথম নামটী তাঁহার শরীরের শ্রী প্রকাশক মাত্র। বর্ণিত

আছে চৈতন্যর ন্যায় রূপবান্ পুরুষ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। যে স্ত্রীর সন্তান হইয়া বাঁচে না, তাহাকে মৃতবৎসা বলে। মৃতবৎসা স্ত্রীরাই আপন আপন সন্তানদিগের নাম নিম চাঁদ, লোহারাম, অক্ষয়, মাখাল প্রভৃতি রাখিয়া থাকেন, গৌরাঙ্গের, নিমাই নামটী, বোধ হয়, ঐ রূপেই সৃষ্ট হয়, কারণ তাঁহার মাতা শচী দেবী যে মৃতবৎসা ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। প্রথমে শচী দেবীর উপর্য্যুপরি আটটী কন্যা হইয়া বাল্যকালেই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। চৈতন্যের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী 'বিশ্বম্ভর' নামটী রাখিয়া ছিলেন।

চৈতন্য বালক কালে অত্যন্ত দুষ্ট ও চঞ্চলপ্রকৃতি ছিলেন। সর্ব্বদাই বিবিধ দৌরাত্ম্যে বাড়ী ও পাড়ার লোকদিগকে ত্যক্ত বিরক্ত করিতেন। বালিকারা পুষ্প পাত্র ও নৈবেদ্যাদি লইয়া কুমারী কালোচিত ব্রতাদি সম্পাদন করিবার জন্য গঙ্গাতীরে গমন করিত; চৈতন্য তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া অবসর মতে তাহাদিগের সব নষ্ট করিয়া দিতেন। ফুলের মালা কাড়িয়া লইয়া আপন গলায় পরিতেন এবং তাহাদিগকে পুতুল পূজায় নিষেধ করিতেন। স্ত্রীগণ, জলাশয় তটে বস্ত্র রাখিয়া ইতস্ততঃ গমন করিলে, চৈতন্য তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক বৃক্ষে আরোহণ করিতেন; কিঞ্চিৎ পুরস্কার না পাইলে বস্ত্র প্রত্যর্পণ করিতেন না। কেহ দেবসেবার জন্য দেবালয়ে নৈবেদ্য রাখিলে, চৈতন্য অপহরণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই প্রতিবেশী বালকগণের সহিত কলহ ও মারামারি করিতেন। চৈতন্যের প্রহারে, শচীদেবী একদিন মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনিই আবার অনেক যত্ন ও শুশ্রূষা দ্বারা তাদৃশী অবস্থাপন্না জননীকে সুস্থ করিয়াছিলেন। চৈতন্য কখন কখন বাটী হইতে কিছু দিনের জন্য অদৃশ্য হইয়া জনক জননীকে উদ্বিগ্ন করিতেন। সন্তান, বালক কালে এরূপ হইলে, পিতা মাতা কোনরূপেই আশা করিতে পারেন না যে, সে বড় হইয়া মানুষ হইবে।

কোন্ ব্যক্তি ভবিষ্যতে কিরূপ হইবে, শৈশবে প্রায়ই তাহার

কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। একদিন শচী দেবী চৈতন্যকে মিষ্টান্ন ভোজনে আদেশ করিলে—তিনি "মাটী হইতেই সমুদায় উৎপন্ন হয়, মাটীই সকলের মূল"—বলিয়া মাটী খাইতে আরম্ভ করেন। আর এক দিন চৈতন্য অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করায় মাতা তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চৈতন্য পলায়ন করিয়া একটা অপবিত্র স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে জননী অনেক যত্নে তাঁহাকে ধরিয়া পবিত্র করিবার জন্য গঙ্গাস্নান করাইবার চেষ্টা করিলে চৈতন্য, "মনই শৌচাশৌচের আধার; কাহাকে শুচি করিবার জন্য স্নানাদি করান বৃথা।" এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।

চৈতন্য বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্যের নিকট শিক্ষার্থ নিযুক্ত হন। কেহ কেহ বলেন ঐ অধ্যাপকের নাম গঙ্গাদাস। চৈতন্য সবিশেষ শ্রম ও যত্ন করিয়া ব্যাকরণ, অলঙ্কার সাহিত্য, ও ন্যায় শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। ইনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সার্ব্বভৌমের বিখ্যাত তিন জন ছাত্রের মধ্যে ইনিই প্রধান ছিলেন। স্মৃতিকর্ত্তা রঘুনন্দন এবং চিন্তামণি গ্রন্থের দীধিতি নামক টীকালেখক রঘুনাথ শিরোমণি সার্ব্বভৌমের অপর দুইজন ছাত্র ছিলেন। যে বিষয় যে পরিমাণে বুঝিতে পারাযায়, অপরকে সে পরিমাণে বুঝান যায়না। কিন্তু সকলেরই সকল বিষয় এরূপে শিক্ষাকরা উচিত যে, উপার্জ্জিত জ্ঞান বাচনিক উপদেশে বা পুস্তকাকারে অপরকে প্রদান করিতে পারাযায়। অন্যথা, বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত প্রয়োজন সিদ্ধ হয়না। ন্যায়, যেরূপ দুরূহ শাস্ত্র, উহা প্রকৃতরূপে বুঝিয়া উঠাই অনেকের পক্ষে সুকঠিন। কিন্তু চৈতন্য ঐ ন্যায় শাস্ত্রে এতাদৃশ সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন যে, উহার একখানি টীকা গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। ইহাদ্বারা চৈতন্যের বুদ্ধি নৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয়পাওয়া যাইতেছে। এই ব্যাখ্যা পুস্তকের পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা যথাস্থানে লিখিত হইবে।

পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী নাম্নী কোন রূপবতী রমণীর সহিত চৈতন্যের বিবাহ হয়। পাঁচবৎসর কাল পিতা, মাতা, বনিতা প্রভৃতি পরিজনগণের সহিত পরম সুখে অতিবাহিত করেন। বিংশতি বর্ষ বয়সের সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় এবং জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ ত্যাগ করেন। এই ঘটনায় সংসার নির্ব্বাহের ভার, তাঁহার উপরেই পতিত হইল। তিনি একখানি চতুষ্পাঠী নির্ম্মাণ করিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদা রজনীতে গঙ্গাতীরে জ্যোৎস্নার আলোকে কয়েকটী ছাত্রের সহিত শাস্ত্রালাপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একজন তৎকাল-বিখ্যাত পণ্ডিত আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি ছাত্রদিগকে যে কলাপ ব্যাকরণ পাঠ করান, স্বয়ং তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন কিনা? চৈতন্য, নিজে যাহা পড়িয়াছেন এবং ছাত্রদিগকে যাহা পড়ান, তাহার কিছুই সম্যকরূপে বুঝিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাকে গঙ্গার বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহাতে সেই পণ্ডিত একটী কবিতা প্রস্তুত করিয়া আবৃত্তি করিলেন। চৈতন্য তৎক্ষণাৎ তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া তাঁহাকে উহার দোষগুণ ব্যাখ্যা করিতে কহিলেন। আগন্তুক মনে মনে চৈতন্যের স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করিয়া বাহিরে ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন "তুমি কেবল মাত্র বৈয়াকরণ, বোধ হয় অলঙ্কারের কিছুই জান না।" তখন চৈতন্য বিনীতভাবে তৎকৃত শ্লোকের আলঙ্কারিক দোষসকল প্রদর্শন করিলেন। ইহাতে আগন্তুক তাঁহার বিদ্যাবত্তার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার ব্যুৎপত্তি সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়া উঠিল; সুতরাং অচির কাল মধ্যে বহুসংখ্যক ছাত্র আসিয়া তাঁহার নিকট পাঠ স্বীকার করিল।

এই সময়ে চৈতন্য একবার আপনাদিগের আদিম নিবাস ভূমি দর্শনার্থ পূর্ব্বাঞ্চলে গমন করেন। বুদ্ধি বিদ্যা প্রভাবে তদ্দেশীয়

জনগণের নিকট বিলক্ষণ সম্মান ও আদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্ব-দেশ ভ্রমণের পর গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন সর্পদংশনে প্রাণ-প্রিয়া লক্ষীর প্রাণবিনাশ হইয়াছে। অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন। পরে আবার জননীর আদেশে সনাতন নামক কোন ব্রাহ্মণের বিষ্ণুপ্রিয়া নাম্নী দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। অতঃপর চৈতন্ত পিতৃকৃত্য করিবার জন্য গয়ায় গমন করেন। বোধহয়, তিনি গয়ায় গমন করিবার কিঞ্চিৎ পরেই হউক, কিম্বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই হউক শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভগবদ্‌গীতা পাঠ করেন। ভাগবত পাঠ করিয়া তিনি মোহিত হইয়াছিলেন। এরূপ শ্রুত আছে যে, তিনি এই গ্রন্থের নায়ক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই আপন উপাস্য দেবতা করিয়াছিলেন। এদেশে এইরূপ একটী প্রবাদ আছে, মহাভারতে ও অন্যান্য গ্রন্থে প্রসঙ্গতঃ কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়া ব্যাসদেবের তৃপ্তি হয়নাই; এই জন্য কেবল মাত্র কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে ভাগবত প্রণয়ন করেন। যদি ইহা সত্য হয়, তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছিল বলিতে হইবে। যেহেতু চৈতন্য সদৃশ বুদ্ধিমান এবং ন্যায়শাস্ত্রে শিক্ষিত ব্যক্তিও ভাগবত পাঠে মোহিত হইয়াছিলেন।

চৈতন্য পিতৃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক গয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, নবদ্বীপে তান্ত্রিক মতের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সকলেই তন্ত্রের মহৎ লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া আনুষঙ্গিক কতকগুলি তামসিক কার্য্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মানসিক বল ও প্রবৃত্তি সমুদায়ের জয়সাধনের পরিবর্ত্তে সকলেই সুরা ও বেশ্যাসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। শ্যামামূর্ত্তির আবিষ্কর্ত্তা সুবিখ্যাত আগমবাগীশ এই সময়ে প্রাদুর্ভূত হন। বর্ত্তমান ভবতারিণী ও দক্ষিণাকালী প্রায় ঐ সময়েই প্রতিষ্ঠিতা হন। দক্ষিণাকালীর কোন মূর্ত্তি নাই, মৃণ্ময় বেদিতে তাঁহার নিত্য পূজা হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর শ্যামাপূজার রজনীতে ঐ বেদীর উপর প্রকাণ্ড শ্যামামূর্ত্তির গঠন ও পূজা হয়। পূজার পর দিবস বহুসংখ্যক লোকে তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং অনেকে

ঐ প্রসাদকে প্রায় উচ্ছিষ্ট মনে করেন না। ঐসকল প্রতিমার সেবা কৃষ্ণনগরের কোন রাজার প্রদত্ত ভূম্যাদির উপস্বত্ব হইতে নির্ব্বাহিত হয়। ঐসময়ে তান্ত্রিক মত কত প্রবল হইয়াছিল, ইহা বলিলেই তাহা প্রতীত হইবে যে, চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচাররূপ তাদৃশ বাধা প্রাপ্ত হইয়াও উহা সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হয় নাই, অদ্যাপি তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ পাওয়াযায়। অনেকে বলিয়া থাকেন, চৈতন্য শাক্ত নবদ্বীপকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা কতদূর সত্য বলা যায় না। চৈতন্য, তন্ত্রোপদেশের অযথানুষ্ঠানে নবদ্বীপকে অধঃপাতিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং কিরূপে তত্রত্য লোকদিগের চরিত্র শোধন করিবেন তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। বহুচিন্তার পর স্থির করিলেন যে, বৈষ্ণব ধর্ম্ম ব্যতীত তাঁহাদিগের মনঃশুদ্ধির উপায়ান্তর নাই। বৈষ্ণব ধর্ম্মই, নবদ্বীপবাসিগণের চরিত্র রোগ নিবারণের একমাত্র ঔষধ এইরূপ স্থিরীকৃত হইলে, কিরূপে সর্ব্বজাতীয় সকল শ্রেণীস্থ লোক সহজে ঐ ধর্ম্মের মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হইবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক দিন এইরূপ চিন্তার পর, সঙ্গীত সহকারে ভাগবতের উপদেশ সকল সর্ব্বত্র প্রচার করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

মানুষের মনকে মোহিত ও চমৎকৃত করিবার যত উপায় পৃথিবীতে আছে, বোধহয়, সঙ্গীত সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি, চঞ্চলকে স্থির, গম্ভীরকে লঘু, এবং বিষণ্ণকে প্রসন্ন করে,; সঙ্গীত শ্রবণে কিয়ৎকালের জন্য সর্ব্বপ্রকার দুর্ভাগ্যই বিস্মৃত হওয়া যায়। সঙ্গীতে বাক্ ও বুদ্ধি শক্তিহীন নিকৃষ্ট জীবগণকেও মোহিত করে। যে শব্দটী, সামান্য কথোপকথনে কাহারই লক্ষ্য হয় না, তাহার কোন অর্থ আছে বলিয়াও কাহার বোধ হয় না, কাহার মনে কোনরূপ ভাবান্তর উপস্থিত করিতে পারেনা; সেই শব্দটী সঙ্গীতের মধ্যগত হইয়া যেন নূতন ভাবে ও নূতন অর্থে প্রতীত হয়। অতএব চৈতন্য সঙ্গীতদ্বারা ধর্ম্মোপদেশ

প্রদানের সঙ্কল্প করিয়া যে, কতদূর অভিজ্ঞতার কার্য্য করিয়াছিলেন, পরে দৃষ্ট হইবে।

চৈতন্য দেখিলেন নবদ্বীপের প্রতিগৃহস্থই শাক্ত; প্রতিগৃহেই শক্তি পূজার আয়োজন; যাঁহাদের মতামতে গ্রাম চলে, তাদৃশ শাস্ত্রজ্ঞ মহা-মহোপাধ্যায় সকলেই শক্তির উপাসক। এইরূপ দেখিয়া ভাবিলেন এখন যদি প্রকাশিত ভাবে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন, কিছুতেই কৃত-কার্য্য হইতে পারিবেন না; বরং শাক্তগণের বিপক্ষতায় সমস্ত পণ্ড হইবার সম্ভাবনা। অতএব কিছুদিন গোপনে কার্য্য করিবার বাসনা করিলেন। তদনুসারে স্ব-মতাবলম্বী ও প্রিয় সুহৃদ শ্রীনিবাস নামক কোন ব্যক্তির ভবনে প্রতি রজনীতে হরিসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তিনি আপন মত সহজ গ্রাহ্য করিবার জন্য সবিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। পাছে লোকের উচ্চারণে ক্লেশ হয়, এজন্য ভগবানের অনেক নামের মধ্যে "হরি" এই কোমল ও দ্ব্যক্ষর নামটী বাছিয়া লইয়াছিলেন; এবং শিষ্যগণকে এই ভাবে হরি সেবার উপদেশ দিতেন:—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা;
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

তৃণের অপেক্ষাও বিনম্রভাবে, তরুতুল্য সহিষ্ণুভাবে, ক্ষুদ্রব্যক্তিরও সম্মান করিয়া সর্ব্বদা হরি-কীর্ত্তন করিবে। নূতন মত প্রকাশ নিবন্ধন সাধারণের বিরাগ ও বিদ্বেষ ভাজন হইবার পূর্ব্বে প্রথমে গোপনে কার্য্যারম্ভ করিলেন।

যাহাইউক, যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভারতবর্ষের প্রায়, সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে, যে ধর্ম্ম অনেক পরিবারের গৃহ-ধর্ম্ম হইয়াছে; যে ধর্ম্ম দ্বারা এদেশের অনেক লোক এক সূত্রে বদ্ধ হইয়াছে, প্রাগুক্তরূপে একজন সামান্য গৃহস্থের ভবনে সামান্য ব্রাহ্মণ বালকের দ্বারা সেই ধর্ম্মের সূত্রপাত হইল। বৈষ্ণব ধর্ম্মের নাম করিলেই যেন অনেকের মনে মনে একটী ঘৃণা ও দ্বেষের উদয় হয়। আধুনিক বৈষ্ণবগণের ভ্রষ্টাচারই তাহার কারণ। এখন যেমন বৈষ্ণব ধর্ম্ম অনেকস্থলে কতকগুলি

হীননীতি স্ত্রীপুরুষের স্বাভীষ্ট সাধনের উপায় এবং কতকগুলি অলস ব্যক্তির উপজীবিকা স্বরূপ হইয়াছে; চৈতন্যের সময়ে তাহা সেরূপ ছিল না।　ক্রমশঃ

অসভ্যজাতির বিবরণ।

শীত আরম্ভে দেখা যায় এদেশে দলে দলে স্ত্রী পুরুষ আবাদে ধান কাটিতে আইসে এবং কিছু দিন পরে কার্য্য শেষ করিয়া বাটী ফিরিয়া যায়। ইহাদিগকে অনেকে বুনো কহে। কলিকাতায় ইহাদিগের বহু সংখ্যক লোক নরদামা সাফ্ করে ও ময়লার গাড়ী চালায়। ইহারা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান নহে। ইহাদিগকে আমরা ধাঙ্গড়, মিতুয়া, কন্ধ প্রভৃতি নানা উপাধি দিই। ইহাদের শ্রী, ভাষা, ব্যবহার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। ইহাদের অধিকাংশই বিলক্ষণ পরিশ্রমী, সরল, ও সত্যপ্রিয়। এই সমস্ত জাতিরা বঙ্গ বিভাগে আমাদের আশপাশে বাস করিয়া আসিতেছে, অথচ ইহাদিগের বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ইহারা নিতান্ত অসভ্য, এবং আমাদিগের সহিত ইহাদের কোন সংস্রব নাই ইহা আমাদের স্থির সংস্কার। কিন্তু একত্রে বা নিকটানিকটী থাকিতে গেলে, ভিন্নজাতি, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ধর্ম্মক্রান্ত ব্যক্তিগণ পরস্পরের দোষগুণ গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহা সর্ব্বত্রই দেখা যায়; তবে এ স্থলেই বা তাহার অন্যথা হইবে কেন?

একটু মনোনিবেশ পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয়, যে এই সকল বন্য ও পাহাড়িয়াদের সহিত আমাদিগের বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। বাঙ্গালা ভাষা কি প্রকৃত পক্ষে সংস্কৃতের অপভ্রংশ? সংস্কৃত ধাতু উৎপন্ন নয়, অথচ বন্য প্রতিবাসীর ব্যবহার্য্য ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় অনেক শব্দ আমরা সর্ব্বদা কহিয়া থাকি। আদিম বাসীদের ভাষা যে বাঙ্গালার ভিত্তিস্বরূপ নয়, ইহা কি নিশ্চয় বলা যাইতে পারে? জল আচরণীয় নয় যে সকল হিন্দু বর্ণসঙ্কর, ইহারা কি যথার্থ

আর্য্য বর্ণসঙ্কর? তবে ইহাদিগের পুরোহিতেরা এরূপ নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য কেন? আর সুযোগ পাইলে যে ব্রাহ্মণেরা এখনও দলবদ্ধ আদিমবাসীদিগকে হিন্দু করিয়া লন ইহা কি দেখা যায় নাই? পাহাড়েদের সঙ্গে নীচ জাতীয় হিন্দুদের অবয়ব-গত অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এটি ঈশ্বর দত্ত প্রমাণ—আর্য্যদিগের ন্যায় আর্য্যদিগের দেবতারাও জাতিবিশিষ্ট। কেবল মাত্র ব্রাহ্মণেরা আর্য্য দেবতাদিগকে পূজিতে সক্ষম। ভোগকালীন অন্ন ব্যঞ্জন শূদ্রের দৃষ্টিতে পড়িলে তাহা ত্যাজ্য ও অখাদ্য হয়। অন্যকথা দূরে থাকুক, অদ্বিজে স্পর্শিলে তাঁহাদের জাতি যায় এবং পুনঃ প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও অভিষেক না করিলে, তাঁহারা পাথর কাষ্ঠ ও ধাতুর পুত্তলিকা মাত্র থাকেন। কিন্তু মনসা, ষষ্ঠী ইঁহাদিগকে যে মেয়েরা পর্য্যন্ত পূজা করে। ডোম ও বুনারা যে শীতলাকে লইয়া গ্রামেং বেড়াইয়া বেড়ায়। পাহাড়েদের গ্রামে গ্রামে চালার মধ্যে এক এক খানি পাথর পোতা আছে। আবশ্যক মতে ইহারা উহার অর্চ্চনা করে। ইহা হইতেই যে শিব পূজা উৎপন্ন নয়, কে বলিতে পারে? মহাদেব ত সাধারণের দেব, কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মাথায় সকলেই ফুল ছড়ায় ও হাতবুলায়। আমরা যাঁহাকে বাবা বৈদ্যনাথ কহি, তিনি যে আসল বৈজুনাথ। বৈজু হিন্দুনাম নহে। হাড়মালা ও ভস্ম বিভূষিত, ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী, বৃষবাহন, শ্মশানবাসী, ভূতগণবেষ্টিত সংহারকর্ত্তা যে প্রকৃত আদিমদের দেব নহেন এবং পরাজিতদিগের তৃপ্ত্যর্থ ও আপনাদের হিতার্থ আর্য্যগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হন নাই ইহা কে বলিতে পারে? বাণ রাজার প্রতিষ্ঠিত চড়কপূজা এবং তদুপলক্ষে কয়েকদিনের নিমিত্ত হাড়ি, কাওরা, মুচিতে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করা প্রথার কি কোন নিগূঢ় অর্থ নাই? পশ্চিম বা দক্ষিণভারতের অপর কোন স্থলে এ পর্ব্ব দেখা যায় না। কত ধর্ম্ম মিশাইয়া যে হিন্দুধর্ম্ম সংগঠিত এবং স্থান বিশেষে যে ইহার কতরূপ আকার তাহা বলা কঠিন। ব্রাহ্মণদিগের অসাধ্য কিছুই নাই। এক সময়ে বৌদ্ধমত ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত ও প্রবল ছিল। তাহাদিগের

প্রধান দেবকে আপনাদের অবতার মধ্যে গ্রহণ করিয়া এবং কেবল শ্রীক্ষেত্রে জাতিভেদের অলীকত্ব বজায় রাখিয়া, বলে, কৌশলে, ভয় ও মৈত্রতায় বিপ্রেরা সকলকেই স্বধর্ম্মাক্রান্ত করিয়াছেন। ইদানীন্তন, গোরাচাঁদ, মাণিক পীর, একদিল ইহাদিগের নিকট মানত হয়, এবং মানত সিদ্ধ হইলে মোল্লাকর্ত্তৃক ফয়তা ও ২।১ পালা গান দেওয়া হয়। নারায়ণ মুসলমান বেশে ভক্তদিগকে ছলিতে আসেন—এবং এখনও ভাগ্যধরেরা ব্রাহ্মণের হাত দিয়া সত্যপীরের কাঁচা পাকা সিন্নি দিয়া থাকেন। কেবল ধর্ম্মবিষয়ে কেন, অনেক বিষয়ে আমরা আদিমবাসী-দিগের অনুকরণ করিয়া থাকি। ঐ সমস্ত আচরণ দেশাচার বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও আমরা উহা ত্যাগ করিতে অক্ষম।

এই সমস্ত কারণ ভিন্ন বন্য ও পাহাড়েদের অনেক রীতি নীতি অদ্ভুত ও তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। নর অপূর্ব্ব পদার্থ, অবস্থাভেদে ইনি পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট, আবার ধর্ম্মবুদ্ধি চালনায় মনুষ্য দেবতুল্য উন্নত হয়। এই নিমিত্ত জ্ঞান বিস্তীর্ণ করাই তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য। ইহাতেই তাঁহার সুখ, ইহাতেই তাঁহার ধর্ম্ম। কিন্তু যেরূপ রোগ না জানিতে পারিলে তাহার চিকিৎসা হয় না, তদ্রূপ দেশীয় বা জাতীয় কুসংস্কার সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক। এ নিমিত্ত আমরা মধ্যে মধ্যে এ পত্রিকায় এই সকল প্রতিবাসীদের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পাঠিকাদের চিত্ত বিনোদন এবং জ্ঞানোন্নতি সাধনে চেষ্টা করিব। বঙ্গনরনারীগণ জাতিগত ভ্রম ও কুসংস্কার সমস্ত অবগত হইয়া স্বীয় সাধ্যানুসারে তাহার প্রতীকারে যত্ন ও চেষ্টা করিতে পারেন এবং যে অসভ্য জাতি হইতে তাহা উৎপন্ন হইয়াছে স্ব স্ব নিকেতনে বসিয়াও একমনে, আগ্রহের সহিত বিশ্বপিতার নিকট তাহা-দিগের কল্যাণার্থ সতত প্রার্থনা করিতে পারেন। অন্যের শুভানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, স্বীয় মন উন্নত ও উল্লসিত হয়। সর্ব্ব দেশে সভ্যতা ও ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া ঐশ্বরিক নিয়ম এবং আমরা তজ্জন্য চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই তাহার সুফল দেখিতে পাইব।

কুমেরু ও তৎপ্রদেশস্থ আশ্চর্য্য।

পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্রকে সুমেরু ও দক্ষিণ কেন্দ্রকে কুমেরু বলিয়া থাকে। সুমেরু প্রদেশ আবিষ্কার জন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বহুকাল হইতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন এবং অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেবল ইহাতেই নিরস্ত হন নাই, পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তে অনাবিষ্কৃত স্থান সকলে কি আছে, তাহাও অবগত হইবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন এবং দক্ষিণ বিক্টোরিয়া উইলকসল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সকল স্থান দক্ষিণকেন্দ্র হইতে ৮০০।৯০০ মাইল দূরবর্ত্তী। রস নামক এক সাহেব কেন্দ্র হইতে ৭০০ মাইল দূরস্থ স্থান পর্য্যন্ত দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, ইহার অধিক আর কেহ গিয়াছেন, আমরা জানিতে পারি নাই। এখন একটী প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে, দক্ষিণ কেন্দ্র মনুষ্যের গম্য কি না? ইহার বিরুদ্ধে প্রায় সকলেই যুক্তি প্রদর্শন করেন। সপ্তশততম মাইলের পর ২০০।২৫০ ফিট উচ্চ তুষার পর্ব্বত সকল রহিয়াছে, সে সকল নিতান্ত দুরারোহ, আবার বায়ুবেগে গতিশীল এবং ঝঞ্ঝাবাত ও বরফপাতে সর্ব্বদা বিপদাকীর্ণ। উত্তরকেন্দ্র আবিষ্কার করিতে যত বিঘ্ন ও ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে, দক্ষিণ কেন্দ্রের পথে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক বিপদের আশঙ্কা। যাহাহউক মনুষ্যের অধ্যবসায় ও বুদ্ধি কৌশলে যাহা এখন অসম্ভব, এক দিন সম্ভব হইবে।

দক্ষিণ গোলার্দ্ধের তুষার পর্ব্বত প্রদেশের (Region of the icebergs) নিকটস্থ হইয়া সমুদ্রের তলদেশ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় তাহা কর্দ্দম ও কাঁকরে পরিপূর্ণ, অনেক স্থলে বড় বড় উপলখণ্ড এবং পাথরের চাঁইও দৃষ্টিগোচর হয়। হিমানী পর্ব্বত দ্বারা যে এই সকল প্রস্তর সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই। এই পর্ব্বত সকল তুষার পাত দ্বারা এরূপ স্তরে স্তরে নির্ম্মিত হইয়া দৃঢ়ীভূত

হইয়াছে, যে তাহাদিগকে দেখিলে স্ফটিকাচল বলিয়া বোধ হয়। ৭০ অক্ষাংশ হইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত ৪৫ লক্ষ বর্গ মাইল স্থান, ইহার সর্ব্বত্র হিমশীলা দ্বারা যে সমান দৃঢ়বদ্ধ এরূপ বোধ হয় না, উষ্ণজল স্রোত যে স্থান দিয়া দক্ষিণাভিমুখে গিয়াছে, তথায় বরফরাশি অনেক পরিমাণে শিথিল।

সার উইবিল টমসন দক্ষিণ কেন্দ্র পথ আবিষ্কারার্থ চালেঞ্জার নামক জাহাজের যাত্রী হইয়া গমন করিয়াছিলেন। আফ্রিকা ও আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী উত্তমাশা ও হরন্ নামক অন্তরীপদ্বয়ের মধ্য পথে ট্রিষ্টান ডি আকনহা নামক এক দ্বীপ আছে, তাহা তিনি দর্শন করিয়া এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। এই দ্বীপে ১৬।১৭টী মনুষ্য পরিবার আছে। তাহারা ঝটিকার উৎপাতে অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়া অবশেষে এক প্রকার প্রস্তর গৃহ নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছে। এ দ্বীপে ঘর গাঁথিবার মসলা পাওয়া যায় না। দ্বীপবাসীরা কপোত লাঙ্গুলের আকারের ন্যায় ৩।৪ হাত দীর্ঘপ্রস্থ প্রস্তরখণ্ড সাজাইয়া গৃহ প্রস্তুত করে। এরূপ প্রস্তর এখানে অনেক পাওয়া যায় এবং তাহা অগ্ন্যুৎপাতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু ঝটিকার এমনি প্রবলতা যে এক এক খণ্ড এরূপগুরু ভার প্রস্তর খনিহইতে তুলিবার সময় তাহা বাতাসে উড়াইয়া লইয়া যায়। এই দ্বীপের নিকট অনেক সময় জাহাজ ডুবী হয়। ভগ্ন জাহাজের মাস্তুল প্রভৃতি লইয়া দ্বীপবাসীরা ঘরের কড়ী তৈয়ার করে। ইহাদিগের গৃহ নির্ম্মাণ কৌশল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়।

ট্রিষ্টান ডি আকনহা তিনটী দ্বীপের একটী দ্বীপ। এই দ্বীপ পুঞ্জের আর একটী নাম নাইটিঙ্গেল। ইহা ৮।৯ ফিট উচ্চ একপ্রকার তৃণে আবৃত। এই তৃণ ঘন ঘন উৎপন্ন হইয়া জঙ্গলের আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করা অসম্ভব। এই জঙ্গলের মধ্যে দীর্ঘ দীর্ঘ পথ আছে, তাহা পিচ্ছিল ও কর্দ্দমময়। পেঙ্গুইন নামক এক প্রকার পক্ষী তথায় দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের লক্ষ লক্ষ কুলায় ঘাসের

মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতে অগ্রসর হইতে হইলে এই বাসা ভগ্ন বা শাবক সকল পদদলিত হইয়া যায়। বৃদ্ধ পক্ষীরা সর্ব্বক্ষণ সতর্কতা সহিত চৌকী দেয় এবং কাহারও আগমন দেখিলে ভয়ঙ্কর চিৎকার ধ্বনি করিতে থাকে। ইহাদিগের ঠোঁট, লম্বা ও ধারাল, তাহার আঘাতে পথিকের পদ হইতে রক্ত বাহির করিয়া দেয়। এই পক্ষীরা স্বভাবতঃ শান্তপ্রকৃতি। ইহাদের উড়িবার তত শক্তি নাই এবং যতদিন দ্বীপে মনুষ্যের সমাগম না হইয়াছিল, ততদিন তাহাদের ভয়ের কারণ ছিল না। মনুষ্যেরাই ইহাদিগকে ভয়াক্রান্ত ও রুক্ষ-প্রকৃতি করিয়া তুলিয়াছে। ইহারা কর্দ্দম দ্বারা নীড় নির্ম্মাণ করে এবং তাহা উচ্চে দুই বুরুল হয়। পক্ষীরা এক সময়ে একটী বা দুইটী ডিম্ব প্রসব করে এবং ডিম্বের উপর সোজা হইয়া বসিয়া তাদিয়া ফুটাইতে থাকে। ঘাসের মধ্যে পক্ষীসকল বসিয়া যখন ডিম্বে তা দিতে থাকে, তখন তাহা অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য। ২৪।২৫ বিঘা ভূমি এককালে ইহাদের দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। কখন কখন হাজার হাজার পক্ষী নানা দিক্ হইতে বাহির হইয়া একসঙ্গে সমুদ্রে আইসে। জলে নামিয়াই সন্তরণ দেয় এবং মৎস্যের মত ক্রীড়া করে। তখন তাহাদিগের সমুদায় শরীর জলে নিমগ্ন করে, কেবল পৃষ্ঠের উপরিস্থ একটী গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দেখিয়া পক্ষী বলিয়া কেহ তাহাদিগকে চিনিতে পারে না। ইহারা জলে কিছুক্ষণ মৎস্য ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া বাসায় ফিরিয়া আইসে। গোরু বা ভেড়ার দল চলিয়া চলিয়া যেমন পথ করে, ইহারাও চলিয়া চলিয়া সেইরূপ পথ করিয়া থাকে। তাহারা সুপ্রণালী মতে দলবদ্ধ হইয়া সকল কার্য্য করে। সমুদ্রে যাইবার সময় এক পথ দিয়া যায়, তথাহইতে ফিরিয়া আসিবার সময় আর এক পথ ধরিয়া আইসে। আসিবার সময় পথে কিয়ৎক্ষণ সকলে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হয় এবং উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে। পরে যে যাহার নিজের বাসায় চলিয়া যায়।

১৮৭৪ সালে এই যাত্রীদল আরু নামক দ্বীপ দর্শন করে। তথায়

ডোবো নামক একস্থানে জঙ্গলের মধ্যে স্বর্গীয় পক্ষী বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই পক্ষি-শিকার তত্রত্য অধিবাসীদের প্রধান ব্যবসায়। এই পক্ষীর পালক দেখিতে বড় জাঁকাল। অর্দ্ধসভ্য জাতিরা অনেক মূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করে। দ্বীপবাসীরা অনেক কৌশল করিয়া এই পক্ষী শিকার করে। যে সকল বৃক্ষ শাখায় স্বর্গীয় পক্ষিগণ সর্ব্বদা বাস করে, তাহার নিম্নে লতা পাতা দিয়া ঝোপের মত করে, তৎপরে এক ঝাঁক পক্ষী আসিলে এক প্রকার ভোঁতা তীর ছুড়িয়া মারে, ইহাতে শব্দ হয় না; কিন্তু আঘাতে পক্ষীরা অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া যায়। এইরূপে অনেক সংখ্যক পক্ষী ধৃত হয়।

দক্ষিণ মহাসাগরের কাণ্ডলেন ল্যাণ্ডের নিকট মরিয়ন নামক দ্বীপ আছে। তথায় আলবাট্রস নামক আশ্চর্য্য পক্ষী আছে। ইহাদিগের ন্যায় অলস ও অথর্ব্ব পক্ষী আর দেখা যায় না। তাহারা যখন ডিম্বে তা দেয়, কেহ বাসার নিতান্ত কাছে আসিলে কেবল চিৎকার করিবে, কিন্তু গাত্রোত্থান করিবে না। মনুষ্যেরা একগাছি লাঠি দিয়া তাহাদিগকে উল্‌টাইয়া ফেলিয়া দেয় এবং ডিম্বগুলি হরণ করে। কিন্তু পক্ষী পুনরায় কষ্টে স্বষ্টে বাসায় গিয়া বসিবে এবং যেন ডিম্ব তথায় আছে এই ভাবে তা দিতে থাকিবে। আশ্চর্য্য! এই পক্ষীরা যখন উড্ডীয়মান হয়, তখন অন্যমূর্ত্তি ধারণ করে। প্রথমে উড়িবার সময় অনেকবার চেষ্টা করে, উড়িতে পারে না, কিন্তু ঝুলন কোন জায়গায় উঠিতে পারিলে তথা হইতে বায়ুভরে আকাশে উঠে এবং তখন অতি সুন্দর গতিতে উচ্চ আকাশে উড়িতে থাকে। বাসায় নামিবার সময় আবার ইহাদের ক্লেশ হয়। কাছাকাছি আসিয়া আর শরীরের ভার রাখিতে পারে না, হেঁট মুণ্ড হইয়া মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া যায়। কিছুক্ষণ চেষ্টা না করিয়া পাখা গুছাইয়া আপনার স্থানে বসিতে পারে না।

মারিয়ন দ্বীপে পেঙ্গুইনের ন্যায় আর একপ্রকার ছোট পক্ষী আছে, ইহারা লোটন পায়রার মত। ইহারা স্ত্রী পুরুষ যুগবদ্ধ হইয়া

থাকে এবং পেঙ্গুইনের ডিম্ব আহার করে। যখন পেঙ্গুইন বাসায় বসিয়া ডিমে তা দেয়, একটা পক্ষী প্রথমে গিয়া দেখা দেয়, পেঙ্গুইন উঠিয়া যেমন তাহাকে ঠোকরাইতে আইসে, তাহার সঙ্গী অন্যদিক্ হইতে ছোঁ মারিয়া ডিমটী লইয়া যায়। পেঙ্গুইন শীঘ্র চলিতে পারে না সুতরাং ডিম্ব আর পুনরুদ্ধার করিতে পারে না।

জাতীয় অভ্যর্থনা।

আমাদিগের দেশে গুরু লোককে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম, সমপদস্থ লোককে নমস্কার, বন্ধুকে আলিঙ্গন এবং কনিষ্ঠ সম্পর্কীয় ব্যক্তিকে শিরোঘ্রাণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিবার প্রথা আছে। ইংরাজেরা কর-পীড়নপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া থাকে।

ফিলিপাইন দ্বীপের লোকেরা অভ্যর্থনার সময় নীচু হইয়া বসিয়া দুই গালে দুই হাত দেয় এবং হাঁটু মুড়িয়া একটী পা ঊর্দ্ধপানে তুলে। ফিলিপাইনের নিকটস্থ দ্বীপবাসীরা কোন ব্যক্তির হস্ত কি পদ লইয়া আপনাদিগের মুখে ঘর্ষণ করিয়া থাকে। লাপলাণ্ডবাসীরা যাহাকে অভ্যর্থনা করে, তাহার গায় সজোরে আপনাদিগের নাসিকাঘাত করে।

সাউণ্ড প্রণালীর অধিবাসীরা অভ্যর্থিত ব্যক্তির বাম পায় পাতা দক্ষিণ পার উপর দিয়া মুখ পর্য্যন্ত তুলিয়া ধরে।

হলণ্ডদেশীয় লোক অর্থাৎ ওলন্দাজগণ এক সময়ে সকলেই নাবিক ও মৎস্যব্যবসায়ী ছিল। তাহাদিগের অভ্যর্থনাসূচক বাক্য "কেমন জাহাজ চালাইয়া থাকেন ?" তাহারা প্রাতঃকালে এই বলিয়া অভ্যর্থনা করে " আজি যেন তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন হয়।"

স্পেনীয় লোকেরা গর্ব্বিত স্বভাব এবং ফরাসীরা লঘুচিত্ত। স্পেনীয়েরা অভ্যর্থনার সময় বলে "কেমন ভাবে দাঁড়াইয়া থাক ?" ফরাসীরা বলে "কেমন করিয়া আপনাকে চালাও ?"

আফ্রিকার কোন স্থানে বিবাহার্থিনী যুবতী একপাত্রে কিছু জল আনিয়া প্রণয়ীর সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া ধারণ করে এবং তদ্দ্বারা হস্ত ধৌত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। প্রণয়ী ইহা করিলে রমণী আনন্দাশ্রুপাত করিতে করিতে জলটুকু পান করে। ইহা পরস্পরের প্রতি অনুরাগের চিহ্ন।

রাস্তায় অভ্যর্থনার সময় জাপানীরা একখানি জুতা এবং আরাকান বাসীরা একখানি খড়ম খুলিয়া থাকে। বাটীতে অভ্যর্থনা করিবার সময় আরাকানীরা ষ্টকিঙ খুলিয়া থাকে।

আফ্রিকার উপকূলস্থ রাজারা অভ্যর্থনার সময় মধ্যমাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তিনবার আঘাত করিয়া থাকে।

কারমিনবাসীরা বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শনার্থ শিশা হইতে কিছু রক্ত বাহির করিয়া বন্ধুর পানার্থ অর্পণ করে।

ওটাহিটীবাসীরা পরস্পরের নাসিকা ঘর্ষণ দ্বারা অভ্যর্থনা করে।

ভীরু।

লজ্জাবগুণ্ঠনে কেন সুধাংশুবদন
ঝাঁপ বোন! ভয় নাই আমি লো সরলে।
ও পবিত্র মুখে তব, নীচের মতন,
ফেলিব না পাপ দৃষ্টি চাও মন খুলে। ১।

দগ্ধ হোক দৃষ্টি তার, পুড়ুক হৃদয়,
যার প্রাণে, প্রস্ফুটিত কুসুম নিন্দিত
সুকোমল কান্তি তব, পবিত্রতাময়
দেখি, নীচ পাপ চিন্তা হয়লো উদিত। ২।

ওই মুখে স্বর্গশোভা, সে চক্ষে নিরয়;*
ওই নিষ্কলঙ্ক দৃষ্টি তাহার ভর্ৎসনা;

* নরক।

প্রেমের উন্নত শৃঙ্গে তোমার আলয়
কীট সম ভূলুণ্ঠিত তাহার কামনা। ৩।

শুনগো ললনে, প্রান্তে বিহগ যেমতি,
তরল তপনালোকে খেলে নিজমনে,
কোথা ব্যাধ ধরা পৃষ্ঠে, তুমিলো তেমতি
পুণ্যালোকে বিহরিছ ফেলিয়া সে জনে। ৪।

বালকে কুসুম তুলে, পণ্ডিত তাহার
সৌরভে আনন্দ পান, তুলিলে সে ফুল
ম্লান হয়ে যায় তার শোভা গন্ধভার,
থাক বৃক্ষে, গন্ধে দেশ করলো আকুল। ৫।

তুমি নারী জাননা কি নারী এ জগতে,
এ মরু জগতে যেন বটচ্ছায়া সমা,
নারী আতপত্র এই জীবনের পথে
গৃহলক্ষ্মী কুললক্ষ্মী নারী নিরুপমা। ৬।

দেবী তুমি, শ্রদ্ধাভরে হৃদয় পূরিত,
দেখিব কি অন্যভাবে? আমার জননী
আমার ভগিনী আদি সকলে বিম্বিত
ওই মুখে, শ্রদ্ধা মোর লওলো রমণি! ৭।

কিন্তু বঙ্গে নারী জন্ম বড় বিড়ম্বনা,
তাই ভাবি ও বিশাল সুন্দর নয়নে
বহেনাত ধারা বোন? নারীর যাতনা,
এ বঙ্গ সংসারে দেখি কাঁদিলো নির্জ্জনে। ৮।

কে এত সহিষ্ণু বঙ্গবালার সমান,
বনমৃগী সম ভীরু, লাজে নিমীলিতা,

প্রেমের কিরণ স্পর্শে প্রফুল্লিত প্রাণ,
সে কিরণে তবে কেন তারাও বঞ্চিতা? ৯।

দেখ বোন তোমা সম অনেক যুবতী
এই বঙ্গে, পশুসম পুরুষে ভজিয়ে
কাঁদিতেছে দিবারাতি; প্রেমে পূজে সতী,
পতি সে পবিত্র প্রেম আসে বিকাইয়া। ১০।

আরো কত বঙ্গবালা নিরাশ সলিলে
প্রেম আশা বিসর্জ্জিয়ে বৈধব্য আগারে
বসি কাঁদে, বল দেখি সে কান্না স্মরিলে
এ বঙ্গে রমণী জন্ম কে চাহিতে পারে? ১১।

তুমি যাঁর, তোমার কি তিনিলো সুন্দরি?
আহা যেন তাই হয়, হৃদয়ে হৃদয়ে
প্রাণে প্রাণে মিশে সুখে বহুক লহরী;
প্রণয় আনন্দ শান্তি থাকুক আলয়ে। ২১।

বুঝেছকি কি পদার্থ প্রণয় জগতে,
প্রাণে প্রাণে কথা যেন প্রাণে প্রাণে লয়,
এক প্রাণস্রোত সদা অন্য প্রাণে বয়
ভাঙেনা ছেঁড়েনা হেথা যাহা কোন মতে। ১৩।

প্রণয় সহিষ্ণু, প্রেম মধুরতাময়,
চক্ষের কজ্জল প্রেম, হৃদয়ে চন্দন,
প্রাণে সুধা বিন্দুসেক, প্রেম জ্যোতির্ম্ময়,
বিষম বিপত্তি ঘোরে, নির্জ্জনে সজন। ১৪।

প্রেমে ভীরু দুঃসাহসী; বোবারে বলায়,
নির্ব্বোধে সুবুদ্ধি করে, হাসায় দুঃখীরে,

ভুলা'য় আহার নিদ্রা, স্বার্থ দূরে যায়,
মজে প্রাণ করি স্নান সুধা সিন্ধুনীরে। ১৫।

এ প্রণয়ে বাধা কান্ত আছে কি তোমার?
ভালবেসো ভাল বাসা মিলিবে তখনি,
সমগ্র প্রাণটী ধরে দিও উপহার,
সমগ্র প্রাণটী হাতে পাইবে অমনি। ১৬।

কবি আমি দিতে পারি প্রণয়ের শিক্ষা,
এই মন্ত্র মনে রেখ, করলো সাধনা।
এই মন্ত্রে নিজকান্তে করাইও দীক্ষা,
বিমল আনন্দ স্রোতে ভাসিবে দুজনা। ১৭।

জাতীয় প্রবচন।

স্পেনীয় প্রবচন।

১। অতিথি ও মৎস্য তিনদিনে পচিয়া যায়।

২। সাহসী অন্তঃকরণ দুর্ভাগ্যকে দমন করে।

৩। অনুরাগের পরিচয় কার্য্যদ্বারা হয়, মিষ্টবাক্যে হয় না।

৪। যে সকলের বন্ধু, সে হয় অত্যন্ত দরিদ্র, নয় অত্যন্ত ধনী।

৫। মৃত ও অনুপস্থিত ব্যক্তিদিগের বন্ধু নাই।

৬। পরস্পর সাহায্য করিবার তিনজন লোক থাকিলে ছয় জনের সমান।

৭। আপনার ঘরে আমিই রাজা।

ইটালীয় প্রবচন।

১। প্রত্যেক কুকুর আপনার ঘরে সিংহ।

২। যার অভাব নাই, সেই ধনী।

৩। যার সন্তান নাই, সে ভালবাসা কাহাকে বলে জানে না।

৪। জাঁক করিয়া মোকর্দ্দমা করা অপেক্ষা গরিবভাবে বিবাদ মিটান ভাল।

৫। রাত্রি চিন্তার জননী।

৬। সৈনিকের রক্তে সেনাপতির খ্যাতি

৭। যার ধৈর্য্য আছে, পৃথিবী তাহারই।

৮। যে ব্যক্তি জলের তলা দেখিতে পায় না, সে যেন জল পার হইতে না যায়।

৯। যে অধিক আঁকড়াইতে যায়, সে কিছুই ধরিয়া রাখিতে পারে না।

১০। প্রণয় বিশ্বাস এবং বিশ্বাস নিষ্ঠার উপর নির্ভর করে।

চীন প্রবচন।

১। দোষ থাকিলে তাহা পরিত্যাগ করিতে ভয় করিও না।

২। যে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দোষ করে, সে আর কাহার আশ্রয় লইয়া পরিত্রাণ পাইবে?

৩। যে ব্যক্তি নিত্য নূতন জ্ঞানে আপনার জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে পারে, সেই অন্যের শিক্ষক হইতে পারে।

৪। যে দূরের বিষয় চিন্তা করে না, তার দুঃখ নিকট।

৫। চিন্তাবিহীন বিদ্যোপার্জ্জন পণ্ডশ্রম, বিদ্যাবিহীন চিন্তা বিপদজনক।

৬। অল্প লাভের প্রতি দৃষ্টি করা মহৎকার্য্য সাধনের প্রতিবন্ধক।

৭ ঈশ্বরের কার্য্যের শব্দও নাই, গন্ধও নাই।

৮। যে শিল্পী ভাল করিয়া কাজ করিতে চায়, তাহার অস্ত্র সুশাণিত করা আবশ্যক।

৯। ন্যায় যাহা, তাহা দেখিয়া না করা ভীরুতা।

১০। যাহা জান, বল তাহা জানি, যাহা জাননা বল জানিনা, ইহাই প্রকৃত জ্ঞান।

১১। ধর্ম্ম কখন একাকী থাকে না, যে উহার অনুষ্ঠান করে, সে সঙ্গী লাভ করে।

পূর্ব্বদেশীয় প্রবচন।

১। কীর্ত্তিবন্দীতে হাজার টাকা রাখা অপেক্ষা নগদ দশটাকা পাওয়া ভাল।

২। সহোদরেরা পাশাপাশি জন্মিয়াছে, কিন্তু তাহাদের ধনাধার পৃথক্ পৃথক্।

৩। নদী না দেখিয়া জুতা খুলিও না।

৪। কুক্কুট শাবকেরাও জলপান করিয়া স্বর্গের দিকে চায়।

৫। পিপীলিকার ক্ষমতা অপেক্ষা তাহার নিকট অধিক প্রত্যাশা করিও না।

৬। যে শাসিত হয় নাই, সে শাসনকর্ত্তার উপযুক্ত নহে।

৭। বুদ্ধি বয়সে নাই, মাথায় থাকে।

৮। অস্ত্রের ঘা আরোগ্য হয়, কিন্তু বাক্যের ঘা হয় না।

৯। টাকায় টাকা করে, মানুষ করিতে পারে না।

১০। হাজার কথা শুন, এক কথা বল।

১১। পাগলদের প্রতি দিনই উৎসব।

১২। এক জাহাজে দুই কাপ্তেন থাকিলে জাহাজ ডুবী হইবেই হইবে।

১৩। বজ্রধ্বনি হইলে অনেকে ঈশ্বরকে ডাকে।

১৪। নিগ্রো গ্যারান মাগিয়া আর নির্ব্বোধ উপদেশ লইয়া কি করিবে?

স্বাস্থ্যরক্ষা। (১)

শরীর রক্ষা সকল ধর্ম্মসাধনের মূল, অতএব শরীর সুস্থ রাখা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের আদেশ এবং আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

(১) উচ্চ স্ত্রীশিক্ষা শ্রেণীতে ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু যে উপদেশ দেন, তাহার সারাংশ কোন ছাত্রী কর্ত্তৃক লিখিত।

স্বাস্থ্য-রক্ষা না করিলে জীবনের কর্ত্তব্য সাধনে অক্ষম হইতে হয় এবং নানাবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে দেহ ত্যাগ করিতে হয়। যদি আত্ম হত্যা পাপ হয়, তবে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ক্রমে ক্রমে দেহ পাত করাও পাপ বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

শরীরের সহিত মনের এরূপ নিকট সম্বন্ধ যে একটী অসুস্থ হইলে অপরটি সুস্থ থাকিতে পারে না। শরীর দুর্ব্বল হইলে মনও ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইতে থাকে। মন পবিত্র ও প্রফুল্ল রাখিতে হইলে শরীরকে সুস্থ রাখিতে হয়। সুতরাং স্বাস্থ্যের প্রতি আমাদের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা নিতান্ত আবশ্যক ও অবশ্য প্রতিপাল্য নিত্য ধর্ম্ম।

স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে জল ও খাদ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

১। জল ঃ—আমাদের ভাষায় জলের একটী নাম জীবন। বাস্তবিকই জীবন রক্ষার পক্ষে বায়ুর পরেই জল নিতান্ত আবশ্যক। এক দিবস জল পান না করিলে কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়।

২। বিশুদ্ধ জল যেমন শরীর ধারণ করিবার এক প্রধান উপায়; অপরিষ্কার জল সেইরূপ প্রাণনাশকারী। শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে, জল যাহাতে বিশুদ্ধ হয়, তজ্জন্য সাধ্য মতে চেষ্টা করা উচিত।

অপরিষ্কার জল পান করিলে, পেটের পীড়া, আমাশয়, ওলাওঠা প্রভৃতি নানা প্রকার পীড়া হইবার সম্ভাবনা; এবং তদ্দ্বারা সংসারে অনেক সময়ে অকাল মৃত্যু ও নানা প্রকার দুঃখ আনীত হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত স্থানের জল সচরাচর অবিশুদ্ধ ঃ—

(ক) নদীর জল, বিশেষতঃ যে স্থানে মলা মিশ্রিত হয়। স্রোতের জল বিশুদ্ধ বটে, কিন্তু নদীতে প্রায়ই নানা স্থান হইতে অপরিষ্কার জল ও মলা আসিয়া পতিত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে নদীর জল সর্ব্বদা অপরিষ্কার দেখা যায়।

(খ) পুষ্করিণী প্রভৃতির জল নিতান্ত দূষিত। একেত আবদ্ধ

থাকা প্রযুক্ত জল দূষিত ভাব ধারণ করে, তাহাতে আবার স্নান করিবার কালে শরীরস্থ যত প্রকার দূষিত পদার্থ জলে মিশ্রিত হইয়া থাকে। এই কারণে পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা প্রভৃতির জল সচরাচর নিতান্ত দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর।

অপরিষ্কৃত জল শোধন করিবার উপায় :—

(ক) জল চুয়াইয়া লওয়া :—উপর্য্যুপরি চারিটী কলসী স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে যথা স্থানে রাখিবার নিমিত্ত কাঠের বা বাঁশের ফ্রেম প্রস্তুত করিতে হয়। জল যদি নিতান্ত দূষিত অবস্থায় থাকে, তবে প্রথমতঃ জল উত্তপ্ত করিতে হয়। তাপ সংযোগে ইহার কএক প্রকার দূষিত বাষ্প বহিষ্কৃত হয়। সেই জল সর্ব্বোপরিস্থ পাত্রে ঢালিতে হয়। উপরের তিনটী পাত্রেই ছিদ্র থাকা আবশ্যক। ছিদ্র ছোট হওয়া চাই; এবং এককালে অধিক জল নিঃসৃত না হয়, সেইজন্য ছিদ্রমুখে খড় বা কাটি দিয়া রাখিতে হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাত্র অঙ্গার চূর্ণ ও বালুকা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়; সকলের নিম্নস্থ পাত্রের মুখে মোটা কাপড়ের আবরণ রাখিতে হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাত্র দিয়া গমন কালে জলের দূষিত অংশ অঙ্গার ও বালুকা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং সকলের নীচের পাত্রে যে জল উপনীত হয়, তাহা প্রায়ই বিশুদ্ধ এবং স্বাস্থ্যকর হয়। এই জলের স্বাদ সামান্য উষ্ণ জলের ন্যায় অপকৃষ্ট নহে। বিশোধন করিবার সময়ে ইহাতে বাহিরের বায়ু পুনঃ প্রবেশ করে, তাহাতে ইহার স্বাভাবিক স্বাদ উৎপন্ন হয়।

(খ) এক্ষণে অনেক স্থানে ফিলটার অর্থাৎ জল শোধন করিবার যন্ত্র পাওয়া গিয়া থাকে। তাহা দ্বারা জল শোধন করিয়া লইলেও চলে। যে পাত্র দ্বারা জল শোধন করা যায়, তাহা মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার করা নিতান্ত আবশ্যক; নতুবা পাত্র স্থিত দূষিত পদার্থ জলে মিশ্রিত হইয়া, পুনর্ব্বার তাহাকে অবিশুদ্ধ করিয়া ফেলে।

(গ) নদী প্রভৃতির জল যদি ঘোলা হয়, তবে তাহাতে অল্প

পরিমাণ নির্ম্মলা ঘষিয়া দিলে ও কর্পূর ফেলিয়া দিলে জল অনেক অংশে পরিস্কৃত হয়; এবং অতি সহজেই, অপরিষ্কার জল পান জনিত পীড়া সকলের প্রতীকার হইয়া থাকে।

পরিষ্কার জল পান করিলে শরীর সুস্থ থাকে।

(ক) গভীর কূপ ও প্রস্রবণের জল বিশুদ্ধ।

(খ) বৃষ্টির জলও বিশুদ্ধ। বৃষ্টির জল পান করিতে হইলে তাহা ধৃত করা আবশ্যক। জল ধৃত করিতে হইলে চারিটী খুঁটী পুতিয়া একখানি পরিষ্কার ধৌত কাপড় তদুপরি বাঁধিয়া রাখিতে হয়। সেই কাপড়ের মধ্য স্থলে একটী ভারী বস্তু; এবং তাহার নিম্নে পাত্র রাখিয়া জল ধৃত করিয়া লইতে হয়।

সচরাচর জলের দূষিত ভাব হইতে সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই নিমিত্ত সংক্রামক রোগবিশিষ্ট স্থানে, চুয়ান ও সিদ্ধ জল পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। (ক্রমশঃ)

অঙ্ক কৌশল।

আমরা কোন রমণীর নিম্নলিখিত পত্র সাদরে গ্রহণ করিলামঃ—

মহাশয়!

আমার পিতা মহাশয় ইংরাজী পুস্তক হইতে আমাকে মধ্যে মধ্যে দুই একটী অঙ্ক-কৌশল বলিয়া থাকেন। অঙ্ক-কৌশলে বুদ্ধির উন্নতি হয় বলিয়া আমি তাহা যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা করিয়া থাকি এবং তাহাতে আমি বিশেষ সন্তোষলাভ করি, বোধ করি আমার ভগিনীগণও অঙ্ক-কৌশলে সন্তোষলাভ করিতে পারেন, একারণ দুইটী অঙ্ক-কৌশল লিখিয়া পাঠাইলাম, তাহা সংশোধিত হইয়া বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে বাধিত হইব।

সন ১২৮৭ সাল তারিখ ১০ ভাদ্র। } শ্রীমতী আমোদিনী দাসী।

প্রথম।

১৫ (পনরর) চক।

১ হইতে ৯ অঙ্ক পর্য্যন্ত তিন শ্রেণীর নয়টী ঘরে রাখিয়া সর্ব্ব দিক্ হইতে ১৫ অঙ্ক পূরণ কর।

৪	৯	২
৩	৫	৭
৮	১	৬

দ্বিতীয়।

৫ শ্রেণীর আশ্চর্য্য তেরিজ।

কোন ব্যক্তিকে একক হইতে যত ইচ্ছা অঙ্ক রাখিতে কহ। তৎপরে সেইরূপ সংখ্যার আর ৪ শ্রেণী অঙ্ক রাখিয়া ঠিক দিলে মোট যত অঙ্ক হইবে তাহা বলা যায়।

প্রকরণ।

প্রথম শ্রেণীর অঙ্ক যত বসাইবে, তাহার বাম দিকের অঙ্কের শেষে একটী ২ বসাইবে, আর দক্ষিণ দিকের শেষ অঙ্ক হইতে ২ বাদ দিবে।

কোন ব্যক্তি লিখিল ৮৫৩৩

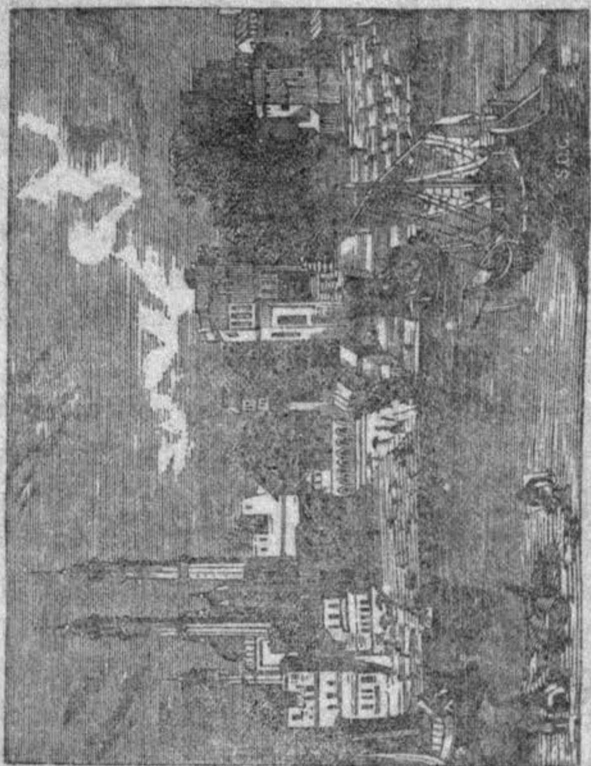
তুমি কহিলে ৫ শ্রেণীর অঙ্কের মোট ঠিক ২৮৫৩১ হইবে।

কৌশল।

যথা—৮৫৩৩
৭২৪৮
২৭৫১
৫৭৮৪
৪২১৫
———
২৮৫৩১

১ ম, ২ য় এবং ৪ র্থ শ্রেণীর অঙ্ক অন্যকে বসাইতে দিবে, এবং ৩য় এবং ৫ম শ্রেণীর অঙ্ক আপনি বসাইয়া লইবে। ১ ম ব্যক্তি দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর অঙ্ক যেমত বসাইবে, তুমি তাহার প্রত্যেক অঙ্ক ৯ হইতে বাদ দিয়া তৃতীয় এবং পঞ্চম শ্রেণীর অঙ্কগুলি বসাইবে।

বারাণসী।



বারাণসী বা কাশী পৃথিবী মধ্যে একটী অতি প্রাচীন নগরী। ইহা যে কতকাল পূর্ব্বে সংস্থাপিত হইয়াছে, স্থির করিয়া বলা যায় না। হিন্দু শাস্ত্রমতে ইহার সংস্থাপন সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত আখ্যায়িকা আছে এবং ইহা পৃথিবী ছাড়া, মহাদেবের ত্রিশূলের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বর্ণিত আছে। হিন্দু সাধারণেরও বিশ্বাস তদনুরূপ ঃ—মহাযোগী মহাদেব যদিও সন্ন্যাসী ছিলেন, তথাপি আপনার ঐশ্বর্য্য ও প্রভাব প্রদর্শনার্থ এবং জীবের মুক্তি বিধানার্থ এই নগর স্থাপন করেন। এখানে

তিনি রাজরাজেশ্বর এবং পার্ব্বতী অন্নপূর্ণা হইয়া চির বিরাজমান রহিয়াছেন এবং এখানে মরিলেই জীব শিব হইবে। এই জন্য কাশীবাসে হিন্দুদিগের এত আগ্রহ। কথিত আছে কাশীর গৌরবে ঈর্ষান্বিত হইয়া ভগবান্ ব্যাসদেব এক নূতন কাশী নির্ম্মাণ করেন, তাহা ব্যাসকাশী বলিয়া আখ্যাত হয়। কিন্তু মহাদেবের কোপে পতিত হইয়া ব্যাসের দর্পচূর্ণ হয় এবং তাঁহার নির্ম্মিত কাশীতে মরিলে মনুষ্য গর্দ্দভ হইবে এই অভিশম্পাত প্রদত্ত হয়।

হামিল্‌টন নামক সাহেব বলেন খৃষ্ট জন্মের ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বে কাশী প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ক্ষেত্রবৃদ্ধ ইহার প্রথম রাজা। কাশীর প্রাচীনত্ব বিষয়ে পণ্ডিতবর শেরিং সাহেব বলেন ঃ—"এই নগর ন্যূনকল্পে আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মের ছয় সাতশত বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত ছিল। যৎকালে নিনিভা ও বাবিলন প্রাধান্য রক্ষার্থ পরস্পরের সহিত বিবাদ করিতেছিল; যৎকালে টায়ার নানাস্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতেছিল; যৎকালে এথেন্সের অভ্যুদয় হইতেছিল, রোমের খ্যাতিলাভের পূর্ব্বে, পারস্য ও গ্রীসের মধ্যে যুদ্ধ ঘটনার পূর্ব্বে, সাইরস কর্ত্তৃক পারস্য রাজকুল সমুজ্জ্বল হইবার পূর্ব্বে, নেবুকাডনেজার জারুজলম অবরোধ করিবার পূর্ব্বে এবং ইহুদী জাতির কারারুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বারাণসী লব্ধপ্রতিষ্ঠ না হউক, প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইয়াছিল।" পুরাবৃত্তের এই সকল ঘটনার সাক্ষী হইয়া কাশী বর্ত্তমান ছিল এবং অসংখ্য অসংখ্য রাজ্য ও রাজার পতনোত্থানের মধ্যে বৃদ্ধা কাশী আজিও যৌবনে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, ইহা দেখিয়া কাহার মনে না যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের উদয় হয়! পৃথিবীর আর কোন নগর সম্বন্ধে বোধ হয় এরূপ বলা যাইতে পারে না।

কাশী এই নামের অর্থ, যাহা হইতে জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। ইহার আর এক নাম বারাণসী অনেকে বরুণা ও অসী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান বলিয়া ইহার এই নাম সিদ্ধান্ত করেন। দক্ষিণ

প্রান্তে অসী সঙ্গম এবং উত্তর প্রান্তে বরুণাসঙ্গম এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী তিন ক্রোশ স্থানই প্রকৃত কাশী বটে, কিন্তু বৈয়াকরণিকেরা বরাণঃ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জলের মধ্যে জন্ম বলিয়া বারাণসী নাম হইয়াছে বলেন। ইহার আর এক নাম বনারস, তাহা বারাণসীর অপভ্রংশ বলিয়া অনেকে মনে করেন, কিন্তু বনার নামে কাশীর এক প্রাচীন রাজা ছিলেন, তাহাহইতে এ নামের উৎপত্তি অসম্ভব নহে। মুসলমানেরা কাশীর অনেক কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া তৎস্থানে আপনাদিগের কীর্ত্তি স্থাপন করে এবং ইহার প্রাচীন হিন্দু নাম লোপ করিয়া ইহাকে 'মুহম্মদাবাদ' নামে খ্যাত করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু তাহাদিগের সে দুশ্চেষ্টা বিফল হইয়াছে।

কাশী কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিমে ৪২১ মাইল, এলাহাবাদ হইতে পূর্ব্বে ৭৪ মাইল এবং দিল্লী হইতে দাক্ষিণ পূর্ব্বে ৪৬৩ মাইল। হাবড়া হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলে মোগলসরাই ষ্টেসনে নামিয়া বেনারস শাখা রেলওয়ে দ্বারা এখানে আসা যায়। পূর্ব্বে ২।৩ মাসে কাশী আসা ভার হইত, এখন এক দিনেই আসা যায়।

কাশী গঙ্গার উত্তর ও পশ্চিম তটে সংস্থাপিত। অসী সঙ্গমের অল্প দূর হইতে গঙ্গা একটী অর্দ্ধ চন্দ্র বা ধনুকের আকারে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া প্রায় দুই ক্রোশ বিস্তীর্ণ হইয়াছে। গঙ্গাতীর বেণীমাধবের ধ্বজা, উচ্চ অট্টালিকা, শ্রেণীবদ্ধ ঘাট ও দেবালয় প্রভৃতি দ্বারা যার পর নাই সুসজ্জিত, অর্দ্ধ চন্দ্রাকার (Amphitheatre) বৈঠকের ন্যায় বোধ হয়। কাশীর নিকটে গঙ্গা প্রায় ১২০০ হস্ত প্রশস্ত, বর্ষাকালে ইহা অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক হইয়া যায়। ইহার গভীরতা গ্রীষ্মকালে ৫০ ফিট এবং বর্ষায় প্রায় ১০০ ফিট হইয়া থাকে। কাশী সমুদ্রতল হইতে প্রায় ২৭০ ফিট উচ্চ। কাশীর লোক সংখ্যা প্রায় ১,৮৫,০০০, ইহার মধ্যে হিন্দু বারো আনা এবং মুসলমান অনধিক চারি আনা। কাশীতে গৃহ সংখ্যা ৩০ হাজারের অধিক, তন্মধ্যে ইষ্টকের ১২,০০০, অবশিষ্ট প্রস্তরের। এখানে হিন্দুদিগের

দেবালয় প্রায় ১৫০০ এবং মুসলমানদিগের তিন শতের অধিক হইবে। ইংরাজেরা কাশীর যে ভাগে বাস করেন, তাহার নাম সিক্রোল, তথায় প্রায় ৩০০০ গৃহ আছে। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। গত ১লা আগষ্ট বঙ্গমহিলা সমাজের জন্মদিন উপলক্ষে বেথুন স্কুল গৃহে সমারোহে উৎসব হয়। উপাসনার পর কয়েকটী সভ্য উৎসাহকর বক্তৃতা করেন।

২। ইংরাজ সেনাপতি জেনারল বরো আফগান সেনাধ্যক্ষ আয়ুবের নিকট পরাভূত হওয়াতে কাবুলের যুদ্ধ ঘোরতর আকার ধারণ করিয়াছে। কান্দাহার অবরুদ্ধ।

৩। কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, বেতন ৬০ টাকা। এ নিয়োগে সকলেই আহ্লাদিত হইবেন।

৪। ফিলিপাইন দ্বীপের যে মানিলা নগর চুরটের জন্য বিখ্যাত, গত ১৭ই জুলাই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া তাহা ভূগর্ভসাৎ হইয়া গিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ!

৫। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজধানীস্থ অন্ধদিগেরে উপকারার্থ ১,০৩০০০ টাকা দান করিয়াছেন। ইনি দয়া ও ধর্ম্ম উভয়ের দৃষ্টান্ত স্থল।

বামাগণের রচনা।

হরিবোল।

হরিবোল শব্দ হৃদয় ভিতরে,
বাজিল সজোরে ভয়ঙ্কর স্বরে,
নিশ্চিন্ত অন্তর কাঁপিয়া উঠিল,
সহসা যেন কে হৃদে আঘাতিল,
যেনরে সহস্র তীক্ষ্ণতর শরে,
বিধিল হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন করে,
নিদ্রিত জাগিল সে ঘোর রবে। ১

ভাবিনা যথার্থ এইরূপে হায়,
আমারেও নিয়ে যাইবে কোথায়,

বজ্র সম আঁটি রয়েছে এখন,
একদিন হায় খসিবে বন্ধন,
এত আড়ম্বর সব শূন্যময়,
শ্মশান হইবে দেহের আশ্রয়,
সময়ে সকলি মিশাবে ভবে। ২

কতই যতন কতই দৃঢ়তা,
কত জারিজুরী কত স্বাধীনতা,
কতই গৌরব কত অহঙ্কার,
শবদ কেবল আমার আমার
কালের কবলে একদিন হায়,
চুরমার হবে কে রবে কোথায়?
এত জাঁক মরি! নিমেষে লয়।৩

এই যে কজন মানুষেতে হায়!
লয়েছে কাঁধেতে জড়ায়ে চ্যাটায়,
একিরে মানুষ আমার মতন?
বুকে বাঁশ দিয়ে করেছে বন্ধন?
আদরের বুঝি চরম প্রকাশ?
দানযোগ্য কিরে এই ছেঁড়া বাস?
এই কি বিধান করিতে হয়? ৪

যতনের ধনে এত অযতন,
জগতে দেখাতে নাহিক এমন
এত আদরেতে, এত অনাদর,
এত আপনার, এতদূর পর!!
এতেক আশ্বাসে নিরাশাই সার,
ভোজবাজী মত ভবের ব্যাপার,
কি আছে আশ্চর্য্য ইহার চেয়ে?৫

আশ্চর্য্য সংসারে আশ্চর্য্য সকল,
কৌশলেতে পূর্ণ কেবল কৌশল,
জগৎ যেমন স্থল শিখিবার,
এমন সুন্দর কোথা আছে আর,
পামর হৃদয়, কেনরে বোঝনা,
আপনার হিত আপনি করনা?
সুধা বলে মর গরল খেয়ে? ৬

ভেবেছ কি মন! চিরকাল রবে?
জাননা এ সব ছেড়ে যেতে হবে।
চিরদিন তরে ভবে কিছু নয়,
আজ আছে যাহা, কাল নাহি রয়,
আজ্‌কে যে জন সংসার ভিতরে,
কিছুদিন রবে বিশ্বাস অন্তরে,
কাল্‌কে লইয়ে যাইছে তায়!৭

কররে থাকিতে সহস্র যতন,
কররে থাকিতে দৃঢ়তর পণ?
ধররে আঁটিয়ে সংসার আশ্রয়,
হোক্‌রে সহায় মানব নিচয়,
রোক্‌না চৌদিকে শতেক প্রহরী,
থাক্‌না সহস্র আত্মীয়েতে ধরি,
তথাপি লইয়ে যাইবে হায়।৮

কে শোনে তখন কাতর বচন,
কে বোঝে তখন হৃদয় বেদন,
'যাবনা' বলিলে ছাড়ে কে তোমায়
সুবিধা তোমার কেবা বোঝে হায়
আজ নয় কাল, এরূপ বচন,
শুনিবে কি কাল বল দেখি মন?
অপেক্ষা তোমার করে কি রবে?৯

কে আছে জগতে আত্মীয় এমন,
সে দিনের দিন করিবে বারণ?
স্নেহের শিকলে জননী কখন,
পারেন রাখিতে করে কি বন্ধন?
প্রণয় আদর যতন সস্নেহ,
পারে কি তখন বাধা দিতে কেহ?
সেই দিনে হার মানিবে সবে।১০

দেহের চরম ভাব একবার,
সে দিনে কি হবে দুর্দ্দশা তোমার,

এমন শরীর পুড়ে ছাই হবে,
সুন্দর!! সুন্দর!! বল কোথা রবে?
কেমন মূরতি হইবে তোমার,
ভাল করে বুঝে দেখ একবার।
"হইবে তখন হীনের হীন।" ১১

যে দেহ উপরে কতই যতন,
সুন্দর দেখাবে কত আকিঞ্চন!!
হায়রে সাজাতে নশ্বর শরীর,
কতই ব্যস্ততা, কতই অধীর,
সেই সুশোভিত দেহ মনোহর,
গড়াগড়ি যাবে মাটির উপর,
দেখরে কেমন ভয়ঙ্কর দিন!! ১২

ননীর দেহেতে বজ্র নিপতন!!
শেয়াল কুকুরে করুক ভক্ষণ।
অথবা ভাসিয়ে যাউক জলেতে,
দলিত হউক মাতঙ্গ পদেতে,
কিছুতে আর ত নাই অধিকার।
ক্ষমতা প্রকাশ কেবা করে আর।
ঘুচাবে সে দিন বল কি দিয়ে!১৩

ভাব মন! সেই জগৎ কারণে,
সহায় যে জন জীবনে মরণে,
এমন সুহৃদ কেবা আছে আর?
জীবনের গতি, জীবন তোমার,
সহায় সম্বল শান্তির আলয়,
ইহ পরকালে যেজন আশ্রয়,
ভুলনা তাঁহারে অবোধ হিয়ে।১৪

ডাক মন! তাঁরে পরাণ ভরিয়ে,
একাগ্র চিত্তেতে ব্যাকুল হইয়ে,
দয়াময় হরি পাপী জন-ধন,
সর্ব্ব সুখদাতা দুঃখ বিনাশন!
এমন রতন কোথা পাবে আর?
কার জন্যে মর করে হাহাকার,
জীবন সর্ব্বস্ব তিনি যে মন। ১৫

মজেছ কি সুখে হ'য়ে অচেতন!
ভুলেছ কি পেয়ে হৃদয়রতন!
হয়েছে কি দেখে সাহস তোমার,
করেছ কি মনে বুঝে উঠা ভার,
সুখী হতে যদি থাকে আকিঞ্চন,
সুখের আকরে কররে স্মরণ,
যিনিরে জীবের পরম ধন। ১৬

হরিমতি। কাল্না।

পুস্তক-প্রাপ্তি।

১। কাব্য-সুন্দরী—বঙ্কিম বাবুর ঔপন্যাসিক সুন্দরীগণের চরিত্র। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত মূল্য ১৲ টাকা। যাঁহারা বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস পড়িয়াছেন, তাঁহারা এই গ্রন্থপাঠে অধিকতর আনন্দ লাভ করিবেন। বস্তুতঃ গ্রন্থকার বঙ্কিম বাবুর ভাবের ভাবুক হইয়া তাঁহার চিত্র সকলকে উজ্জ্বলতর বর্ণে প্রদর্শন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ গুণপনার পরিচয় দিয়াছেন।

২। আলেখ্য লতিকা—কুমিল্লার কুমারী হেমন্তকুমারী গাঙ্গুলী দ্বারা বিরচিত। মূল্য ৵৹ আনা। পুস্তক খানিতে অনেকগুলি হিতকর বিষয়ে ক্ষুদ্র অথচ সারগর্ভ রচনা আছে। ইহা পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। রচনার দুই একটী আদর্শ বারান্তরে দেখাইবার মানস রহিল।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১৮৯ সংখ্যা। } আশ্বিন ১২৮৭—অক্টোবর ১৮৮০। { ২য় কল্প। ২য় ভাগ।

অসভ্যজাতির বিবরণ।

কন্ধজাতি।

উৎকলের সিকি লোক বুনো ও পার্ব্বতীয়। ইহাদিগের সমুদায়ের সংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ। এখানকার করদ-মহল মধ্যে কন্ধেরা বাস করে। 'কন্ধ' শব্দে তামিল ভাষায় পাহাড় বুঝায়। আর্য্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ইহাদের কতকগুলি, তাঁহাদের প্রজারূপে গণ্য হয়। ইহাদিগকে বেটিয়া বলে। বেনিয়া নামক অপর কতক কন্ধ উপত্যকায় থাকিয়া ভূম্যাদি আবাদ, ও নাম মাত্র করদান বা যুদ্ধকালে লোক দ্বারা হিন্দু ভূপতির সাহায্য প্রদান করিত। মালিয়া নামক অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ দুর্গম পর্ব্বত মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। এই সকলের সংখ্যা এক্ষণে ৭৫ সহস্র। যদিও এখন ইহারা ইংরাজ অধীন, কিন্তু করদ নহে। সকলেই আপনাদিগকে জমিদার বলিয়া গণ্য করে এবং কৃষি, মৃগয়া ও যুদ্ধ ইহাদের এই তিনটী মাত্র সম্মানসূচক ও পুরুষোচিত কার্য্য। কন্ধদের পর্ব্বতস্থ গ্রাম গুলি দূর হইতে দেখিতে অতি সুন্দর—বৃক্ষরাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত; মধ্যে রাস্তা ও তাহার দুই পাশে শৃঙ্খলাবদ্ধ গৃহশ্রেণী। গ্রামের চারিদিকে দৃঢ়রূপে বেড়া দেওয়া। গ্রামের মধ্যস্থলে

শিমুল বৃক্ষ। এই বৃক্ষ গ্রাম্যদেবকে উৎসর্গ করিয়া তাহার সন্নিকটে কন্ধেরা মণ্ডল বা প্রধানের বাটী নির্ম্মাণ করে। ইহারা অন্য লোকের সহিত একত্র থাকিতে চাহে না। শিল্পকার্য্যে এক কালে অনভিজ্ঞ ও ব্যবসায়ে নিতান্ত অপটু বলিয়া, কামার, কুমার, গোয়ালা, শুঁড়ী ও পান (তাঁতি) প্রভৃতিকে গ্রামের অন্তে বা বাহিরে থাকিতে দেয়। এখানে, ঘরের দেয়াল তক্তার উপরে মাটীর লেপ দেওয়া। ঘরগুলি খুব লম্বা—তিনটী কুঠরীতে বিভক্ত। এক পাশে রন্ধন শালা, আর একদিকে গুদাম এবং মধ্যে শয়নাগার। সকল গ্রামে ২টী স্বতন্ত্র গৃহ থাকে, তাহার একটীতে গ্রামের সমস্ত অবিবাহিত যুবক, অপরে যত কুমারী যুবতী রাত্রে বাস করে। শেষোক্ত বাটীতে একজন প্রবীণা স্ত্রীলোক রক্ষক স্বরূপ থাকেন।

ব্যবসায় ও শিল্প কার্য্য ইহাদের নিকট, নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয়। ইতি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কৃষি, মৃগয়া ও যুদ্ধ সম্ভ্রমের ও পুরুষোচিত কার্য্য। ইহারা অতিশয় সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয়। যুদ্ধ সূচনা হইলে সর্ব্ব প্রথম দ্রুতগামি দূতহস্তে তীর দিয়া স্বজাতির নিকট সংবাদ জ্ঞাপন করে। পরে সকলে একত্রিত হইয়া তরবার বাইস্, তীর ধনুক ও ফিঙ্গা দ্বারা সজ্জীকৃত ও বেশভূষায় ভূষিত হইয়া শত্রু সম্মুখীন হয়। তৎকালে ইহাদের প্রাচীন লোক ও বামাগণ নিকটস্থ থাকিয়া, উৎসাহ, সৎপরামর্শ এবং আহার ও পানীয় দিতে থাকে। বিপক্ষ এক জনকে হত করিলে, জয়ী উহার দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া দৌড়িয়া গিয়া পুরোহিতকে অর্পণ করেন এবং তিনি তাহা দেবতাকে নিবেদন করিয়া দেন। দলস্থ অপরে ঐ সময়ে স্ব স্ব অস্ত্র শত্রু-রুধিরে অভিষিক্ত করিয়া লয়। এই রূপে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া পরে ক্ষান্ত হয়, ও পরদিন প্রত্যূষে যুদ্ধে পুনঃ প্রবৃত্ত হয়। যে পর্য্যন্ত এক দল নিঃশেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত যুদ্ধ শেষ হয় না।

গ্রাম, গোষ্ঠী বা স্বজাতির কর্ত্তাকে "অবায়" বা পিতা বলে। ইনিই মণ্ডল, বিচারপতি ও পুরোহিত। তাঁহার বংশানুক্রমে ঐ পদ

থাকে। মান ও সম্ভ্রম ভিন্ন "অরায়ের" আর কোন লভ্য নাই। সকলেই স্বাধীন, ইনি উহাদের প্রধান মাত্র; বেতন বা বৃত্তিভোগী নন; কর বা অন্য কোন সাহায্য পান না; তাঁহার নিমিত্ত বিশেষ প্রাসাদ বা দুর্গ নাই; অন্তের ন্যায় তাঁহাকেও পৈতৃক ভূমি আবাদ করিয়া দিনপাত করিতে হয়। তবে ইচ্ছা হইলে আহ্লাদ করিয়া যদি কেহ কিছু দেয়, তিনি লন। প্রকাশ্য ক্রিয়া কর্ম্মে ইহাঁর অধিক সমাদর। "অরায়" প্রাচীনগণ সহ একত্রিত হইয়া বিচার ও বিবাদভঞ্জন এবং সাধারণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া থাকেন, আর যুদ্ধকালে তিনিই অধ্যক্ষ হন। হত্যা করিলে, হত ব্যক্তির আত্মীয়ের পক্ষ হইয়া প্রতিশোধ লইবার ভার ইঁহার উপর। এরূপ স্থলে অপরাধী কখন কখন অর্থদান করিয়া বিবাদ মিটাইয়া ফেলে। বিকলাঙ্গ বা আঘাত করিলে পূর্ব্বপ্রকারে মীমাংসা হইয়া থাকে, অধিকন্তু, যে পর্য্যন্ত আহত ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়, তাহাকে গৃহে রাখিয়া শুশ্রূষা করিতে অপরাধী বাধ্য। চুরি করিয়া ধরা পড়িলে, চোর অপহৃত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করে বা তৎপরিবর্ত্তে তত্তুল্য অন্য জিনিস্ দেয়। কিন্তু পুনর্ব্বার ঐ দোষে দোষী হইলে সে দল হইতে বহিষ্কৃত হইয়া থাকে।

ভূমি বিক্রয় করিতে হইলে, বিক্রেতা প্রধান ও অপর ৫ জনকে ডাকিয়া, গ্রাম্যদেবকে সাক্ষী করিয়া প্রথমে ক্রেতাকে ঐ জমির এক মুঠা মৃত্তিকা দিয়া ভূমির মূল্য লয়। ইতিপূর্ব্বে এখানে টাকা পয়সা কিছুই চলিত ছিল না—ধান্যাদি শস্য, মুরগী, গবাদি বিনিময়ে দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় হইত।

সাক্ষীর প্রমাণে মকর্দ্দমা নিস্পত্তি হয়। কিন্তু গোলমালের স্থলে, বাদী প্রতিবাদী উভয়কে রক্তমাখা চাউলপড়া এবং ভূমি সম্বন্ধীয় বিবাদে তথাকার এক ডেলা মাটী খাইতে দেয়। ইহা খাইলে অন্যায় পক্ষের তদ্দণ্ডে মৃত্যু হয়, ইহাদের পূর্ণ বিশ্বাস। অপরাধী দোষ ক্ষালনের বিশেষ প্রমাণ দিতে না পারিলে, উত্তপ্ত তৈল বা লৌহ তাহার গায়ে সংলগ্ন করিয়া পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। ফোস্কা

পড়িলেই সে দোষী। গিরগিটীর চামড়া বা উইচিপি স্পর্শ করিয়া মিথ্যা শপথ করিলে গায় দাকড়া দাকড়া দাগ বা অঙ্গ ধুলিলিপ্তবৎ হয়, এবং ব্যাঘ্রের চামড়া ছুঁইয়া মিথ্যা দিব্য করিলে নিশ্চয়ই শ্বাপদ হস্তে মরিতে হয়। দেবতারা কখন কখন শার্দ্দূল রূপ ধারণ করেন, এজন্য কোন ব্যক্তি ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে বা ব্যাঘ্র বধ করিলে গুরুতর অপরাধী বলিয়া গণ্য হয়, ও জাত্যান্তর হইয়া থাকে। তবে হতভাগা সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে পুনর্গৃহীত হইয়া থাকে।

স্থাবর সম্পত্তি পুত্রের প্রাপ্য। কোথায় বা জ্যেষ্ঠ অর্দ্ধাংশভাগী। কন্যারা অলঙ্কার ও বস্ত্রের অংশ পায়। ভ্রাতারা ভগিনীগণকে বালিকাবস্থায় ভরণপোষণ করেন ও তাহাদের বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। নিকট উত্তরাধিকারী না থাকিলে, ভূম্যাদি সমাজের সম্পত্তি হয়।

স্ত্রীলোকেরা গর্ভাবস্থায় দেবতাদের নিকট মানত করে, এবং প্রসব হইতে বিলম্ব বা কষ্ট হইলে ষষ্ঠীদেবীর পূজা দেয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে "জানী" বা উড়ে দৈবজ্ঞীকে ডাকায়। সে প্রথমতঃ তিথি নক্ষত্র অনুসারে ঠিকুজি প্রস্তুত করে, পরে হস্তস্থিত সংক্রান্তি ও ভূতপ্রেত অবয়ব বিশিষ্ট তালপত্র পঞ্জিকায় লৌহ কলম দিয়া বিদ্ধ করিয়া বচন ও চিত্র বিশেষে দাগ পড়া দৃষ্টে সদ্যোজাতের অদৃষ্ট নির্ণয় করে। শুভ হইলে উত্তম; তাহার প্রতিপালনের অনুমতি দেয়। পশ্চাৎ অমঙ্গলের সম্ভাবনা দেখিলে, উহাকে নূতন পাত্রে পুরিয়া পুতিয়া ফেলে, এবং ঐ গোরের উপরে মোরগ বলিদান করে। শিশু রক্ষিত হইলে ৭ম দিবসে জাত কর্ম্মোপলক্ষে গ্রামস্থদিগকে ভোজ দেয়। যথাকালে পুরোহিত জলপূর্ণ নবপাত্রে এক একটী চাউল ফেলিয়া এক এক জন পূর্ব্ব পুরুষের নাম উল্লেখ করেন। ঐ পতনের গতি দেখিয়া কে আসিয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিলেন, নিশ্চয় জানিয়া তদনুসারে নাম করণ হয়।

কন্ধেরা সুরূপ ও সুশ্রী। ইহারা বলিষ্ঠ, শ্রমী, সাহসী, স্থির-

প্রতিজ্ঞ, ও অত্যন্ত স্বাধীনতা-প্রিয়। এমন কি কারাগারে আবদ্ধ থাকা অপেক্ষা অনাহারে বা জিহ্বা উৎপাটন দ্বারা মৃত্যুও শ্রেয় বোধ করে। ইহারা আপনাদের প্রধানের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ও প্রভুভক্ত। ভূস্বামী, মিত্র বা জ্ঞাতির নিমিত্ত সর্ব্বস্বান্ত হয়, তথাপি তাহাকে কোন মতে পরিত্যাগ করে না। বন্ধুসহ একাত্মা। অতিথি সৎকারে বিলক্ষণ তৎপর। আগন্তুক পুত্রাপেক্ষা স্নেহের পাত্র—অপরিচিত হইলেও তাহাকে আত্মীয়বৎ ব্যবহার করে। কোন ক্রমেই অভ্যাগতকে ফিরাইয়া দেয় না, অতিথি যতদিন ইচ্ছা গ্রামে থাকিতে পারে। পরম শত্রু—এমন কি স্বজন বা স্বীয় সন্তানঘাতকও কোন বাটীমধ্যে প্রবেশ করিলে, সে অবধ্য; তাহাকে ভাল করিয়া রাখে, নিতান্ত অসহ্য হইলে আপন ভিটা ছাড়ে, তবু গৃহাগত হন্তারকের গায়ে হাত তুলে না। মর্ম্মান্তিক বেদনা জন্য কোথায় কোথায় আবার হত্যাকারী বাটীর বাহির হইলেই তাহাকে নষ্ট করা বৈধ। তাহাদের এরূপ সদ্ব্যবহার নিমিত্ত কখন কখন পরাজিত শত্রুদল শরণাপন্ন হইয়া ক্রমাগত অন্ন ধ্বংস করিতে থাকে, অবশেষে জেতারা ভূম্যাদি ফিরাইয়া দিয়া নিষ্কৃতি পান।

এ দিকে কন্ধেরা অতিশয় সুরাপ্রিয়। ক্রিয়া কর্ম্মে মাতাল না হইয়া ক্ষান্ত হয় না। রক্ষা, যে নেসা স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ। ইহারা কখন কখন ভয়ানক রাগে এবং দাদ্ তুলিতে খুব ভাল বাসে। সুহৃদ্ স্বজন ভিন্ন অপর সকলকে বৈরী বলিয়া দেখে, এবং উহাদিগের প্রতি অহিতাচরণ কোনক্রমেই দোষাবহ বোধ করে না।

ইহারা অতিশয় নৃত্য ও সঙ্গীত প্রিয়। পুরুষেরা যুদ্ধ ও মৃগয়ার অভিনয়ে যুদ্ধ ও মৃগয়োচিত বেশে সজ্জীভূত হইয়া কৃত্রিম রণে প্রবৃত্ত হয় ও কৃত্রিমপশু হনন করিয়া থাকে।

ইহাদের বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে স্ত্রীপুরুষের একত্রে নাচ দেখিতে অতি সুন্দর। কোথায় কোথায়, বিশেষতঃ বোড প্রদেশে ঐ সময়ে যুবক যুবতীর প্রণয় সঞ্চার এবং কখন কখন বা চোরা বিবাহ হয়।

ঐ স্থানে পুরুষেরা স্বয়ং আপনাদের জন্য কন্যা স্থির করিয়া তাহার পিতামাতাকে পণ দিয়া তাহাকে গ্রহণ করে। তাঁহারা সম্মত না হইলে উভয়ে পলাইয়া যায় এবং পরে তাহাদিগকে সম্মত করায়। কিন্তু অধিকাংশ স্থানে বিবাহের অন্য পদ্ধতি। ১০।১২ বৎসর বালকের বিবাহের প্রশস্তকাল। কন্যার অন্যূন ৪।৫ বৎসরের বড় হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বরকর্ত্তা কন্যার পিতাকে অর্থ দেন এবং পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বৌ দাসীরূপে শ্বশুরালয়ে থাকে। বিবাহের পদ্ধতি, বিচিত্র। বরযাত্রেরা খাদ্যসামগ্রী বিশেষতঃ মৌয়ের মদ লইয়া কন্যার ভবনে যায়। পুরোহিত ইহাদের অভ্যর্থনা করিয়া দেবতাকে কিঞ্চিৎ সুরা নিবেদন করিয়া পানপাত্র মোচড়াইয়া ভাঙ্গেন এবং তদ্দণ্ডে উভয় পক্ষীয় কর্ত্তারা হাতে হাত সংলগ্ন করিলেই, কর্ম্ম সিদ্ধ হইল, কহেন। পরে সকলে একত্রিত হইয়া সমস্ত রাত্রি আহার, পান ও নৃত্য করে। শেষ রাত্রে বর কন্যাকে হরিদ্রা মাখাইয়া উভয়ের মাতুল উভয়কে আপন আপন স্কন্ধে লইয়া নৃত্যকারীদের মধ্যে উপস্থিত হইলে, মহা কোলাহল হইতে থাকে। ঐ সময়ে মামাশ্বশুরেরা ভার বদল করিয়া পলায়ন করেন এবং তৎক্ষণাৎ ঐ দলস্থেরা ভিন্ন ভিন্ন থাক হইয়া মারামারি করিয়া থাকে। এবম্বিধ প্রথা ইহতেই কি বঙ্গের প্রচলিত প্রবাদ "ঘরের শত্রু হয় যে, বরযাত্র যায় সে" উৎপন্ন হয় নাই? পরে পুরোহিত সঙ্গে গিয়া মন্ত্রতন্ত্রদ্বারা ভাবী আপদ বিপদ কাটাইয়া দেন।

এখানে যদিও স্ত্রীকে এক প্রকারে ক্রয় করা হয়, কিন্তু তাহার স্বাধীনতা যায় না। স্ত্রী যখন ইচ্ছা পিতৃগৃহে আইসে, স্বামী কোন মতে তাহাকে বল পূর্ব্বক আনিতে অশক্ত। ব্যভিচার দোষ ভিন্ন পত্নী ত্যাগে অক্ষম। বন্ধ্যা হইলেও ভার্য্যার মত লইয়া অন্য দারা-গ্রহণ করিতে হয় এবং যে এরূপ করে, সে আবার নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

গর্ভাবস্থা বা সন্তানের নিতান্ত শৈশবাবস্থা ভিন্ন স্ত্রী যখন খুসী

পতিকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে। এরূপ করিয়া কোন স্ত্রীলোক স্ত্রীবিহীন কোন ব্যক্তির বাটী গিয়া উঠিলে তাহার তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা তাহার কাপুরুষত্ব প্রকাশ পায়। এদিকে পুরুষদের জ্ঞাতিবর্গের অপযশ ও কলঙ্ক হয় বলিয়া তাহারা বামার ভরণপোষণ করে। পঙুকোলের কন্ধ যোবারা জীবদ্দশায় ৪।৫ বার, কেহ কেহ বা ৮।১০ বার পত্যান্তর গ্রহণ করে। ইহা হইতে এক কালে বিরত থাকিতে কাহাকেও প্রায় দেখা যায় না। ইহাদের মধ্যে সতীত্ব ধর্ম্মের কতদূর আদর, ইহাতেই বিলক্ষণ প্রতীত হয়।

ইহারা বিবাহ কালে কন্যার পিতাকে ৭০।৮০ টাকা পণ দিয়া থাকে। কিন্তু বামা পতিত্যাগ করিলে ঐ টাকা ফেরত দিতে হয়। পিতা অশক্ত হইলে জ্ঞাতিবর্গ উহা দিতে বাধ্য। মেয়েরা যেরূপ স্বেচ্ছাচারিণী, তাহাতে জামাতার অর্থ তাহাকে প্রায়ই প্রতিদান করিতে হয়। আবার কোন্ সময়ে কন্যার দুর্ব্বুদ্ধিতে টাকা দিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই ও সময় সময় টাকা পাওয়া দুষ্কর, এমত স্থলে এমত কন্যারা স্বীয় জনক, আত্মীয়বর্গ ও গোষ্ঠীর দায় স্বরূপ হইয়া উঠে। রাজপুত কুমারীর বিবাহে রাজপুত পিতার অনেক দায়। উহাতে তাঁহার মান রক্ষা করা দুরূহ হইয়া উঠে। আর সমাজের অবস্থাগুণে ধর্ম্মরক্ষা অপেক্ষা মান রক্ষা সহস্র গুণে শ্রেয়। অতএব ধাত্রী বহির্ব্বাটী আসিয়া বংশে কোন কুমারীর জন্ম প্রচার করিলেই "দস্তর মাফিক্ কাম্ করো" এই সাঙ্কেতিক আজ্ঞা পায় এবং অবিলম্বে স্তনে অহিফেন লেপিয়া সদ্যোজাতকে লেহন করাইয়া বা গলাটিপিয়া তাহার প্রাণ নষ্ট করে !! * কন্ধেরাও অনেকটা ঐরূপ ভাবিয়া ঐরূপ কার্য্যের অনুকরণ করে। প্রথমতঃ কন্যা এত দায়, আর উহার জন্য এত পণ ও এত বিবাদ বিসম্বাদ হয় ইহা অসহ্য। এদিকে অপর বংশীয় কন্যা বিবাহ করিলে কন্যার পিতাকে ৭০।৮০ টাকার পরিবর্ত্তে ৪।৫ টাকা দিলেই যথেষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন কন্যার পরিবর্ত্তে দেশে অনেক পুত্র

* ইংরাজ শাসনে এখন এ প্রথার অনেক দমন হইয়াছে।

থাকিলে জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া মেয়ে জন্মাইবামাত্র কন্দেরা তাহাকে বনে নিক্ষেপ করিয়া আইসে।

কন্ধেরা মৃত্যু হইলে শবকে দাহ করে এবং ১০ম দিনে মৃতের স্মরণার্থ গ্রামস্থদিগকে ভোজ দেয়। প্রধান ব্যক্তি পরলোক যাত্রা করিলে ঢাক ঢোল কাঁসর বাজাইয়া গ্রামস্থ ও অপর দলপতিদিগকে আহ্বান করে এবং প্রকাণ্ড চিতা সাজাইয়া তথায় নিশান উড়াইয়া নিকটে একটী চাউলের বস্তার উপর মৃত ব্যক্তির অস্ত্র, বস্ত্র, তৈজসাদি রাখে। পরে সন্তান আসিয়া মুখাগ্নি করিলে, সকলে মিলিয়া ঐ পতাকা বেড়িয়া নৃত্য করিতে থাকে। ৯ দিন ঐ স্থলে প্রত্যহ নৃত্য এবং ১০ম দিনে ভোজ হইয়া তাঁহার সন্তান ঐ পদাভিষিক্ত হন। শেষে, দলপতিরা মৃত ব্যক্তির তৈজসাদি বিভাগ করিয়া লন।

জীবন-চরিত।

চৈতন্য।

(১৮৮ সংখ্যা—১৩৭ পৃষ্ঠার পর।)

যতদিন মানুষের স্বার্থ সাধনের প্রয়োজন থাকে, ততদিন তাঁহাকে কোন না কোনরূপে লোকের মুখাপেক্ষা করিয়া চলিতে হয়। চৈতন্য এককালে স্বার্থ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্ববিষয়ে স্বার্থশূন্য হইয়াছিলেন বলিয়াই, লোক বিরাগে উপেক্ষা করিয়া অভীষ্টসাধনে তাদৃশ সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি স্বার্থ বিসর্জ্জনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এই স্থলে তাহার একটী উদাহরণ গ্রহণ করা গেল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, চৈতন্য ন্যায় শাস্ত্রের এক খানি টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। একদা ঐ টীকা গ্রন্থখানি হস্তে করিয়া কোন কার্য্য উপলক্ষে স্থানান্তরে গমনোদ্দেশে নৌকারোহণে ভাগীরথী পার হইতে ছিলেন। অপর এক ব্রাহ্মণও পারার্থ ঐ নৌকায় উপস্থিত

ছিলেন। তিনি কথায় কথায় চৈতন্যের হস্তে কি গ্রন্থ, জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। চৈতন্য তাঁহার বিষণ্ণভাব বুঝিতে পারিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমিও একখানি গোতম সূত্রের টীকা প্রস্তুত করিয়াছি, এবং উহার দ্বারা খ্যাতি লাভ করিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রে আপনার যেরূপ ব্যুৎপত্তি প্রথিত আছে, আপনার টীকা প্রচলিত হইলে আর কাহারই গ্রন্থ আদরণীয় হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আমার সকল শ্রম বিফল হইল ভাবিয়াই বিষণ্ণ হইয়াছি।" চৈতন্য, ইহা শুনিয়া কক্ষস্থিত গ্রন্থ খানি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "আপনার গ্রন্থ আদরণীয় হইবার আর কোন বাধা রহিল না।" যে প্রতিষ্ঠা ঐহিক উন্নতি সাধনের প্রধান উপায়, তাহাকেও তিনি কুক্কুরের বিষ্ঠা বলিয়া উল্লেখ করিতেন। শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন হইয়াও অপরের সহিত বিচারে সততই পরাঙ্মুখ থাকিতেন। তাঁহার ছাত্রেরা অন্যান্য শাস্ত্র ব্যবসায়ীদিগের সহিত বিচার করিতেন, তিনি স্বতন্ত্র ভাবে তাহা শ্রবণ করিতেন; কখন কখন তাঁহাকে কেবল মাত্র মস্তকাদি সঞ্চালনে অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে দেখা যাইত। একবার শ্রীক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির সহিত স্বয়ং বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন, পরে তাহা বিবৃত হইবে।

যাহা হউক, তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে দৃঢ়ব্রত হইলে বহুসংখ্যক লোক তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পৃথিবীর গতিই এই, যিনি যিনি ধর্ম্ম কি অন্য গুরুতর বিষয়ে দেশ প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে এক পদ অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই বিরুদ্ধ-বাদিগণের দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছেন। সক্রেটিস, গ্যালিলিও, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, লুথর, রামমোহন রায়, প্রভৃতির কেহই ঐরূপ অত্যাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। চৈতন্যও নূতন ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া কেনই বা ঐ নিয়মের বহির্ভূত থাকিবেন? কতকগুলি বিপক্ষ

তাঁহার নিগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। তিনি যখন শ্রীবাসের গৃহে হরি সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, তখন কতক গুলি শক্তি উপাসক তাঁহাদিগকে বিরক্ত এবং তাঁহাদিগের একাগ্রতা ভঙ্গ করিবার জন্য গৃহ পার্শ্বে দলবদ্ধ হইয়া চীৎকার, বিকট হাস্য এবং শক্তি বিষয়ক গান করিত। এক দিন চপল গোপাল নামক কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য নিশীথ সময়ে শ্রীবাসের গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের দর্শন যোগ্য স্থলে সুরাপূর্ণ মৃৎপাত্র প্রভৃতি কতকগুলি শক্তি পূজোপযোগী সামগ্রী রাখিয়া আসিয়াছিলেন। সশিষ্য চৈতন্য তৎকাল প্রচলিত শক্তি উপাসনার প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। সুতরাং পর দিবস সেই সকল দ্রব্যাদি এক জন মেথর দ্বারা অপবিত্র স্থানে নিক্ষেপ করাইলেন। চপল গোপাল ইহার পর আর এক দিন চৈতন্যের এক-জন শিষ্যের প্রতি গুরুতর অত্যাচার করিয়াছিলেন।

তাঁহাদিগের দৃঢনিষ্ঠা দর্শনে এই সকল ঘটনার পর পাঁচ দিনের মধ্যে চপল গোপালের অনুতাপ উপস্থিত হইল। তিনি গলবস্ত্র হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে চৈতন্যের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। চৈতন্যও প্রশস্ত হৃদয়ে তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

এই অপরাধ মার্জ্জনা বিষয়ে একটী রমণীয় আখ্যান কথিত আছে, বোধ হয়, এস্থলে তাহার উল্লেখ অসঙ্গত হইবে না। চপল গোপাল নামটী স্বার্থক, চরিত্র গুণেই গোপাল 'চপল' বিশেষণ লাভ করিয়া ছিলেন। উক্ত গোপাল এবং দেবানন্দ নামক অপর এক ব্যক্তি এই উভয়েই চৈতন্যের সহাধ্যায়ী ছিলেন। একদিন দেবানন্দ কোন গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে তদন্তর্গত ভাব বিশেষে মোহিত হইয়া বিচেতন ভাবে ভূপতিত হইয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার 'দশা' হইয়া ছিল। গোপাল সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে বাটীর বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহার কিছু দিন পরে চপল গোপাল মহাব্যাধি-গ্রস্ত হইয়া চৈতন্যের শরণাগত হন। চৈতন্য তাঁহাকে দেবানন্দের

নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। দেবানন্দ তখন কাঁচড়া পাড়ার পূর্ব্ব উত্তর কোন বনে বাস করিয়া তপস্যাদি করিতে ছিলেন। সেই স্থানে গিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে গোপালের অপরাধ ভঞ্জন হইল, অর্থাৎ তিনি ব্যাধিমুক্ত হইলেন, দেবানন্দ দৈববলে গোপালকে সুস্থ করিলেন বলিয়া সকলের বিশ্বাস হওয়াতে তদবধি ঐ স্থান "অপরাধ ভঞ্জনের" কিম্বা "দেবানন্দের পাঠ" বলিয়া বিখ্যাত হইল। অদ্যাপি ঐ স্থলে স্ব স্ব অপরাধ ভঞ্জনার্থ বৎসর বৎসর বহু লোকের সমাগম হয়। এই উপলক্ষে প্রতি বৎসর শীতকালে তিন দিবস ব্যাপিয়া একটী মেলা হইয়া থাকে। ঐ বিজন প্রান্তর, ঐ তিন দিন অষ্টপ্রহর জনতা ও আনন্দ কোলাহলে পূর্ণ থাকে। প্রতি বৎসর ঐ স্থানে নানাদেশ হইতে অনেক লোক ও অনেক দ্রব্যাদি আসিয়া থাকে। বৈষ্ণব দুশ্চরিত্র পুরুষ, এবং স্ত্রীলোক এই তিন শ্রেণীস্থ লোকেরই অধিক সমাগম হয়। এতদ্ব্যতীত বড় বড় ঘরের অন্তঃপুরিকাগণের পালকীও, ঐ মেলায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, ঐ মেলায় গমন করিলে নিঃসন্দেহ সংবৎসরের কৃত অপরাধের ভঞ্জন হয়।

এইরূপে এক বৎসর অতীত হইলে চৈতন্য ও তাঁহার শিষ্যগণের কিঞ্চিৎ সাহস বৃদ্ধি হইল। গোপনে হরিনাম করিয়া আর তাঁহাদের তৃপ্তি হয় না। পূর্ব্বে যে সকল বাধাকে বাধা মনে করিয়া তাঁহাদের কিঞ্চিৎ ভয় হইত,এখন আর সে সকলকে বাধা বলিয়াই বোধ হয় না।"যে ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তিনি স্বীয় মনোমালিন্য দূর করিয়াছেন,যে ধর্ম্মের সুশীতল ছায়াতে তিনি তাপিত প্রাণ শীতল করিয়াছেন, যে ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া তিনি আনন্দ সাগরে ভাসমান হইতেছেন; ভ্রাতৃগণকেও সেই ধর্ম্মজনিত অতুল আনন্দের অংশ ভাগী না করিয়া কোন ক্রমেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না।" প্রকাশিত রূপে নবদ্বীপের সর্ব্বত্র হরিনাম প্রচার করিবার জন্য শিষ্যগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। যদিও তাঁহার সঙ্গিগণ, তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে প্রথমে

কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখন তাঁহার তীব্রতর প্রোৎসাহন বাক্যে সকলেই সাহসী হইয়া উঠিলেন; পরদিবস উষা কালে নগর কীর্ত্তনে বাহির হইবার সঙ্কল্প স্থির হইল।

পরদিন চৈতন্য সদলে শ্রীবাসের গৃহ হইতে নগর কীর্ত্তনে বহির্গত হইলেন। তাঁহাদিগের মৃদঙ্গ-তাল-সঙ্গত নামগানে নবদ্বীপ বাসিগণের প্রাভাতিক নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ক্রমে, তাঁহারা বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে নগর পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই নূতন ব্যাপার অবলোকনে সকলেই বিস্মিত হইলেন। অনন্তর নাগরিকগণ যখন জানিতে পারিলেন যে, চৈতন্য সকলকেই শক্তি উপাসনা ও স্ব স্ব জাতি গৌরব ত্যাগ করিয়া হরিনাম গ্রহণে আহ্বান করিতেছেন, তখন তাঁহারা বিদ্বেষানলে জ্বলিতে লাগিলেন। অনেকের মনে এইরূপ সংস্কার হইল, চৈতন্য হিন্দু ধর্ম্ম বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই ভাবিয়া সকলেই তাঁহার কার্য্যে ব্যাঘাত উপস্থিত করিবার জন্য বৈষ্ণব দলের সম্মুখীন হইল। বিশেষতঃ জগাই ও মাধাই নামক দুই মদোন্মত্ত ব্রাহ্মণ যুবা একবারে ক্রোধান্ধ হইয়া খোল করতাল ভাঙ্গিয়া বৈষ্ণবদিগকে প্রহার আরম্ভ করিল। গোময় পাত্রের খর্পরাঘাতে চৈতন্যের প্রিয়সঙ্গী নিত্যানন্দের মস্তক বিদীর্ণ করিল। এই ব্যাপার অবলোকনে চৈতন্য ক্রোধে অধীর হইয়া জগাই মাধাইয়ের মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইলেন। ইহা দেখিয়া নিত্যানন্দ তাদৃশ যন্ত্রণাযুক্ত হইয়াও বিনীত স্বরে কহিলেন, "জগাই মেরেছে আমায় কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না।" "প্রভো, জগাই মাধাইকে ক্ষমা কর, শিরশ্ছেদনের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে হরিনাম সুধা পান করাও।" নিতাইয়ের এই কথা শুনিয়াই চৈতন্য শান্ত হইলেন।

চৈতন্যের এই ক্রোধোদয়ের উল্লেখ করিয়া অনেকে দুঃখ প্রকাশ করেন। তাঁহাদিগের বিবেচনায় এতাদৃশ ক্রোধ তাদৃশ চরিত্রের অনুপযুক্ত। কিন্তু বিবেচনা করিতে হইবে যে, তিনি কিছু মাত্র

অস্বাভাবিক কার্য্য করেন নাই; বরং বীরপুরুষের, মনস্বী পুরুষের কর্ত্তব্য কার্য্যই করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি যখন পরের জন্য তাদৃশ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন সেই ক্রোধে তাঁহার লঘুতা প্রকাশ হয় নাই। চৈতন্য রাগিয়াছিলেন বলিয়া যাঁহারা তাঁহাকে দোষী করেন, তিনি যদি প্রাণপ্রিয় নিত্যানন্দকে আহত দেখিয়াও উদাসীন থাকিতেন, হয়ত তাঁহারাই আবার তাঁহাকে কা পুরুষ বলিয়া নিন্দা করিতেন। তবে চৈতন্যের কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু দুর্ব্বলতা ছিল, স্থানে স্থানে প্রকাশিত হইয়াছে। মস্তকাহত নিত্যানন্দের প্রাগুক্ত বচন এবং হত্যাকারী নরাধম য়িহুদিগণের প্রতি ক্রুশে বিদ্ধ যিশুখ্রীষ্টের "পিতঃ, তোমার অবোধ সন্তানদিগকে ক্ষমা কর; কারণ ইহারা যে কি করিতেছে জানে না।" এই বাক্য অস্বাভাবিক এবং অসাধারণ অভ্যাসের ফল। এরূপ জিতেন্দ্রিয়তার উদাহরণ পৃথিবীতে দুর্লভ।

চৈতন্যের সঙ্গী ও শিষ্যগণের মধ্যে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত এই দুই ব্যক্তি সমধিক বিখ্যাত। বৈষ্ণব সম্প্রদায়, প্রায় চৈতন্যের ন্যায়ই এই দুই ব্যক্তিকে ভক্তি করিয়া থাকেন। অতএব এই দুই ব্যক্তির কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত এই স্থলেই লেখা উচিত।

জনশ্রুতি এইরূপ, নিত্যানন্দ কাটোয়ার উত্তর পশ্চিম বীরভূম জিলার মধ্যবর্ত্তী একচাকা গ্রামে হাড়াই পণ্ডিতের ঔরসে এবং পদ্মাবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া পিতার সঙ্গে খড়দহে গিয়া বাস করেন এবং কিছু দিন পরে নবদ্বীপে গিয়া চৈতন্যের সহিত মিলিত হন। কেহ বলেন ইনি কৌমার ব্রহ্মচারী। কেহ বলেন ইনি স্ত্রীকে দত্তক লইবার অনুমতি দিয়া সন্ন্যাসী হন এবং গৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করেন। অদ্যাপি খড়দহের অনেকে, আপনাদিগকে নিত্যানন্দের বংশ বলিয়া পরিচয় দেন।

অদ্বৈত গৌরাঙ্গের জন্মের কিছু দিন পূর্ব্বে শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া

শান্তিপুরে বাস করেন। পরে নবদ্বীপে গিয়া চৈতন্যের সহিত মিলিত হন। ইনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। অদ্যাপি শান্তিপুরে ইঁহার বৃহৎ বংশ আছে। কি আশ্চর্য্য! বৈদিক, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই তিন শ্রেণীর তিন জন ব্রাহ্মণ ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারার্থ এক সময়ে এক স্থানে মিলিত হইয়াছিলেন।

যে জগাই মাধাই বৈষ্ণবদিগের ঘোর বিপক্ষ হইয়াছিলেন, অচিরকালমধ্যে তাঁহারা অনুতাপিত হৃদয়ে চৈতন্যের শরণাপন্ন হইলেন। চৈতন্যও তাঁহাদের অপরাধ বিস্মৃত হইয়া তাঁহাদিগকে স্বদলভুক্ত করিয়া লইলেন।

ইহার কিছু দিন পরে নবদ্বীপের তৎকালীন মুসলমান বিচারপতি কাজী, শাক্তগণের প্রার্থনানুসারে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণবদিগের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করেন। কিন্তু ঘটনার চক্র কেমন আশ্চর্য্য, কিছু দিনের মধ্যে কাজী কোনরূপ ভয়ানক দুঃস্বপ্ন সন্দর্শনে ভীত হইয়া চৈতন্যের আশ্রয়ে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। চৈতন্যও তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া আপনার সপক্ষ করিয়া তুলিলেন।

এখন যে বিপক্ষ, ক্ষণেক পরে সেই সপক্ষ; অদ্য যে বিদ্রোহী, কল্য সেই আবার শরণাগত। এইরূপ দেখিয়া অনেকেরই অন্তঃকরণে এককালে ভয় ও ভক্তির উদয় হইল। নবদ্বীপের অধিকাংশই চৈতন্যের নিকট হরিনাম গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হইলেন। এই সময় হইতেই দুই এক জন করিয়া তাঁহাকে অবতার বলিতে আরম্ভ করিল। তাঁহাকে অবতার বলিবার অনেক কারণ ছিল। তিনি যে সাধারণ্যে ভগবান কৃষ্ণের অবতার বলিয়া পরিচিত হইবেন, তাঁহার জীবনের সঙ্গেই সকলের অজ্ঞাতসারে তাহার কতকগুলি আয়োজন হইয়া আসিতেছিল। সেই গুলি সকলেরই জানা আবশ্যক।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাচারের সহিত চৈতন্যের বাল্যাচারের সাদৃশ্য,

স্ত্রীর নাম লক্ষী, ইত্যাদি দর্শনেই লোকের মন, তাঁহাকে অবতার বলিতে একরূপ প্রস্তুত হইয়াছিল। পরে যখন দ্বিতীয়া পত্নীর নামও বিষ্ণু প্রিয়া এবং ঐ পত্নীর পিতার নাম সনাতন এই কাকতালীয় ঘটনা সংঘটিত হইল, তখন জনগণের ঐ সংস্কার একেবারে বদ্ধমূল হইয়া গেল। এতদ্ব্যতীত গভীর বিদ্যা, অসাধারণ ধর্ম্মভাব, তেজস্বিনী বক্তৃতা শক্তি সাধারণের মোহ জন্মাইবার প্রবলতর কারণ ছিল। অতএব আপনাদিগের মনের অনুকূলে উপর্য্যুপরি এতাদৃশ ঘটনা সকল সন্দর্শনে প্রায় চারিশত বর্ষ পূর্ব্বকার বাঙ্গালীরা যে, চৈতন্যকে অবতার মনে করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে।

অতঃপর চৈতন্য স্বদেশে আপনাকে কৃতকার্য্য দেখিয়া বিদেশ প্রচারে অভিলাষী হইলেন। তিনি প্রচার সম্বন্ধে দৃঢ়রূপে এই যুক্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, যে পরিমাণে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও আত্ম বঞ্চনায় সমর্থ হইবেন, সেই পরিমাণেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তিনি আজীবন যত কার্য্য করিয়াছেন, সকলের উপরেই এই যুক্তির ছায়া দৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং তিনি সংসার ও সুখ-ভোগ বিসর্জ্জন করিয়া সন্ন্যাসী বেশে বহির্গত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিলেন প্রকাশিতরূপে বাহির হইবার যো নাই; স্নেহময়ী জননী অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ বালককালে অনুদ্দেশ হইয়াছিলেন এবং আটটী কন্যার একটীও বর্ত্তমান ছিল না, এই জন্য তিনি যার পর নাই কাতরা ছিলেন। আবার চৈতন্যের ভাব দেখিয়া, পাছে জ্যেষ্ঠপুত্রের ন্যায় তিনিও তাঁহাকে ফাঁকি দেন, তাঁহার এইরূপ সংশয় হইয়াছিল। এই জন্য চৈতন্যকে "স্তন্যপায়ী শিশুর ন্যায় আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিয়া রজনী যাপন করিতেন।" চৈতন্য মাতার জ্ঞাতসারে পলায়ন করা দুঃসাধ্য ভাবিয়া সঙ্গিগণের সহিত একদিন এইরূপ পরামর্শ করিলেন যে, তিনি তাহাদের সঙ্কেতানুসারে সেই দিন নিশীথ রজনীতে গৃহ বহির্গত হইবেন। তদনুসারে সেই দিন

গভীর রজনীতে জননীকে নিদ্রাভিভূতা দেখিয়া সঙ্গিগণের সাঙ্কেতিক বংশীধ্বনি শ্রবণে গৃহ বহির্গত হইয়া কাটোয়াভিমুখে গমন করিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স চব্বিশ বৎসর হইয়াছিল।

রজনী প্রভাতে চৈতন্যকে পার্শ্বে না দেখিয়া শচী দেবী শিরে করাঘাত এবং আর্ত্তনাদ সহকারে রোদন করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও পতিবিরহে অধীরা হইলেন। চৈতন্যর সদ্‌গুণে সকলেই বশীভূত হইয়াছিলেন, সুতরাং এই ব্যাপারে প্রতিবাসী ও গ্রামবাসী অনেকেই হাহাকার করিতে লাগিলেন। অধিক কি! ইহা তৎকালে বঙ্গদেশের এক সাধারণ শোচনীয় ঘটনা মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। চৈতন্য বংশীরব শুনিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপি একপুত্রা বঙ্গবাসিনীগণ সন্ধ্যার পর বংশীধ্বনি শুনিলে সে রাত্রিতে জল গ্রহণ করেন না, উপবাসিনী থাকেন। এই জন্য এ দেশে প্রথম রাত্রিতে বাঁশী বাজান নিষিদ্ধ হইয়াছে। যাহাহউক শচদেবী ও বিষ্ণু প্রিয়া, বিশেষ যত্ন সহকারে চৈতন্যের অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। (ক্রমশঃ।)

দুঃখিনী আমার।

(এই চিত্র, বঙ্গীয় পল্লির অবস্থা, দেশীয় বিবাহ প্রণালী, এবং বঙ্গ বিধবার অপার দুঃখের কথঞ্চিৎ দর্পণ স্বরূপ।)

জীবন তটিনীতটে, কে বল বসিয়া,
গণিয়াছে চির দিন, সুখের তরঙ্গ,
কার হিয়া চিরকাল, রয়েছে অভঙ্গ,
কে না বল কাঁদিয়াছে, দুঃখেতে মজিয়া? ১।
হৃদয় কুসুমে কার, শোভে এ কানন?
শোক কি দুঃখের কীট, পশেনি যাহাতে।

পড়েনি একটী দাগ, দশন আঘাতে ?
নিরাশার তাপে নহে, মলিন কখন ।২।

শোক দুঃখে বন্ধুর এ সুখের সংসার,
এক পদ সুখে পড়ে, দুঃখেতে অপর,
লঙ্ঘিলে দুঃখের গিরি, সুখ তারপর,
অস্তে যায় দিন মণি, উঠে পুনর্ব্বার । ৩ ।

তবে কেন বল অই দুঃখিনী আমার,
বলিতে যাহার কথা, ফাটিতেছে বুক,
পরাণে আঘাত লাগি বাড়িতেছে দুখ,
ডুবিল দুঃখের হ্রদে, উঠিল না আর ? ৪ ।

তুফানে সাগরে তরি, হয় দিক হারা,
ভীষণ আঁধার করে, একেবারে গ্রাস ।
কিন্তু নিরমল হয়, আবার আকাশ ।
দেখায় হাসিয়া দিক্, পুন ধ্রুবতারা । ৫ ।

জীবন আকাশে তবে দুঃখিনীর মম,
চির ঘন মেঘ কেন করিছে বিহার,
বিষম তুফান সহ, ভীষণ আঁধার ;
কিছু না দেখায় দিক্, ধ্রুব তারাসম । ৬ ।

নগর নগরী ছাড়ি, দূর দেশান্তরে,
দয়া যদি থাকে দেহে, বঙ্গের সন্তান,
নারী কি পুরুষ হও, মূর্খ কি বিদ্বান্,
কাতর হৃদয়ে এস, করুণ অন্তরে । ৭ ।

দেখ হেথা বসুমতী, শ্যামল কণ্ঠেতে,
নাই সে সৌধের হার, বিপণির মালা,
নিশাতে দীপক রাজি, পরম উজলা ।
নিরন্তর মৌনা যেন, মরম দুঃখেতে । ৮ ।

গহন কানন বাসে ঢাকিয়া বদন,
আপন মনের খেদে, আপনি মজিয়া,
থেকে থেকে যেন কভু, সহে না বলিয়া,
বিহগ কাকলী ছলে, করিছে রোদন। ৯।

কালের তরঙ্গ পানে, রয়েছে চাহিয়া,
কবে আসি দুরভিক্ষ, বিষম শমন,
মহামারি ঘোরতর, করিবে দলন,
নানা ভয়ে, কান্তিহীন, ভাবিয়া ভাবিয়া। ১০।

তৃণের কুটীর ভগ্ন বহু দূরে দূরে;
দীনতার কালিময় দাগের সমান,
দুঃখময় করিয়াছে, বনময় স্থান,
সামান্য বায়ুর ভরে কাঁপে থরথরে। ১১।

জ্ঞান কি বিদ্যার জ্যোতিঃ আসিয়া কখন,
করে নাই, করিবে না, বহু কালে আর,
আলোকিত এইস্থান, বিনাশি আঁধার।
অজ্ঞাত স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীনতা ধন। ১২।

ধর্ম্মাধর্ম্ম হিতাহিত, করেনা বিচার,
জীবন স্বপন করে, ঘুমিয়া যাপন।
সংস্কারের অনুসারী, পশুর মতন।
বিষম দারিদ্রে মুখ, মলিন সবার। ১৩।

ধার্ম্মিক করেনা হেথা, ধরম প্রচার,
ফেরেনা এদিকে ভুলে, ধনীর নয়ন,
শুনে না এদের কান্না, রাজার শ্রবণ,
দেশ হিতকারী পক্ষে, এরাজ্য আঁধার। ১৪।

ভগন কুটীরে এই, দীন অনাথিনী,
কাঁদিছে, ভাসিছে হায়! দুঃখের সাগরে

জনমের দিন হতে, চিরকাল তরে।
দুঃখের প্রতিমা, এই, চির অভাগিনী। ১৫।

জনমের দিন হতে, অশেষ দুঃখেতে,
অষ্টাদশ মাস মাত্র, ধরিলে জীবন,
উদরের দায়ে পিতা, লয়ে কিছু পণ,
করিলেন গৌরীদান, শাস্ত্র বিধিমতে। ১৬।

অপার অনন্ত দুঃখ, এই দিন হতে,
বাড়ায়ে নির্দয় কর, লইল ছিড়িয়া,
অঙ্কুরিত কলিকাটী, নির্ভয়ে আসিয়া
ভাসাইতে বিষাদের অনন্ত জলেতে। ১৭।

জীবন সম্বল কিছু, যাহা ছিল ঘরে,
ঋণ করি আর কিছু, দান করি পণ,
চিতার নিকটবর্ত্তী বৃদ্ধ একজন,
নিল সেই গৌরীদান বংশরক্ষা তরে। ১৮।

কিছুকাল করি কষ্টে, জীবন ধারণ,
ভাসাইয়া শিশুভার্য্যা জীবনের তরে,
অকূল সাগর জলে, অজ্ঞান গোচরে,
মৃত্যুর করাল কোলে, করিলা শয়ন। ১৯।

বৃদ্ধ পিতা মাতা হায়! অচির কালেতে,
নিবাইতে মর্ম্মভেদী, শোকের দাহন,
মৃত্যুর অনন্ত গর্ভে হইলা মগন।
না জানিল, অভাগিনী, শৈশব ঘুমেতে। ২০।

না জানিল আহা! শিশু ভাসিল পাথারে,
পঞ্চ বর্ষ না হইতে, জীবনের শেষ,
পঞ্চ পদ না হাঁটিতে, জীবনের দেশ
পতি, পিতা, মাতা, ধন, ডুবিল আঁধারে। ২১।

স্বপনের খেলা সব, আকাশে মিশিল।
কোয়াসায় আচ্ছাদিত, পল্লিরেখা প্রায়,
চিন্তার নয়নে ভাসে, এবে কভু হায়!
অস্পষ্ট ; এ দুঃখ হ্রদে যেরূপে মজিল। ২২ ।

অসহায় শিশু, এই ভগন কুটীরে,
পিতা মাতা হীন, দগ্ধ বৈধব্য অনলে,
প্রতিবেশবাসী আসি, শাস্ত্র বিধি ছলে,
শৈশবে যোগিনী, এক, সাজাল অচিরে। ২৩ ।

অবোধ সরল শিশু, যদিও তখন,
জানে না শোকের মর্ম্ম, বোঝে না এ সব,
ক্ষুধা কি পিপাসা বিনা, নাহি অনুভব,
তথাপি এমন দৃশ্য, ভীম দরশন। ২৪ ।

যাহার হইল দয়া, হেরি শিশুমুখ,
দিনান্তে আহার কিছু দিল সেইজন।
বিধির অপূর্ব্ব বিধি, গেল না জীবন।
জীবনের সহ কিন্তু বাড়িল না সুখ। ২৫ ।

দুঃখের উপরে দুঃখ, আসিল সাজিয়া,
বিষম যৌবনে যবে, হৈল পদার্পণ,
শৈশব হইতে তাহা, হইল ভীষণ।
দুরন্ত পাপীর দল, উঠিল, নাচিয়া। ২৬ ।

পবিত্র সতীর মুখ, সংসার ভিতরে,
এক মাত্র স্বর্গদ্বার, স্বর্গের সোপান,
কিন্তু সেই পুণ্য ছায়া পাষাণ সমান,
পাপীর কঠোর চিত্তে, কভু নাহি পড়ে। ২৭ ।

অসহায় আর, এই রমণী রতন।
পাপীদের দুরাচারে, হায় দিন দিন

হইল মলিন মুখ, দ্বিগুণ মলিন।
এসেছে বিজনে, আজ ত্যজিতে জীবন। ২৮ ।

শেষ দিন গণি আজ, জনম দুঃখিনী,
এ জীবন তরে হায়! জীবন দাতারে,
খুলিয়া চিত্তের দ্বার, এই শেষ বারে,
বলিতে দাঁড়ায়ে, অই, দুঃখের কাহিনী। ২৯ ।

মুদিত যুগল আঁখি; অশ্রু দরদরে,
যুগল গণ্ডেতে, দুটী প্রবাহিনী প্রায়,
ভাসাইয়ে কণ্ঠদেশ, বক্ষতল হায়!
তৃণাবৃত বন বক্ষ, ভাসাইছে ঝরে। ৩০ ।

নির্ব্বাক্ মলিন মুখ, তরঙ্গিত বুক,
রেখেছে সম্মুখ ভাগে যুড়ি দুটী কর।
উন্মুক্ত কেশের রাশি, পৃষ্ঠের উপর।
দুঃখের জীবন যার, এই তার সুখ। ৩১ ।

শত শত নারী হেন, পাপের আগুণে,
পতঙ্গীর প্রায়, দেহ দিতেছে সঁপিয়া,
কে লয় তাদের তত্ত্ব, কে দেখে চাহিয়া?
সুপবিত্র থাকে কেহ, আপনার গুণে। ৩২ ।

অসহায় এই নারী, জনম দুঃখিনী,
পাপের সাগরে দিলে, জীবন ঢালিয়া,
দেখিত না কোন জন, বারেক চাহিয়া,
দুরন্ত পাপের সহ, যুঝি একাকিনী। ৩৩ ।

জানে না জীবন নাশ, পাপ ঘোরতর,
করিয়াছে আজ তায়, শেষের আশ্রয়।
কেমনে জানিবে এরা, এ সব বিষয়,
চিরদিন বাস করি, আঁধার ভিতর। ৩৪ ।

হায়! হায়! দেশাচার, নিরদয় তুমি!
দেখরে চাহিয়া, আজ, কি দশা ঘটিল,
বিধবার প্রাণদীপ, নিভৃতে নিবিল।
পাপের আন্ধারে ঢাকি এ ভারত ভূমি!! ৩৫ ।

বারাণসী।

(১৮৮ সংখ্যা ১৫৮ পৃষ্ঠার পর)

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে বারাণসী স্মরণাতীত কাল হইতে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ইহা বরাবর হিন্দুরাজাদিগের শাসনে ছিল। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী ইহা জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা পুনরায় স্বাধীন হয়। ১৫২৯ অব্দে মোগল সম্রাট্ বাবর ইহা পুনরায় জয় করিয়া আপনার সাম্রাজ্য ভুক্ত করেন। হিন্দুদ্বেষী সম্রাট্ অরেংজীব উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কালাপাহাড়, তিনি যে কত দেবমূর্ত্তি ও দেবমন্দির ভগ্ন করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। বারাণসী হিন্দুদিগের একটী প্রধান তীর্থ, এজন্য ইহার উপর তাঁহার বিশেষ আক্রোশ পতিত হইয়াছিল। তিনি প্রধান প্রধান দেবালয় গুলি মুসলমান মসজিদে পরিবর্ত্তিত করেন, বারাণসীর নাম মহম্মদাবাদ রাখেন, এবং হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা ও বিলোপের জন্য নানা উপায়ে চেষ্টা পান। বেণীমাধবের ধ্বজা বলিয়া যে বারাণসীর প্রধান কীর্ত্তি রহিয়াছে, তাহা পূর্ব্বে হিন্দু মন্দির ছিল, পরে মুসলমানদিগের অধিকৃত হয়। ইহার স্তম্ভ উচ্চে ৯৮ হস্ত। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব উজীর মোগল সম্রাটের অধিকার হইতে বারাণসী বিচ্ছিন্ন করিয়া লন, পরে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে এক সন্ধি দ্বারা ইহা ইংরাজদিগকে প্রদান করেন। বারাণসীর যিনি হিন্দু রাজা ছিলেন, ইনি এই সময় ইংরাজ দিগের অধীনস্থ করদ রাজা বা জমীদার বলিয়া গণ্য হন। তিনি ২২॥ সাড়ে বাইস লক্ষ টাকা বার্ষিক কর কোম্পানিকে দিবেন এই নিয়ম ধার্য্য হয়।

চৈৎসিং এই সময়ে কাশীর রাজা ছিলেন। ভারতের প্রথম গবর্ণর জেনারল ওয়ারেন হেষ্টিংস যে প্রকারে হউক রাজকোষের উন্নতি সাধনে ব্যস্ত ছিলেন; তিনি নির্দ্দিষ্ট কর অপেক্ষা অধিক পরিমাণে অর্থ প্রদানের জন্য তাঁহাকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। রাজা বারবার তাঁহার ইচ্ছানুরূপ অর্থ প্রদান করিলেন, কিন্তু শেষে তাঁহার অত্যধিক পীড়নে অর্থদানে আপনার অক্ষমতা জানাইলেন। হেষ্টিংস ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং বারাণসীতে আসিলেন এবং রাজাকে কয়েদ করিলেন। ইহাতে স্থানীয় লোকে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, ইংরেজ পক্ষীয় সেনাদিগকে হত্যা করিল এবং হেষ্টিংসকে বন্দীর ন্যায় ঘেরিয়া ফেলিল। এই অবসরে রাজা পলায়ন করিলেন। হেষ্টিংস অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থাতেও বিলক্ষণ সাহস ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া অবশেষে চুনার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চারিদিক্ হইতে ইংরাজ সৈন্য সমবেত হইল। রাজার ২০ সহস্র সৈন্য তাহাদিগের নিকট পরাভূত হইল। চৈৎ সিং গোয়ালিয়রে গিয়া আরও ২৯ বৎসর জীবিত ছিলেন। ইংরাজেরা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে রাজা করিলেন। এই বংশ অদ্যাপি রাজোপাধি ধারণপূর্ব্বক কাশীবাসীদিগের নিকট রাজ সম্মান লাভ করিতেছেন।

নগদ টাকা নোট ও কোম্পানির কাগজ।

মনুষ্যের জীবন ধারণ ও সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য অভাব যে কত, তাহার সংখ্যা করিয়া উঠিতে পারা যায় না। সুখ সচ্ছন্দের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি শুদ্ধ জীবন ধারণোপায়ের চিন্তা করা যায়, তথাপি আমরা দেখিতে পাইব যে এই অভাবরাশি সংখ্যাতীত। সুতরাং এই অগণ্য অভাবরাশি মোচনের জন্য অগণ্য দ্রব্য সামগ্রী আবশ্যক। ইহাদের মধ্যে দুই একটী ব্যতীত আর সকল গুলিই পরিশ্রম

সাপেক্ষ—বিনা পরিশ্রমে উৎপন্ন বা লব্ধ হয় না। যে ব্যক্তি অতি দরিদ্র তাহারও শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য আহারীয়, পানীয়, পরিধেয় ও ঔষধের প্রয়োজন। সমাজের শৈশবাবস্থায় প্রতি গৃহস্থ এই সকল অভাব আপনার চেষ্টায় মোচন করে। তাহার ক্ষেত্রজাত শস্য ও তুলায় তাহার আহারীয় ও পরিধেয় প্রস্তুত হয়, স্বকপোল-কল্পিত ঔষধে তাহার রোগ শান্তি হয়। ক্রমশঃ যত সমাজ উন্নত হইতে থাকে,ততই তাহাকে অপরের পরিশ্রমের উপরে নির্ভর করিতে হয়। পূর্ব্বে সে যে পরিমাণে পরিশ্রম করিত, তখনও তাহাকে সেই পরিমাণেই পরিশ্রম করিতে হয়, অথচ অপরের পরিশ্রম জাত দ্রব্য ব্যতীত তাহার জীবন যাত্রা সচ্ছন্দে অতিবাহিত হয় না। ইহার কারণ দুইটী। প্রথমতঃ, সমাজের উন্নতির সহিত তাহার অভাব বৃদ্ধি হয়। অসভ্যাবস্থায় মনুষ্যের অভাব স্বল্পই; পরে যত তাহার সভ্যতা বৃদ্ধি হইতে থাকে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার অভাবরাশিরও বৃদ্ধি হয়। সুতরাং এই নূতন অবস্থায় সে আপনার যত্ন ও চেষ্টায় সকল অভাব মোচন করিতে সক্ষম হয় না। দ্বিতীয়তঃ, এক জন মনুষ্য পাঁচ বিষয়ে সমান দক্ষ হইতে পারে না। কৃষি ও শস্যোৎপাদনে যেমন নৈপুণ্য দেখাইতে পারে, সূত্রধারের কার্য্যে সেরূপ নৈপুণ্য দেখাইতে পারে না। সুতরাং তাহার গৃহের দ্বার কিম্বা কবাট নির্ম্মাণ করিতে হইলে সে আপনি সেই কাজ না করিয়া যদি একজন সূত্রধারকে নিযুক্ত করে, এবং ঐ কবাট নির্ম্মাণ করিতে তাহার যে সময় লাগিত সেই সময় যদি সে শস্যোৎপাদনে ক্ষেপণ করে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার লাভের সম্ভাবনা রহিল, কারণ যে কার্য্য যত দক্ষতার সহিত নিষ্পন্ন করিতে পারা যায়, তাহাতে ততই লাভের সম্ভাবনা। কৃষক সূত্রধারের কার্য্যে নিপুণ নহে, অতএব কবাট নির্ম্মাণ করিতে হইলে সে আপনি না করিয়া যদি একজন সূত্রধারকে ডাকিয়া প্রস্তুত করায়, এবং আপনি শস্যোৎপাদনেই নিযুক্ত থাকে তাহা হইলে সে সুবুদ্ধির কাজ করিল। মনুষ্য ক্রমে যত এই জ্ঞান

লাভ করিতে থাকে, তত সে বহু কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যে কার্য্যে সে বিশেষ নিপুণ, তাহাতেই মনোনিবেশ করে। এইরূপে ক্রমশঃ অপরের পরিশ্রমোৎপন্ন দ্রব্য ব্যতীত সে সচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে কোন ক্রমেই সক্ষম হয় না। কিন্তু এরূপ পরপ্রত্যাশাপন্নতা দোষাকর নহে, কারণ দেখা গেল যে এতদ্দ্বারা মনুষ্যের সুখ ও অর্থ বৃদ্ধি হয় বলিয়াই ইহা প্রচলিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আর কি কি শুভ ফল ইহার দ্বারা উৎপন্ন হয়, এতদ্বিষয়ক বিচার এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

উল্লিখিত হইল যে পরের পরিশ্রম বিনা আমাদের জীবন যাত্রা সুখে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, কিন্তু লাভের সম্ভাবনা না থাকিলে মনুষ্য পরের জন্য কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহে। কৃষকের কুটীরে যখন কবাট আবশ্যক, তখন তাহার উচিত যে একজন সূত্রধারকে সে নিযুক্ত করে। কিন্তু সূত্রধার যদি কৃষকের জন্য সময় ক্ষেপণ করে, তাহাহইলে তাহার উদর পূর্ত্তির উপায় রহিল না, কারণ তাহার আহারীয় শস্যের সংস্থান না করিয়া সে কৃষকের কবাট নির্ম্মাণে সময় নষ্ট করিতেছে। অতএব কৃষক স্বহস্তে কবাট নির্ম্মাণ করিলে যে সময় অতিবাহিত করিত, সেই সময়ের মধ্যে সে যে শস্যোৎপাদন করিল, তাহার কিয়দংশ সূত্রধারকে দেওয়া আবশ্যক, নচেৎ সূত্রধার তাহার ব্যবহারের জন্য কখনই কবাট প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত হইবে না। তদ্রূপ কৃষকের যখন জুতা আবশ্যক হইবে, তখন সে চর্ম্মকারকে কিঞ্চিৎ শস্য দিয়া তাহার দ্বারা আপনার ব্যবহারের জন্য জুতা প্রস্তুত করাইয়া লইবে। আবার চর্ম্মকারের যখন কবাটের আবশ্যক হইবে, তখন সে আপনার প্রস্তুত জুতার বিনিময়ে সূত্রধারের নিকট হইতে কবাট প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে শ্রমজীবী মাত্রেই স্বহস্ত প্রস্তুত দ্রব্যের বিনিময়ে তাহার যাবতীয় অভাব মোচন করিবে। যাঁহারা মানসিক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, যথা চিকিৎসক, শিক্ষক, আইনব্যবসায়ী ইত্যাদি, তাঁহারাও এই

সাপেক্ষ—বিনা পরিশ্রমে উৎপন্ন বা লব্ধ হয় না। যে ব্যক্তি অতি দরিদ্র তাহারও শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য আহারীয়, পানীয়, পরিধেয় ও ঔষধের প্রয়োজন। সমাজের শৈশবাবস্থায় প্রতি গৃহস্থ এই সকল অভাব আপনার চেষ্টায় মোচন করে। তাহার ক্ষেত্রজাত শস্য ও তুলায় তাহার আহারীয় ও পরিধেয় প্রস্তুত হয়, স্বকপোল-কল্পিত ঔষধে তাহার রোগ শান্তি হয়। ক্রমশঃ যত সমাজ উন্নত হইতে থাকে,ততই তাহাকে অপরের পরিশ্রমের উপরে নির্ভর করিতে হয়। পূর্ব্বে সে যে পরিমাণে পরিশ্রম করিত, তখনও তাহাকে সেই পরিমাণেই পরিশ্রম করিতে হয়, অথচ অপরের পরিশ্রম জাত দ্রব্য ব্যতীত তাহার জীবন যাত্রা সচ্ছন্দে অতিবাহিত হয় না। ইহার কারণ দুইটী। প্রথমতঃ, সমাজের উন্নতির সহিত তাহার অভাব বৃদ্ধি হয়। অসভ্যাবস্থায় মনুষ্যের অভাব স্বল্পই; পরে যত তাহার সভ্যতা বৃদ্ধি হইতে থাকে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার অভাবরাশিরও বৃদ্ধি হয়। সুতরাং এই নূতন অবস্থায় সে আপনার যত্ন ও চেষ্টায় সকল অভাব মোচন করিতে সক্ষম হয় না। দ্বিতীয়তঃ, এক জন মনুষ্য পাঁচ বিষয়ে সমান দক্ষ হইতে পারে না। কৃষি ও শস্যোৎপাদনে যেমন নৈপুণ্য দেখাইতে পারে, সূত্রধারের কার্য্যে সেরূপ নৈপুণ্য দেখাইতে পারে না। সুতরাং তাহার গৃহের দ্বার কিম্বা কবাট নির্ম্মাণ করিতে হইলে সে আপনি সেই কাজ না করিয়া যদি একজন সূত্রধারকে নিযুক্ত করে, এবং ঐ কবাট নির্ম্মাণ করিতে তাহার যে সময় লাগিত সেই সময় যদি সে শস্যোৎপাদনে ক্ষেপণ করে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার লাভের সম্ভাবনা রহিল, কারণ যে কার্য্য যত দক্ষতার সহিত নিষ্পন্ন করিতে পারা যায়, তাহাতে ততই লাভের সম্ভাবনা। কৃষক সূত্রধারের কার্য্যে নিপুণ নহে, অতএব কবাট নির্ম্মাণ করিতে হইলে সে আপনি না করিয়া যদি একজন সূত্রধারকে ডাকিয়া প্রস্তুত করায়, এবং আপনি শস্যোৎপাদনেই নিযুক্ত থাকে তাহা হইলে সে সুবুদ্ধির কাজ করিল। মনুষ্য ক্রমে যত এই জ্ঞান

লাভ করিতে থাকে, তত সে বহু কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যে কার্য্যে সে বিশেষ নিপুণ, তাহাতেই মনোনিবেশ করে। এইরূপে ক্রমশঃ অপরের পরিশ্রমোৎপন্ন দ্রব্য ব্যতীত সে সচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে কোন ক্রমেই সক্ষম হয় না। কিন্তু এরূপ পরপ্রত্যাশাপন্নতা দোষাকর নহে, কারণ দেখা গেল যে এতদ্দ্বারা মনুষ্যের সুখ ও অর্থ বৃদ্ধি হয় বলিয়াই ইহা প্রচলিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আর কি কি শুভ ফল ইহার দ্বারা উৎপন্ন হয়, এতদ্বিষয়ক বিচার এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

উল্লিখিত হইল যে পরের পরিশ্রম বিনা আমাদের জীবন যাত্রা সুখে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, কিন্তু লাভের সম্ভাবনা না থাকিলে মনুষ্য পরের জন্য কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহে। কৃষকের কুটীরে যখন কবাট আবশ্যক, তখন তাহার উচিত যে একজন সূত্রধারকে সে নিযুক্ত করে। কিন্তু সূত্রধার যদি কৃষকের জন্য সময় ক্ষেপণ করে, তাহাহইলে তাহার উদর পূর্ত্তির উপায় রহিল না, কারণ তাহার আহারীয় শস্যের সংস্থান না করিয়া সে কৃষকের কবাট নির্ম্মাণে সময় নষ্ট করিতেছে। অতএব কৃষক স্বহস্তে কবাট নির্ম্মাণ করিলে যে সময় অতিবাহিত করিত, সেই সময়ের মধ্যে সে যে শস্যোৎপাদন করিল, তাহার কিয়দংশ সূত্রধারকে দেওয়া আবশ্যক, নচেৎ সূত্রধার তাহার ব্যবহারের জন্য কখনই কবাট প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত হইবে না। তদ্রূপ কৃষকের যখন জুতা আবশ্যক হইবে, তখন সে চর্ম্মকারকে কিঞ্চিৎ শস্য দিয়া তাহার দ্বারা আপনার ব্যবহারের জন্য জুতা প্রস্তুত করাইয়া লইবে। আবার চর্ম্মকারের যখন কবাটের আবশ্যক হইবে, তখন সে আপনার প্রস্তুত জুতার বিনিময়ে সূত্রধারের নিকট হইতে কবাট প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে শ্রমজীবী মাত্রেই স্বহস্ত প্রস্তুত দ্রব্যের বিনিময়ে তাহার যাবতীয় অভাব মোচন করিবে। যাঁহারা মানসিক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, যথা চিকিৎসক, শিক্ষক, আইনব্যবসায়ী ইত্যাদি, তাঁহারাও এই

সর্ব্বব্যাপী নিয়মের বহির্ভূত নহেন। চিকিৎসকের যখন শস্যের প্রয়োজন হইবে; তখন তিনি অসুস্থ কৃষকের বাটীতে যাইয়া তাহার রোগ শান্তি করিবেন এবং এই পরিশ্রমের ফলস্বরূপ তিনি কৃষকের নিকট হইতে শস্য প্রাপ্ত হইবেন। যখন তাঁহার জুতার আবশ্যক হইবে, তখন তিনি পীড়িত চর্ম্মকারকে ঔষধ দিয়া তৎপ্রণীত জুতার দ্বারা সে অভাব মোচন করিবেন ইত্যাদি। চিকিৎসকব্যতীত অন্যান্য মানসিক শ্রমজীবীদের পক্ষেও ঠিক্ এইরূপ, কোন প্রভেদ লক্ষিত হইবে না।

এস্থলে যে ক্রয় বিক্রয় প্রথার উল্লেখ হইল, তাহার নাম বিনিময় প্রথা। তোমার যাহা আছে, কিন্তু আমার নাই, তাহা আমাকে দাও, এবং আমি তৎপরিবর্ত্তে আমার যাহা আছে অথচ তোমার নাই, তাহা তোমাকে দিতেছি—বিনিময় প্রথার এই মূলতত্ব। কিন্তু এরূপ ক্রয় বিক্রয় সভ্যসমাজে অতি স্বল্প পরিমাণেই লক্ষিত হয়। আমার জুতার কি অন্য কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে আমি শস্য কি বস্ত্র কি অন্য কিছু পরিশ্রমজাত সামগ্রীর বিনিময় না করিয়া ন্যায্য মূল্যানুসারে টাকা দিয়া সেই দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকি। বস্তুতঃ ক্রয় বিক্রয়ের উল্লেখ হইলেই আমাদের মনে টাকার কথা আইসে। সভ্যসমাজমাত্রেই বিনিময়ের স্থানে মুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। যাহার যাহা প্রয়োজন হয়, সে টাকা দিয়া তাহা ক্রয় করে। বিনিময় প্রথা উঠিয়া গিয়া মুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত হইল কেন পরে বলিতেছি। ক্রমশঃ

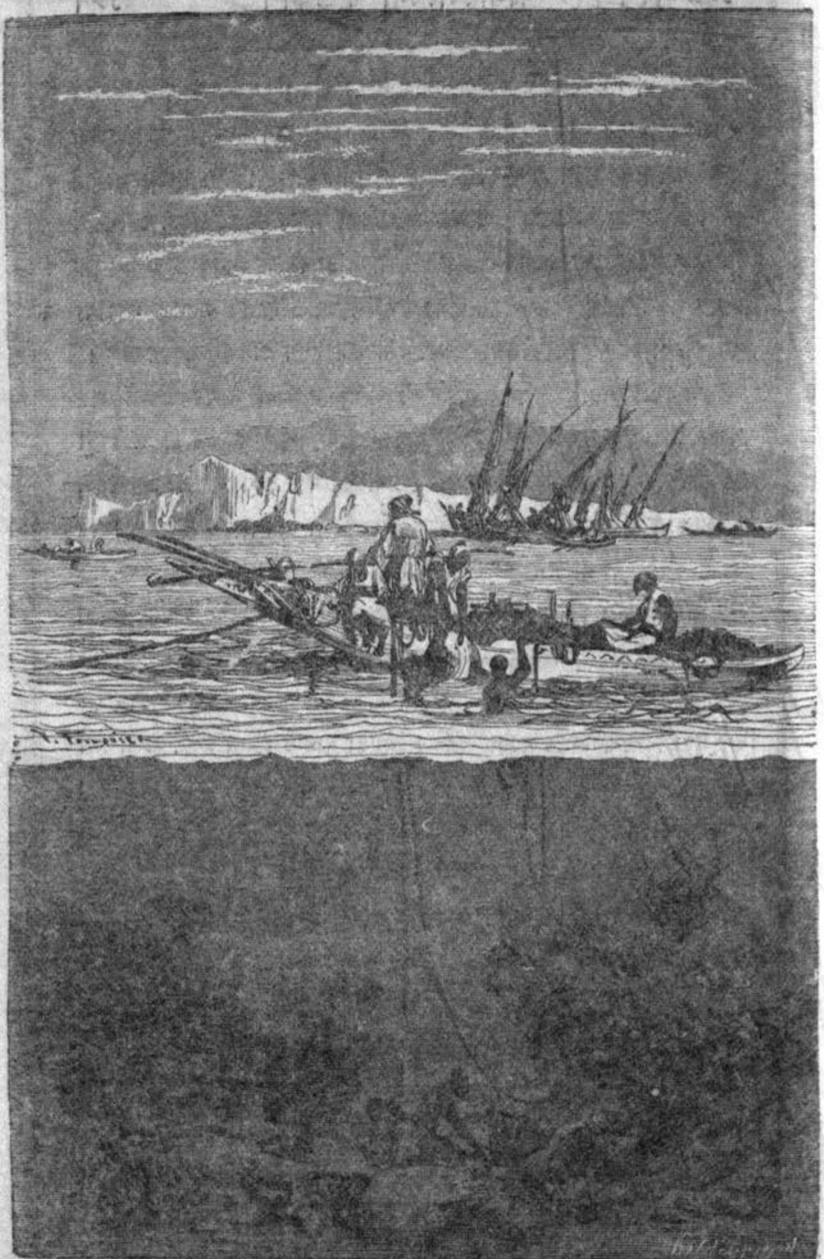
শিক্ষিত পক্ষী।

পক্ষীদিগকে শিক্ষা দিলে যে তাহারা অনেক বিষয় শিখিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছু দিন হইল একজন ক্রীড়া প্রদর্শক

একটী টিয়া পক্ষী আনিয়াছিল, আমরা দেখিলাম পক্ষী তাহার প্রভুর সঙ্কেতানুসারে ভিন্ন ভিন্ন নামাঙ্কিত পত্র আনিয়া দিল, একটী ছোট কামানে শলাকা দ্বারা বারুদ খাসিয়া খাসিয়া যথা স্থানে আগুণ দিয়া আওয়াজ করিল। এ সকল দেখিয়া আশ্চর্য্য হওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহাতে তত উপকার নাই। আমাদিগের উপকারজনক অনেক বিষয় পক্ষীরা শিখিতে পারে এবং তদ্দ্বারা আমাদিগের অনেক সাহায্য করিতে পারে। নিম্নে ইহার কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি।

আমেরিকার তূরীবাদক পক্ষী (Trumpet Bird) নামক এক প্রকার পক্ষী আছে, তাহারা কুকুরের মত গৃহকার্য্যে শিক্ষিত হয়। তাহারা গোরু ও মেষ পালকে মাঠে চরাইতে লইয়া যায়; যখন তাহারা চরে, সতর্কতার সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং দিবা অবসান হইলে পুনরায় তাহাদিগকে নিরাপদে গৃহে আনিয়া থাকে।

জর্ম্মণিতে একটী রাজহংস এক অন্ধ বৃদ্ধ স্ত্রীলোককে গির্জ্জায় লইয়া যাইত। সে তাঁহার ঘাগরার এক মুড় ঠোঁটে ধরিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দেখাইয়া লইয়া যাইত এবং গির্জ্জাঘরে তাঁহার আসনের নিকটে তাঁহাকে বসাইয়া নিস্তব্ধ ভাবে ঘরের বাহির হইয়া যাইত। যতক্ষণ উপাসনা হইত, সে নিকটস্থ গোরস্থানে চরিয়া তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া বেড়াইত। লোকেরা যখন উপাসনা ভাঙ্গিয়া ঘরে চলিয়া যাইত, সেই শব্দ পাইয়া রাজহংস আবার ঘরের ভিতর বৃদ্ধা রমণীর নিকট উপস্থিত হইত এবং তাঁহার কাপড় ধরিয়া তাঁহাকে পুনরায় ঘরে লইয়া যাইত। গিরজার পাদরী একদিন এই প্রাচীনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার বাটীতে যান। তথায় গিয়া তাঁহার কন্যার নিকট শুনিলেন, আজ তিনি বাহিরে গিয়াছেন। অন্ধ স্ত্রীলোককে একা বাহিরে যাইতে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া পাদরী কন্যাকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন। কন্যা বলিলেন ভয় নাই, মাতা একাকী যান নাই, রাজহংস তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে।



স্পঞ্জ ও প্রবালধারণ প্রণালী।

মনুষ্যেরা কেবল মুক্তার জন্য গভীর সমুদ্রজলে নিমগ্ন হয়, আর কিছুরই জন্য হয় না, অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে। কিন্তু স্পঞ্জ এবং প্রবালের জন্যও অনেক ডুবুরী নিযুক্ত হইয়া থাকে। এস্থলে ইহারই ছবি অঙ্কিত হইয়াছে। স্পঞ্জ কাহাকে বলে অনেকেই জানেন,এক টুকরা স্পঞ্জ অনেক জল শুষিতে পারে। এই স্পঞ্জ দেখিতে একপ্রকার রবারের মত, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা একটী জন্তু। প্রবাল অর্থ পলাকীট, ইহা অনেকে অলঙ্কার স্থলে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বৃক্ষজাতির মধ্যে যেমন শৈবাল, জন্তুদিগের মধ্যে সেইরূপ স্পঞ্জ ও প্রবাল অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত। ইহাদিগকে উদ্ভিদ্ ও জন্তুদিগের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া গণনা করা হয়। বৃক্ষের ন্যায় ইহারা প্রায় একস্থানে থাকিয়া বর্দ্ধিত হয়, ইহাদিগের চক্ষু কর্ণ হস্ত পদ প্রভৃতি কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয় নাই। বস্তুতঃ অনেক দিন ইহারা উদ্ভিদ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, পরে অনেক পরীক্ষাদ্বারা পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে জীব বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

স্পঞ্জ যাহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তাহা ঐ জন্তুর কঙ্কাল। জেলি বা আটার মত ইহার এক প্রকার শরীর থাকে, জল হইতে ইহাকে তুলিলেই তাহা পড়িয়া যায়। তিনমুখো একপ্রকার কাঁটা দ্বারা স্পঞ্জ গাঁথিয়া ধরা যায়। স্পঞ্জ দুই প্রকার আছে, কতকগুলি অল্প জলে থাকে, ইহা তত উৎকৃষ্ট নয় এবং ইহা অল্পমূল্যে বিক্রীত হয়। গভীর সমুদ্রে যে স্পঞ্জ থাকে, তাহার মূল্য অধিক। ইহা পর্ব্বতে সংলগ্ন হইয়া থাকে। ইহাকে ধরিতে হইলে গভীর জলে ডুবিতে হয় এবং ছুরিকা দ্বারা পাহাড় হইতে ইহাকে কাটিয়া লইতে হয়। কাঁটা দ্বারা ধৃত করিতে গেলে ইহা নষ্ট হইয়া যায়। উৎকৃষ্ট স্পঞ্জের লক্ষণ এই, ইহা অপেক্ষাকৃত হাল্কা ও নরম, ইহার ছিদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং বর্ণ ফেঁকাশে। লোহিত সাগর, আফ্রিকা ও গ্রীশের তীরদেশে স্পঞ্জ পাওয়া যায়। গ্রীক ডুবুরীরা ইহা ধৃত করিতে বিশেষ পটু।

প্রবাল ভারত মহাসাগর, ভূমধ্যস্থ সাগর এবং ক্লাস্পের তীরে পাওয়া যায়। ইহা ধরিবার জন্য এক বিশেষ প্রকার নৌকা আছে। ক্রুশের মত কাষ্ঠের যন্ত্র এবং তাহার নীচে জাল দেওয়া থাকে। ইহাই জলে নামাইয়া দেওয়া হয়, পরে ডুবুরী জলে নামিয়া এই কাষ্ঠ দ্বারা পাহাড় হইতে প্রবাল চাঁচিতে থাকে। প্রবালের বৃক্ষের ন্যায় শাখা আছে, তাহা জালে জড়াইয়া যায়। অর্দ্ধ মিনিটের মধ্যে প্রবাল ও কাষ্ঠ যন্ত্রের সহিত ডুবুরীকে নৌকার উপর তুলিয়া লওয়া হয়।

অঙ্ক সঙ্কেত।

১। কোন ব্যক্তি কোন সংখ্যার অঙ্ক মনে করিলে বলিবার কথা।

সঙ্কেত—এক ব্যক্তি যে সংখ্যা মনে করিয়াছে, প্রথমে তাহাকে ৩ গুণ করিতে বল; ২য়, তাহাতে ১ যোগ করিতে বল; ৩য়, তাহাকে ৩ গুণ করিতে বল; ৪র্থ, মনে করা অঙ্কের সহিত ইহা যোগ করিতে বল; ৫ম, যোগ করিয়া যত অঙ্ক হইল, তাহার দক্ষিণের অঙ্কটী ছাড়িয়া দিয়া বামে যাহা থাকিবে, তাহাই মনে করা অঙ্ক।

কোন ব্যক্তি মনে করিয়াছে	৪	অথবা	১২
৩ দিয়া গুণ করিলে	১২ হইল		৩৬
১ যোগ করিলে	১৩ "		৩৭
৩ দিয়া গুণ করিলে	৩৯ "		১১১
৪ যোগ করিলে	৪,৩ "	(১২ যোগ)	১২,৩
দক্ষিণের ৩ ছাড়িয়াদিলে	—		——
মনে করা অঙ্ক	৪		১২

২। কোন দুই সংখ্যার যোগ ফল ও বিয়োগ ফল বলিয়া দিলে সংখ্যা দুইটী বলিয়া দিবার কথা।

সঙ্কেত—যোগফল ও বিয়োগ ফল যোগ করিয়া তাহার অর্দ্ধেক ধরিলে বৃহত্তর অঙ্ক পাওয়া যাইবে, পরে যোগ ফল হইতে তাহা বাদ

দিলে লঘুতর অঙ্কও পাওয়া যাইবে। অথবা বিয়োগ ফল যোগ ফল হইতে বাদ দিলে অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহার অৰ্দ্ধেক লঘুতর অঙ্ক হইবে। বিয়োগ ফল তাহার সহিত যোগ করিলে বৃহত্তর অঙ্ক পাওয়া যাইবে।

যোগফল	২৫	যোগ ফল	২৫
বিয়োগফল	৭	বিয়োগফল	৭
যোগ করিয়া	৩২	বাদ দিয়া	১৮
অৰ্দ্ধেক	১৬ বৃহত্তর সংখ্যা।	অৰ্দ্ধেক ৯ লঘুতর সংখ্যা।	
যোগফল ২৫ হইতে ১৬ বাদে ৯ লঘুতর।		বিয়োগ ফল ৭ কে ৯ এর সহিত যোগ করিলে ১৬ বৃহত্তর সংখ্যা।	

নূতন সংবাদ।

১। ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন নামক সভার বঙ্গদেশীয় শাখা সভা এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পাঠ্য পুস্তক প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। গত বৎসর 'মেজ বউ' নামক এক সুন্দর উপন্যাস এবং 'প্রবন্ধ কুসুম' নামক পুস্তক এই সভার ব্যয়ে প্রচারিত হইয়াছে। এবৎসর সভা স্থির করিয়াছিলেন, স্ত্রীপাঠ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট যে পুস্তক প্রকাশিত হইবে, তাহার গ্রন্থকারকে ২০০ টাকা পুরস্কার দিবেন। সুরুচির কুটির প্রণেতা এই পুরস্কার লাভের যোগ্য হইয়াছেন। পুস্তক খানি সুন্দর হইয়াছে, এ দেশীয় রমণীগণ ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

২। বিক্রমপুর সম্মিলনী সভার প্রথম বাৎসরিক কার্য্য বিবরণ দর্শন করিয়া আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। স্থানীয় স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধন সভার একটী মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং গত বৎসর সেই উদ্দেশ্য সাধনে সভ্যগণ বিশেষ যত্নের পরিচয় দিয়াছেন। গত

বৎসর ৪টী বালিকাবিদ্যালয় এই সভাদ্বারা স্থাপিত এবং আর ৩টী বিদ্যালয় ইহার তত্ত্বাবধানে নীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রায় ১৭০টী বালিকা পরীক্ষোত্তীর্ণা হইয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। স্থানীয় এরূপ সভার সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয়, ততই সুখের বিষয়।

৩। কুমারী ফেনি বটার আয়র্লণ্ডের চিকিৎসাবিদ্যালয়ে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি মেডিক্যাল মিসনারী অর্থাৎ চিকিৎসা দ্বারা ধর্ম্ম প্রচারার্থিনী হইয়া শীঘ্র ভারতবর্ষে আসিবেন।

বামাগণের রচনা।

রজনী।

আইল রজনী তিমির বসনে,
ফুটিল সুরভি কুসুম রাজি।
হাসি হাসি শশী প্রকাশি গগনে
শোভিল তারার মালায় সাজি।১

উড়িয়া উড়িয়া যত পাখীগণ
আসিল ফিরিয়া যে যার কুলায়।
কেবল পেচক হরষিত মন
গম্ভীর নিনাদে ডাকি বাহিরায়।২

খদ্যোতের মালা তরু শিরোপরি,
জ্বলিতেছে যেন হীরক নিচয়,
আমরি কি শোভা মনোমুগ্ধকরী,
হেরিলে নয়ন ফিরিতে না চায়।৩

শিশির পড়িছে ঘাসের উপর
দেখিতে কেমন হয়েছে শোভা,
আহা মরি যথা মুকুতানিকর
ছড়ায়ে আপন কিরণ প্রভা।৪

নাহি খরতর দিবার কিরণ,
নিশার শীতল পবন বহে,
লভিছে আরাম যত জীবগণ
জগৎ নীরব হইয়া রহে।৫

কোথাও বা একা দুঃখিনী কামিনী,
যাপিতেছে নিশি ঘোর যাতনায়,
মাতালের হাতে পড়ে অভাগিনী
সুখের রজনী দুঃখেতে কাটায়।৬

কোথাও জননী পাগলিনী প্রায়
প্রাণের তনয়ে চাপিছে কোলে,
নিদারুণ বিধি বুঝি লয়ে যায়!
তবে এ রতন কেন রে দিলে!৭

কেহ সুখে আছে করিয়া শয়ন,
কেহ বা ভাবিছে পোহাক নিশি,
কেহ ঘুম ঘোরে দেখিছে স্বপন,
হাসে কেহ, কেহ কাঁদিছে ভাসি।৮

সকলিত বিধি তোমার সৃজন,
সুখ দুঃখ আদি তোমার খেলা,
থাকি আমি হায় যেভাবে যখন
নিজ কাজে যেন না করি হেলা।৯

শ্রীমতী—